নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদন

"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত)"

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১-৪
২।	অধ্যায়-১: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি	৫-৮
৩।	অধ্যায়-২: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি (Methodology)	৯-১২
৪।	অধ্যায়-৩: অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক অর্থ সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ	১৩-২৩
	৩.১ আরডিপিপি ও আরএডিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও অগ্রগতি	১৩
	৩.২ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় কম হওয়ার কারণ	১৩
	৩.৩ মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক চিত্র	১৪-১৫
	৩.৪ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি বিশ্লেষণ	১৫
	৩.৫ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ	১৬-২২
	৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর মন্তব্য	২২
	৩.৭ বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান কয়েকটি কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২৩
৫।	অধ্যায়-৪: কলেজ অধ্যক্ষ, আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, আইসিটি প্রশিক্ষক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	২৪-৫৮
	৪.১ কলেজ অধ্যক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	২৪-৩০
	৪.২ আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৩১-৩৬
	৪.৩ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৩৭-৪০
	৪.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলীর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৪১-৪৫
	৪.৫ আইসিটি প্রশিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৪৬-৪৮
	৪.৬ সরেজমিনে কলেজ পরিদর্শনপূর্বক চেক লিস্টের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি	৪৯-৫৪
	৪.৭ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion)	৫৫-৫৭
	৪.৮ টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	৫৮-৫৯
৬।	অধ্যায়-৫: প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Major Findings)	৬০-৬১
৭।	অধ্যায়-৬: নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা	৬২-৬৬
৮।	পরিশিষ্ট- ১ - ২৫	৬৭-৯০

Abbreviation & Acronym

ADP	Annual Development Program
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
EED	Education Engineering Department
FGD	Focus Group Discussion
FM	Force Magnitude
GOB	Government of Bangladesh
HSTTI	Higher Secondary Teachers Training Institute
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ICT	Information and Communication Technology
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KUET	Khulna University of Engineering & Technology
LGED	Local Government Engineering Department
LSC	Local Supervision Committee
MPA	Mega Pacales
MPO	Monthly Pay Order
PIC	Project Implementation Committee
PIU	Project Implementation Unit
PSC	Project Steering Committee
PSI	Pounds per Square Inch
RADP	Revised Annual Development Program
RDPP	Revised Development Project Proposal
RUET	Rajshahi University of Engineering and Technology
TTC	Teachers' Training College

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনের জন্য সুপারিশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে থাকে। এ কাজের অংশ হিসেবে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে প্রতি বছর নির্বাচিত কিছু কিছু প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে জনাব মোঃ খালেদুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ০১/১২/২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

II. **প্রকল্পের বর্ণনাঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষা সেক্টরে সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হলেও তা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌছায়নি। তাই শিক্ষা সেক্টরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত কলেজ চিহ্নিত করে সেসব কলেজে আইসিটি শিক্ষার উপকরণসহ ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "**তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন**" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ২৩৮৭৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কার্য পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট ৫৫৪৭৭৪.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় এবং একনেক কর্তৃক ২৪/১১/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথম ২টি অর্থ বছরে (২০১২-২০১৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ কম বরাদ্দ দেয়ার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ে। প্রথম ২ বছরে ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাত্র ১৬.৭৫% অর্থ আরএডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় **৮৩৪২৮.০৪** লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের **১৫.০৩%** এবং মূল প্রকল্পের ৩৫%।

III. **নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে অনুসৃত পদ্ধতি (Metholdogy):** প্রকল্পের অধীনে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত যে সমস্ত কলেজের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়, তার মধ্যে বাস্তব অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল, এরূপ ৮৬৮টি কলেজ হতে নমুনার ভিত্তিতে ৫০টি কলেজ নির্বাচন করা হয়। দেশের ৮টি বিভাগ হতে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন কলেজ সংখ্যার আনুপাতিক হারে ২৫টি জেলা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রতিটি জেলা হতে ১টি আরবান কলেজ এবং ১টি রুরাল কলেজ নমুনা হিসেবে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। নমুনা কলেজ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টি। প্রতিটি কলেজের অধ্যক্ষ, ১ জন করে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী, আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ও কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণির নমুনায়িত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১৪ জন। এছাড়াও মোট ৬টি দলগত আলোচনা পরিচালনা করা হয়।

IV. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Major Findings)

i. প্রকল্পের প্রথম ৩ বছরে আরএডিপিতে মোট ৪৫৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যা ঐ সময় পর্যন্ত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত টাকার (১২০৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা) ৩৮% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৯% মাত্র;

ii. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দসহ আরএডিপিতে মোট ৯৯২৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮%। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৪২৮.০৪ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের ৮৪% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫%;

iii. মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ১০৮৪টি কলেজের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬৬টির নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ৭১৮টির নির্মাণ কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে, যার মধ্যে ২৩২টির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৬% থেকে ৯৯%এর মধ্যে;

iv. নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ২৭টির নির্মাণ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২২টির নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, ১টি কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩০%;

v. বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নির্মাণ সাইট পেতে বিলম্ব হয়। সে কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা যায় না বা সমাপ্ত করা যায় না। এরূপ বলেছেন ২২.২২% (৪ জন) আরবান এবং ১৮.৭৫% (৩ জন) রুরাল কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী;

vi. ৫০% (৯ জন) আরবান এবং ৩৭.৫০% (৬ জন) রুরাল কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী জানান, উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষা থাকার কারণে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। ফলে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়না। ৬% প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ঠিকাদারের অবহেলা/গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায় না;

vii. ২টি কলেজের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত স্থানীয় বালির FM test, ২টি কলেজে ব্যবহৃত মোটা বালির FM test, ২টি কলেজে water absorption test of bricks.এর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ২টি কলেজের compressive test of concrete-এর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে;

viii. ১টি কলেজের একাডেমিক ভবন ও ২টি কলেজের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে অনুমোদিত নির্মাণ নকশা অনুসরণ করা হয়নি;

ix. প্রকল্পভুক্ত কোন কলেজেই এখন পর্যন্ত আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন টিটিসি'র মাধ্যমে মোট ৯২৪ জন (২০.৫৩%) বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৭০% (৩৫ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক জানিয়েছেন, আইসিটি পাঠদানের জন্য কলেজে আলাদা শ্রেণিকক্ষ নেই;

x. আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকরী করার জন্য ৯২% (৪৬ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক এবং ৯৪% (২৩৬ জন) ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপনের সুপারিশ করেছেন;

xi. ৮৬% (৪৩ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক আইসিটি ব্যবহারিক শিক্ষা দানের জন্য প্রতিটি কলেজে ১ জন করে Demonstrator নিয়োগের সুপারিশ করেছেন;

xii. ৬৪.২৯% (৯ জন) আইসিটি প্রশিক্ষক মনে করেন যে, প্রকল্পের অধীনে বর্তমান আইসিটি প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১২ দিন যথাযথ নয় এবং তাদের মধ্যে ৮৮.৮৯% (৮ জন) মনে করেন যে, প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ১৫-২০ দিন করা যেতে পারে;

xiii. ৪৬% (২৩ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক জানিয়েছেন, টিটিসি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। এদের মধ্যে ৬৯.৫৬% (১৬ জন) বলেছেন, তাড়াহুড়ো করে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়;

xiv. আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে মোট ৪০টি কলেজে, যা প্রকল্পভুক্ত মোট কলেজের ২.৬৬%। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;

xv. প্রকল্পভুক্ত আরবান কলেজের নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৩৩৩.৮৩ শতাংশ এবং রুরাল কলেজের গড় পরিমাণ ৬১১.৪১ শতাংশ এবং

xvi. প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে ৭০% (৩৫টি) কলেজে সরকারি অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণকালে নমুনাভুক্ত আরবান কলেজের গড় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪১৫ জন এবং রুরাল কলেজের গড় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৯৭ জন।

V. নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাঃ

i. **আরডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম বরাদ্দ প্রদানঃ** প্রকল্পের প্রথম ২ বছরে (২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪) ডিপিপিতে নির্ধারিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৬.৭৫% অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম বরাদ্দ দেয়ার কারণে শুরু হতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়েছে। চলমান বছর পর্যন্ত আরএডিপিতে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮% অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ii. **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্নকরণে অনিশ্চয়তাঃ** প্রকল্পের সংশোধিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষ হবে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে। এ অবস্থায় প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এ ৩টি অর্থ বছরের এডিপি'তে বরাদ্দ প্রদান করা না হলে অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

iii. **স্থাপত্য নকশা ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়নে বিলম্বঃ** নমুনাভুক্ত ৫টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ নকশা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (জোনাল অফিস) পান ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা হয় নির্ধারিত সময় হতে প্রায় দেড় বছর পরে। এসব কারণে নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করতে বেশ বিলম্ব হয়েছে। যার ফলে সার্বিকভাবে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়ে।

iv. **নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করাঃ** নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ২টি কলেজে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত compressive strength test of concrete, ৪টি কলেজের water absorption test of

bricks এবং ২টি কলেজে FM test of local & coarse sand ল্যাবরেটরি টেস্ট না করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্মাণ বিধিমালার পরিপন্থী।

v. **মোজাইক ও দরজার নির্মাণ কাজ মানসম্মত নয়ঃ** নমুনায়িত কলেজসমূহের মধ্যে ঢাকার সূত্রাপুরে সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের নির্মাণ কাজের গুণগত মান ভাল হয়নি। দেয়ালের প্লাস্টার ও রং সঠিকভাবে করা হয়নি। মানিকগঞ্জ জরিনা ডিগ্রি কলেজের দরজা-জানালায় ব্যবহৃত মেহগনি কাঠের মান ভাল নয়। দরজা-জানালায় ব্যবহৃত ছিটকানী ও লক নিম্নমানের। মইনুল হক কলেজ, সুনামগঞ্জ-এর মোজাইকৃত মেঝেতে কিছু কিছু জায়গায় ফাটল দেখা গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজের দরজার পাল্লার নিচের অংশ মেঝে থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি ফাঁকা হয়ে আছে। টয়লেট ব্লকের মেঝেতে টাইলস বসানোর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে স্লোপিং রাখা হয়নি। ফলে প্রবেশ দ্বারে পানি জমে থাকে।

vi. **আরডিপিপিতে বর্ণিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ না করাঃ** উপকূলীয় (Coastal) এলাকার কলেজে ই-টাইপ ভবন নির্মাণ করার কথা। অর্থাৎ ৪ তলার ভিতসহ ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে যার নিচ তলা খোলা থাকবে এবং ২য় তলা ও ৩য় তলায় শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেট ব্লক থাকবে। উপকূলীয় এলাকা হিসেবে খুলনা জেলার কয়রাতে ই-টাইপ ভবন নির্মাণ করার কথা। কিন্তু সেখানে সমতল ভূমির ন্যায় ৪ তলা ভিতসহ দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

vii. **১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানির ট্যাংক স্থাপনঃ** ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি কলেজে ২০০০ গ্যালন পানির ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি পানির ট্যাংক নির্মাণ করার কথা। আরসিসি পানির ট্যাংকের পরিবর্তে প্রতিটি কলেজে ১৫০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক বসানো হয়েছে।

viii. **জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণে অর্থের অপচয়ঃ** মূল প্রকল্পে প্রতি কলেজের ভবিষ্যতে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সংস্থান রেখে ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলার ভিত দিয়ে প্রথম তলা ও ২য় তলা নির্মাণ করার সংস্থান ছিল এবং এভাবেই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজের ভিত অনুযায়ী ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলা নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ইতোমধ্যে বহু ভবনের দোতলার ছাদে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণ করা হয়েছে। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী অবশিষ্ট তলাসমূহ নির্মাণ করতে প্রতিটি ভবনেরই জলছাদ ও চিলেকোঠা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এতে একদিকে যেমন প্রতি কলেজ ভবনে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণে অহেতুক প্রায় ৬-৭ লক্ষ টাকায় ব্যয় হল এবং তেমনি এগুলো ভেঙ্গে ফেলতেও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়টি মূল প্রকল্প গ্রহণের সময় বিবেচনায় রাখা হলে এ অহেতুক ব্যয় হতো না। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ix. **আইসিটি ল্যাব স্থাপন না করাঃ** প্রকল্প মেয়াদের ৪ বছর অতিবাহিত হতে চলেছে কিন্তু ১টি কলেজেও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম বরাদ্দ দেয়ার কারণে নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া ডিপিপিতে আইসিটি যন্ত্রপাতির যে স্পেসিফিকেশন উল্লেখ ছিল, তা পরিবর্তন করে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নতমানের এবং আরও কিছু নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নেয়ায় সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

x. **আইসিটির ওপর পরিচালিত প্রশিক্ষণের মানঃ** বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের (টিটিসি) মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে একই মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হলো- সব টিটিসি'তে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সম্পর্কিত একই মানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নেই। এ কারণে শিক্ষকরা একই মানের আইসিটি প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না।

xi. **আইসিটি ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিক নির্দেশনাঃ** আইসিটি ল্যাব স্থাপন শেষে বিশেষ করে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আইসিটি ল্যাবের রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে হবে, সে বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা নেই। এতে প্রকল্প সমাপ্তির পর আইসিটি ল্যাবের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

xii. **LSC (Local Supervision Committee) সভা নিয়মিত না হওয়াঃ** প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের সুপারিশসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে গঠিত LSC-এর সভা পরিকল্পনা মাফিক হয় না। আরডিপিপিতে উল্লেখ আছে, প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজন মোতাবেক সভা করে সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

xiii. **পিআইইউ-র জন্য অপর্যাপ্ত অফিস স্পেসঃ** প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২২ জন জনবল নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। পিআইইউ-র অফিস স্থাপনের জন্য ও শিক্ষা ভবনের ৭ম তলায় ২টি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ২টি কক্ষের ১টিতে প্রকল্প পরিচালক এবং অপর কক্ষটিতে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বসেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ জায়গা খুবই অপ্রতুল।

xiv. **নির্মিত নতুন একাডেমিক ভবন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারঃ** নির্মিত নতুন একাডেমিক ভবনের শ্রেণিকক্ষ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষ সমস্যা রয়ে গেছে।

VI. সুপারিশমালাঃ

i. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০১৮) সমাপ্ত করার লক্ষ্যে আগামী ৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (২০১৬-২০১৯) প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ (৪৫৫৯১৯.৩০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি।

ii. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের MTBF-এর বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রেখে যৌক্তিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ এবং চলমান এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করে অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে।

iii. প্রকল্পের অবশিষ্ট কলেজসমূহের (৪১৬টি) নির্মাণ শুরু করার জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে অতি জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ শুরু করা দরকার। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে আরো সক্রিয় হতে হবে।

iv. সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর (জোনাল অফিস) নিকট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে নির্মাণ নকশা প্রেরণে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিকট নির্মাণ নকশা সময়মত প্রেরণ করার বিষয়ে তৎপর থাকা আবশ্যক।

v. যে সমস্ত কলেজ নির্মাণ কাজে (মোজাইক, প্লাস্টার, দরজা) ত্রুটি (সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ, জেরিনা ডিগ্রি কলেজ, শহীদ সরদার শাহজাহান উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ, মইনুল হক কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয় পৌর ডিগ্রি কলেজ) পরিলক্ষিত হয়েছে, ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ, সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

vi. আইসিটি ক্লাস রুম ধূলা মুক্ত রাখার জন্য দেয়ালের সাথে নির্মিত ব্লাক বোর্ডের পরিবর্তে সাদা বোর্ড ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। আইসিটি ল্যাব স্থাপনের পূর্বেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

vii. আইসিটি প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে upgrade করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি outsourcing-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল এবং প্রশিক্ষকদের সম্মানী ভাতা ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

viii. রিফ্রেসার প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ix. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর আইসিটি ল্যাব পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও sustainability অর্জনের জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কলেজকে সম্পৃক্ত রেখে আইসিটি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

x. LSC (Local Supervision Committee)–এর সভা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক এবং আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ করার নিয়ম মেনে চলা উচিত;

xi. ভবিষ্যতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে দরপত্রের মূল্য ১ কোটি টাকার বেশি হলে তা সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

xii. পিআইইউ-র অফিস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্পের অনুকূলে শিক্ষা ভবনে আরো ২টি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

xiii. বর্তমানে নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবনসমূহের দোতলার ছাদে যাতে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণ করা না হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

xiv. নির্মিত একাডেমিক ভবনের শ্রেণিকক্ষে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস এবং দাপ্তরিক অফিস স্থাপন না করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

অধ্যায়-১

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। আইএমইডি নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্প পরিবীক্ষণের পাশাপাশি আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জনাব মোঃ খালেদুর রহমানকে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক-এর সাথে গত ০১/১২/২০১৫ তারিখে ০৪ (চার) মাস মেয়াদী এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শক গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে খসড়া Inception Report আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক-এর নিকট দাখিল করেন। Inception Report-এর ওপর ৩১/১২/২০১৫ তারিখে পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশোধিত Inception Report ২৬/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে সংশোধিত খসড়া Inception Reportটি ১৬/০২/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। Inception Report অনুমোদনের পর আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত ৭ জন তথ্য সংগ্রহকারী নমুনায়িত কলেজসমূহ পরিদর্শন ও Semi-structured questionnaire-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করে। ব্যক্তি পরামর্শকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি, দলগত আলোচনা ও প্রকল্প পরিচালক এবং প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে খসড়া প্রতিবেদনটি ২১/০৪/২০১৬ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটিতে আলোচিত হয় **(পরিশিষ্ট- ১)**। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে প্রণীত সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনটি গত ২৬/০৪/২০১৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচিত হয় এবং ০৯/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত হয়। উক্ত কর্মশালার সিদ্ধান্ত এবং ১৭/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন অবস্থা এবং অর্থায়ন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা;

(খ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

(গ) প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ, নির্মাণ কাজ ও সেবা (intellectual services) ক্রয়ে প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করা;

(ঘ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(ঙ) টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগৃহিত দ্রব্যাদির (কম্পিউটার, কম্পিউটার এক্সেসরিজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, একাডেমিক ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ) সংখ্যা/পরিমাণ ও গুণগতমান নিশ্চিত হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করা;

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা, অর্থায়ন, মালামাল সংগ্রহ ও নির্মাণ কাজ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হয়েছে কি-না এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি সমস্যা আছে কি-না তার কারণ চিহ্নিতকরণ;

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা এবং

(জ) চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

১.৩ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজ শিক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ২ বছর উচ্চ মাধ্যমিক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ৩ বছরের ডিগ্রী পাস, ৪ বছরের ডিগ্রী সম্মান ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় অধিক হারে শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার

সুযোগ-সুবিধা (যেমন- ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আইসিটি উপকরণ, মাল্টি মিডিয়া ক্লাসরুম ইত্যাদি) তেমন বাড়েনি। ইতোমধ্যে বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ফলে শিক্ষার অনুকূলে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও তা এখনও কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ফলে কাঙ্খিত উন্নয়নের আওতার বাইরে এখনও অনেক বেসরকারি কলেজ রয়ে গেছে। শিক্ষা সেক্টরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত উন্নয়নমূলক কার্যাদির সুবিধাবঞ্চিত কলেজসমূহে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে **জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি মোট **২৩৮৭৭০.০০ লক্ষ টাকা** প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮/০৯/২০১২ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১.৪ এক নজরে প্রকল্পের তথ্যঃ

		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি
ক) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট- ২৩৮৭৭০.০০ টাকা- ২৩৮৭৭০.০০ প্রঃসাঃ --	৫৫৪৭৭৪.৩০ ৫৫৪৭৭৪.৩০ --	৩১৬০০৪.৩০ (১৩২%)
খ) বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	১ বছর ৬ মাস (৩০%)
গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার	বাংলাদেশ সরকার	
ঘ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়		
ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর		
চ) প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ (১৫০০টি কলেজ)		
ছ) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	:	১৮/০৯/২০১২	২৪/১১/২০১৫	

১.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি নির্বাচিত কলেজসমূহে বর্ধিত ভৌত অবকাঠামো এবং আইসিটি শিক্ষা সামগ্রী (একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, ইন্টারনেট/ ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটিসহ আইসিটি ল্যাব/স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ) সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা;

খ) বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যেকার বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদির বৈষম্য/পার্থক্য হ্রাস করা;

গ) সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যকার ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদির পার্থক্য কমিয়ে আনা;

ঘ) সমগ্র বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাদির মধ্যে ভারসাম্য ও সমবন্টন নিশ্চিত করা;

ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজসমূহে শিক্ষার্থীর ক্রমাগত অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে আনা।

১.৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

(ক) একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
(খ) বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
(গ) কম্পিউটার/আইসিটি ল্যাব, ডিজিটাল/স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন;
(ঘ) কলেজ ও পিআইইউ (PIU)-র জন্য আসবাবপত্র ক্রয়;
(ঙ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ; এবং
(চ) পিআইইউ-এর জনবল নিয়োগ।

১.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

এ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সামগ্রিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২২ জন জনবল সমন্বয়ে একটি পিআই (PIU) ইউনিট রয়েছে। প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যাবলী প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে বরাদ্দকৃত অর্থে (Deposit Work) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বিশেষ করে নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (জোনাল অফিস) এবং তার অধীনে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সার্বিক তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্মাণ কাজের তদারকির জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি লোকাল সুপারভিশন কমিটি (LSC) রয়েছে। আইসিটি ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয় ও কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে পিআইইউ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দেয়া স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট রেটে বিএফআইডিসি কর্তৃক আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে। স্পেসিফিকেশন মোতাবেক আসবাবপত্র বুঝে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি আসবাবপত্র রিসিভিং কমিটি রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) রয়েছে।

১.৮ প্রকল্প সংশোধনঃ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত ডিপিপিতে বিন্যাসকৃত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থের বরাদ্দ না করা, নির্মাণ কাজ ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন কাজের পরিধি ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধনের প্রধান প্রধান কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১.৮.১ **একাডেমিক ভবনের পরিমাণ ও নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিঃ** মূল প্রকল্পে ১৫০০টি কলেজে একাডেমিক ভবনের জন্য মোট ৯.৪৮ লক্ষ বর্গমিটার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল (প্রতি কলেজে গড়ে ৬৩২ বর্গমিটার)। সংশোধিত প্রকল্পে ১৫০০টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৭৪ লক্ষ বর্গমিটার (প্রতি কলেজে গড়ে ১২৫০ বর্গমিটার) নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে নির্মাণ ব্যয় ২০৫৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা হতে ৪২৪৫৭৬.১৯ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে (১০৬%)।

১.৮.২ **আইসিটি যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ** উন্নত মানের এবং অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পে বর্ণিত স্পেসিফেকেশন পরিবর্তন, যন্ত্রপাতির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রস্তাব করার কারণে এ খাতে ব্যয় ১১৭৯০.০০ লক্ষ হতে ৫৪৯৮২.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধির হার ৩৬৬%।

১.৮.৪ **আসবাবপত্রের সংখ্যা ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ** মূল প্রকল্পে প্রতিটি কলেজের জন্য ৯০টি উঁচু ও ৯০টি নীচু বেঞ্চ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সংশোধিত প্রকল্পে এ সকল আসবাবপত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। এছাড়া কেন্টিন ও সম্মেলন কক্ষের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় প্রস্তাব রাখার কারণে আসবাবপত্র খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪৬৫৫.০০ লক্ষা টাকা (২৭৭% ব্যয় বৃদ্ধি)।

১.৮.৫ **বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল বৃদ্ধিঃ** বিজ্ঞান শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ১২ দিন হতে ২১ দিন করা হয়েছে এবং সংশোধিত প্রকল্পে রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখার কারণে সামগ্রিকভাবে এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৭%। এছাড়া পিআইইউ'র জন্য জনবল ১০ জন হতে ২২ জনে (আউটসোর্সিং খাতে ৮ জনসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৮.৬ **প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রকল্প সংশোধনে একটি অন্যতম কারণ। প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ বছর ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৮.৭ **ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সী ব্যয় বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পের ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা (১৩০%)। মূল প্রকল্পে প্রাইস কন্টিনজেন্সী খাতে ব্যয় প্রস্তাব ছিল না। সংশোধিত প্রকল্পে এই খাতে ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৫৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা।

১.৯ প্রকল্প সংশোধনের ফলে ১৩২% ব্যয় বৃদ্ধির ওপর মন্তব্য/যৌক্তিকতাঃ

১.৯.১ মূল প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয়ের মধ্যে ২০৫৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা (৮৬%) নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল। মোট ১৫০০টি কলেজের প্রতিটি কলেজের জন্য ৬৩২ বর্গমিটার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। নির্মাণ কাজের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৮ তলা ভিতসহ দোতলা, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৫ তলা ভিতসহ দোতলা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪ তলা ভিতসহ দোতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সংশোধিত প্রকল্পে ডিপিপি অনুযায়ী প্রদত্ত ভিতসহ অবশিষ্ট তলাসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে নির্মাণ কাজের পরিমাণ মোট ৯.৪৮ লক্ষ বর্গমিটার হতে ১৮.৭৪ লক্ষ বর্গমিটারে বৃদ্ধি পেয়েছে (৯৮%) এবং এ কারণে নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬%। অন্যদিকে প্রতি কলেজে একটি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নতমানের নতুন যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্তি করার কারণে মূল প্রকল্প হতে এ খাতের ব্যয়ের বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬৬%। এছাড়া প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হল- নির্মাণের রেট সিডিউল বৃদ্ধি। উল্লেখ্য, মূল প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ২০১১ সালের নির্মাণ রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের বর্ধিত নির্মাণ রেট সিডিউল অনুযায়ী আরডিপিপিতে নির্মাণ কাজের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৯.২ সংশোধিত প্রকল্পে আসবাবপত্রের সংখ্যা (হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ) দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং কেন্টিন ও সম্মেলন কক্ষের জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল) ক্রয়ের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭৭%। এছাড়াও প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প অপারেশন ব্যয়, ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মূল প্রকল্পে নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২০১১ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী। সংশোধিত প্রকল্পে নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০১৪ সালের নির্মাণ রেট সিডিউল অনুযাযী। বর্ধিত নির্মাণ রেট সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন প্রকল্পের মোট ব্যয় বৃদ্ধির আরেকটি কারণ।

১.৯.৩ প্রকল্পের সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূল প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প কার্যক্রমের ভবিষ্যত সম্প্রসারণ/প্রয়োজন (Future need) সঠিকভাবে বিবেচনা না করেই ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। যার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকল্পটির সামগ্রিক কার্য পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং অধিকসংখ্যক নতুন নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নকালে যদি এসকল বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হতো, তাহলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকল্পের কার্য পরিধি ও ব্যয় এত বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করার প্রয়োজন হতো না।

অধ্যায়-২

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি (Methodology)

২.১ **কলেজ সংখ্যার আনুপাতিক হারে নমুনা চয়নঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য-পরিধি অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগ হতেই প্রকল্পভুক্ত কলেজ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্প শুরু হতে ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৮৬৮টি কলেজে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ (সমাপ্ত ও চলমান) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ ৮৬৮টি কলেজ হতে মোট নমুনা সংখ্যা ৫০টি কলেজ টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় এবং বিভাগওয়ারী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন ও সমাপ্ত কলেজ সংখ্যার আনুপাতিক হারে (Probability Proportional to Size-PPS) বিভাগ ভিত্তিক মোট নমুনা কলেজ সংখ্যা স্থির করা হয়। নিম্নে সংখ্যার আনুপাতিক হারে বিভাগওয়ারী নমুনায়িত কলেজ সংখ্যা দেয়া হলঃ

বিভাগ	নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন ও সমাপ্ত কলেজ সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)	নমুনায়িত জেলার সংখ্যা	নমুনায়িত মোট কলেজ সংখ্যা
ঢাকা	১৭২	৫	১০
ময়মনসিংহ	৮৪	২	৪
চট্টগ্রাম	১৩৪	৪	৮
খুলনা	১০৬	৩	৬
রাজশাহী	১৩৮	৪	৮
বরিশাল	৪২	১	২
সিলেট	৫৭	২	৪
রংপুর	১৩৫	৪	৮
মোটঃ	**৮৬৮**	**২৫**	**৫০**

উৎসঃ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডিসেম্বর ২০১৫-এর প্রতিবেদন

২.২ **জেলাওয়ারী ও এলাকা ভিত্তিক নমুনায়িত কলেজ সংখ্যাঃ** কার্য-পরিধিতে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক নমুনাভুক্ত প্রতিটি জেলা হতে ২টি করে কলেজ নির্বাচন করার লক্ষ্যে **দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৮টি বিভাগ হতে মোট ২৫টি জেলা নির্বাচন করা হয়।** নমুনায়িত প্রতিটি জেলা হতে ১টি করে আরবান ও ১টি করে রুরাল কলেজ নির্বাচন করা হয়। আরবান বলতে বিভাগীয় শহর, মেট্রোপলিটন এরিয়া ও জেলা পর্যায়ের কলেজ এবং রুরাল বলতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত কলেজসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এ নিয়মে ২৫টি আরবান এবং ২৫টি রুরাল কলেজ নমুনাভুক্ত করা হয়। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে জেলা নির্বাচন করায় নমুনায়িত জেলাসমূহের মধ্যে একটি জেলার (খাগড়াছড়ি) শহর এলাকার মধ্যে প্রকল্পের অধীনে কোন কলেজ না থাকার কারণে ঐ জেলা হতে ২টি রুরাল কলেজ নমুনার আওতায় রাখা হয়। এ কারণে নমুনায়িত আরবান কলেজের সংখ্যা হয়েছে মোট ২৪টি এবং রুরাল কলেজের সংখ্যা হয়েছে ২৬টি। **প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে সরবরাহকৃত কলেজের তালিকা হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা কলেজ নির্বাচন করা হয় (পরিশিষ্ট-২)। নমুনায়িত জেলা ও কলেজের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ**

জেলাওয়ারী এলাকা ভিত্তিক নমুনায়িত কলেজ সংখ্যা

বিভাগ	নমুনায়িত জেলা	এলাকা ভিত্তিক কলেজের সংখ্যা		মোট
		আরবান	রুরাল	
ঢাকা	ঢাকা	১	১	২
	মানিকগঞ্জ	১	১	২
	গাজীপুর	১	১	২
	মাদারীপুর	১	১	২
	গোপালগঞ্জ	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**৫**	**৫**	**১০**
ময়মনসিংহ	জামালপুর	১	১	২
	কিশোরগঞ্জ	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**২**	**২**	**৪**
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১	১	২
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	১	২
	খাগড়াছড়ি	-	২	২
	নোয়াখালী	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**৩**	**৫**	**৮**
খুলনা	কুষ্টিয়া	১	১	২
	যশোর	১	১	২
	খুলনা	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**৩**	**৩**	**৬**
রাজশাহী	নাটোর	১	১	২
	রাজশাহী	১	১	২
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	১	২
	সিরাজগঞ্জ	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**৪**	**৪**	**৮**
বরিশাল	পটুয়াখালী	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**১**	**১**	**২**
সিলেট	সিলেট	১	১	২
	সুনামগঞ্জ	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**২**	**২**	**৪**
রংপুর	দিনাজপুর	১	১	২
	নীলফামারী	১	১	২
	রংপুর	১	১	২
	গাইবান্ধা	১	১	২
	উপ-মোটঃ	**৪**	**৪**	**৮**
	সর্বমোটঃ	**২৪**	**২৬**	**৫০**

২.৩ **সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর শ্রেণি/ধরনঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নমুনায়িত প্রতিটি কলেজের অধ্যক্ষ, প্রতিটি কলেজ হতে ৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী, ১ জন করে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং নির্মাণ কাজ তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত নমুনায়িত কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হতে ২ জন করে প্রশিক্ষকের নিকট হতে সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক Semi-structured questionnaire-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ৫ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বিভাজন নিম্নে দেয়া হলঃ

	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধরন	আরবান	রুরাল	সংখ্যা
১)	নমুনায়িত কলেজের অধ্যক্ষ	২৪	২৬	৫০ জন
২)	আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নমুনায়িত কলেজ প্রশিক্ষক (প্রতি কলেজ হতে ১ জন করে)	২৪	২৬	৫০ জন
৩)	নমুনায়িত প্রতি কলেজ হতে ৫ জন করে ছাত্র-ছাত্রী	১২০	১৩০	২৫০ জন
৪)	সহকারী প্রকৌশলী (প্রতি কলেজ সংশ্লিষ্ট ১ জন)	২৪	২৬	৫০ জন
৫)	আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) প্রশিক্ষক (প্রতি কেন্দ্র হতে ২ জন করে)	১৪		১৪ জন
	সাক্ষাৎকার দানকারীর সর্বমোট সংখ্যা	**২০৬ জন**	**২০৮ জন**	**৪১৪ জন**

২.৪ **তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ**

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Methodology), তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইএইমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও উপ-পরিচালক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নমুনায়িত জেলা ও কলেজসমূহের তালিকা, সরকারি পত্র ও প্রশ্নমালাসহ এ সকল প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনায়িত জেলায় পাঠানো হয়।

২.৫ **নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনাঃ**

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে ০১/১২/২০১৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৪ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার লক্ষ্যে একটি সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (Time bound action plan) প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে সামগ্রিকভাবে কাজ পিছিয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, ২৪/০২/২০১৬ তারিখ হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং ২০/০৩/২০১৬ তারিখে শেষ হয়। এ পরিস্থিতির কারণে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আইএমইডি'র নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হলে ১৫/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনরায় সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় **(পরিশিষ্ট-** ২.১)।

২.৬ **তথ্য সংগ্রহের কাজের মান নিয়ন্ত্রণঃ**

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। ব্যক্তি পরামর্শক নমুনায়িত কলেজসমূহের মধ্যে ৯টি কলেজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের (অধ্যক্ষ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী) সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরি টেস্ট ও টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত এবং সমাপ্ত কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি-না তা যাচাই করেন।

২.৭ **টেন্ডার মোতাবেক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ**

নমুনায়িত কলেজের টেন্ডার অনুযায়ী কতটি কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে (বাস্তব অগ্রগতি), কার্যাদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে কি-না, না হলে তার কারণ, সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময়, আর্থিক অগ্রগতি ইত্যাদি জানার জন্য একটি Semi-structured প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৩)**। এসব তথ্যের মাধ্যমে নমুনায়িত কলেজসমূহের নির্মাণ কাজের একটি সামগ্রিক সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

২.৮ **অবজারভেশন চেকলিস্টঃ**

নমুনায়িত প্রতিটি কলেজের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক একটি নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে এ কাজ সম্পাদন করেছেন। এ কার্যক্রমের আওতায় নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য

নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবনের কিছু কিছু অংশ সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়। এ কাজ করার লক্ষ্যে একটি চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা **পরিশিষ্ট-৪** এ দেয়া হল।

২.৯ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (জোনাল অফিস), সহকারী প্রকৌশলীদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি, বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানা সম্ভব হয়।

২.১০ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণঃ

প্রকল্পের আওতায় মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ২টি প্যাকেজের (নির্মাণ কাজের) টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্পাদিত কাজের গুণগত মান তথা- টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকভাবে সম্পাদন করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ তথ্য সংগ্রহের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণীত ছকে **(পরিশিষ্ট-৫)** তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাদি পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ প্রতিপালন সম্পর্কে মতামত রাখা হয়েছে।

২.১১ এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণঃ

মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের পর পূরণকৃত প্রশ্নমালাসমূহ এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রেখে টেব্যুলেশন প্লান প্রণয়ন করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিবেদনে সারণী এবং গ্রাফিক্যাল ফরম উভয়ভাবেই প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় - ৩

অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক অর্থ সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৩.১ **আরডিপিপি ও আরএডিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ** অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক অর্থের সংস্থান এবং প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি বরাদ্দ	আরডিপিপি বরাদ্দ	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়
২০১২-১৩	২০০০.০০	-		২৫৫.০০	২৪২.৫০	২৩৭.৭৩
২০১৩-১৪	৫৯১৯২.৫০	-	৫৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৭৫.০১
২০১৪-১৫	৫৯১৯২.৫০	৫৪৮১২.৪৩	১৮০০০.০০	৪৪৬০০.০০	৪৪৬০০.০০	৪৪৫৯৯.৬৯
২০১৫-১৬	৫৯১৯২.৫০	১৬১১৩২.৭৮	৪২০০০.০০	৪৪৪০৫.০০	৩১৫০০.০০	২৮৬১৫.৬৫
২০১৬-১৭	৫৯১৯২.৫০	১৬১১১৫.৫৫	-	-	-	-
২০১৭-১৮	-	১৬১১১৬.৫৪	-	-	-	-
২০১৮-১৯	-	১৬৫৯৭.০০	-	-	-	-
মোটঃ	**২৩৮৭৭০.০০**	**৫৫৪৭৭৪.৩০**	**৬৫৫০০.০০**	**৯৯২৬০.০০**	**৮৬৩৪২.৫০**	**৮৩৪২৮.০৪**

৩.২ **মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় কম হওয়ার কারণঃ**

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মাত্র ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ২য় বছরে ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ১ম ও ২য় বছরে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত মোট ৬১১৯২.৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১০২৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা ডিপিপিতে উক্ত সময়ের জন্য বিন্যাসকৃত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৬.৭৫%। বরাদ্দকৃত এ অর্থের মধ্যে ঐ সময় পর্যন্ত ১০২১২.৭৪ (৯৯.৫৮%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১৪-১৫ সালে আরএডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৪৪৬০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ৯৯.৯৯% ব্যয় হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৪৪৪০৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। মার্চ ২০১৬ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৪২৮.০৪ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের ১৫% এবং মূল অনুমোদিত ব্যয়ের ৩৫%। তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সন্তোষজনক হলেও প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয়ের তুলনায় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় অনেক কম। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো- আরএডিপিতে কম অর্থ বরাদ্দ করা।

৩.৩ মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক চিত্রঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী খাতের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	
		আর্থিক (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	বাস্তব	আর্থিক (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জনবল	১৯৩.০০ (০.০৮%)	১০ জন	৫০১.৩৭ (০.০৯%)	২২ জন
২	প্রজেক্ট অপারেশন ব্যয় (পিআইইউ)	৬৫.০০ (০.০২%)	থোক	২২১.৭০ (০.০৩%)	থোক
৩	কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৫৬৩.০০ (০.২৪%)	৪৫০০ জন	১১১০.০০ (০.২০%)	৪৫০০ জন
৪	হাউজ রেন্ট	৩৬.০০	থোক	-	
৫	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	থোক	৩০.০০	থোক
৬	যানবাহন	৭০.০০ (০.০২%)	১টি	৫৬.০৫	১টি জীপ
৭	অফিস ইকুইপমেন্ট (পিআইইউ)	১০.০০	৩১টি	১৮.০৩	৫৩টি
৮	আসবাবপত্র (পিআইইউ)	৩.০০	২৬টি	১১.৮০	৩৮টি
৯	কলেজ আসবাবপত্র	১৬০৮০.০০ (৬.৭৩%)	১.৪০ লক্ষ জোড়া (উচু, নিচু বেঞ্চ)	৬০৭৩৫.০০ (১১%)	৩.৬২ লক্ষ জোড়া (উচু, নিচু বেঞ্চ)
১০	কম্পিউটার এক্সেসরিজ/আইসিটি ল্যাব	১১৭৯০.০০ (৪.৯৩%)	১৫০০ সেট	৫৪৯৮২.০০ (১০%)	৪৬৫০০টি
১১	সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২২৫০.০০ (০.৯৪)	১৫০০টি কলেজ	১৫৫৫.৭৮ (০.২৮%)	১৫০০টি কলেজ
১২	নির্মাণ কাজ	২০৫৩৩৬.০০ (৮৬%)	৯.৪৮ লক্ষ বঃমিঃ	৪২৪৫৭৬.১৯ (৭৭%)	১৮.৭৪ লক্ষ বঃমিঃ
১৩	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (১%)	২৩৬৪.০০ (১%)	থোক	৫৪৩৮.০০ (১%)	থোক
১৪	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (১%)	-	-	৫৪৩৮.০০ (১%)	থোক
১৫	থোক বরাদ্দ	-		১০০.০০	
	মোটঃ	**২৩৮৭৭০.০০**		**৫৫৪৭৭৪.৩০**	

৩.৩.১ **সংশোধিত প্রকল্পের খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থ বছরের মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	৫০১.৩৭ (০.০৯%)	২২ জন	৪৬.১৪ (৯%)	২২ জন (১০০%)	২৫.২৬ (৫৫%)	৫৫%	৭৯.৫২ (১৬%)	১২ জন
২	প্রজেক্ট অপারেশন ব্যয় (পিআইইউ)	২২১.৭০ (০.০৩%)	থোক	২৯.২৮ (১৯%)	১৯%	১০.৬১ (৩৬%)	৩৬%	৪৯.৯১ (২৩%)	থোক
৩	কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১১১০.০০ (০.২০%)	৪৫০০ জন	২১৫.৬২ (১৯%)	৯০০ (২০%)	-	-	১১৭.১২ (১১%)	৯২৪ জন
৪	হাউজ রেন্ট	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০.০০	থোক	০.৯৬ (৩.২%)	-	০.৩১ (৩২%)	৩২%	০.৩০	-
৬	যানবাহন	৫৬.০৫	১টি জীপ	-	-	-	-	৫৬.০৫ (১০০%)	১টি
৭	অফিস ইকুইপমেন্ট (পিআইইউ)	১৮.০৩	৫৩টি	-	-	-	-	১০.০০ (৫৫%)	৩১টি
৮	আসবাবপত্র (পিআইইউ)	১১.৮০	৩৮টি	-	-	-	-	৩.০০ (২৫.৪২%)	২৬টি
৯	কলেজ আসবাবপত্র	৬০৭৩৫.০০ (১১%)	৩.৬২ লক্ষ জোড়া	১৬০০.০০ (৩%)	৩৮০০ জোড়া (১০%)	-	-	৪৯৪.৮১ (০.৮১%)	৩৮০০ জোড়া
১০	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	৫৪৯৮২.০০ (১০%)	৪৬৫০০টি	২০০০.০০ (৪%)	৫০টি কলেজ (৩%)	-	-	-	-
১১	সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন	১৫৫৫.৭৮ (০.২৮%)	১৫০০টি কলেজ	-	-	-	-	৪৬৬.২৪ (৩০%)	৫৬০টি কলেজ
১২	নির্মাণ কাজ	৪২৪৫৭৬.১৯ (৭৭%)	১৮.৭৪ লক্ষ বঃমিঃ	৪০৫১৩.০০ (১০%)	১৫%	২৮৫৭৯.৪৭ (৭১%)	১৩%	৮২১৫০.৮৫ (১৯%)	৩৬৬টি সমাপ্ত, ৭১৮টি চলমান (২৮%)
১৩	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (১%)	৫৪৩৮.০০ (১%)	থোক	-	-	-	-	-	
১৪	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (১%)	৫৪৩৮.০০ (১%)	থোক	-	-	-	-	-	
১৫	থোক বরাদ্দ	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	
	মোটঃ	**৫৫৪৭৭৪.৩০**		**৪৪৪০৫.০০ (৮%)**	**১৫%**	**২৮৬১৫.৬৫ (৬৪%)**	**১৩%**	**৮৩৪২৮.০৪ (১৫%)**	২৮%

৩.৪ **২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৪৪৪০৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে, যা সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮% এবং এ বছরের বাস্তব অগ্রগতি ১৫% অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৮৬১৫.৬৫ লক্ষ টাকা, যা এ বছরের আরএডিপি বরাদ্দের ৬৪% এবং সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫.২১%। উক্ত সময় পর্যন্ত চলতি বছরের অর্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৩%।২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নির্মাণ খাতে ৪০৫১৩.০০ লক্ষ টাকা (৯১%) নির্ধারিত আছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৮৫৭৯.৪৭ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপিতে উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত টাকার ৭১%। অন্যান্য খাত যেমন- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় হয়েছে ৩৫.৮৭ লক্ষ টাকা। চলতি বছরে আইসিটি ল্যাব স্থাপন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কলেজ আসবাবপত্র খাতে যথাক্রমে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা, ২১৫.৬২

লক্ষ টাকা এবং ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এ খাত ৩টিতে এখন পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শেষ হয়েছে। তবে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের জন্য ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রকল্পটির অধীনে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং চলমান বছরের শেষ নাগাদ প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫%; প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৮%।

৩.৫ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ

৩.৫.১ **নির্মাণ কাজ (প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি):** প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কাজের জন্য ৪২৪৫৭৬.১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা সংশোধিত অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৬.৫৩%। এ অর্থ ব্যয়ে ১৫০০টি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজসহ) করার পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৮ তলা, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৫ তলা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪ তলা নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান কলেজ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণ কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এসব নির্মাণ কাজ একই স্থাপত্য নকশা বিশিষ্ট। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের মধ্যে ১০৮৪টি কলেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে মূল প্রকল্পের নির্মাণ নকশা অনুযায়ী ৩৬৬টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৭১৮টি কলেজের নির্মাণ কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত নির্মাণ খাতে মোট ৮২১৫০.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এ খাতে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের ১৯.৩৪% এবং ডিপিপিতে সংস্থানকৃত টাকার ৪০%।

৩.৫.২ **নমুনাভুক্ত কলেজসমূহের নির্মাণ কাজের অগ্রগতিঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৮টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ৫০টি কলেজের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ ৫০টি কলেজের মধ্যে ২৭টি কলেজের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩টি কলেজের নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৮৯.৩০%। আগামী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে (১টি ব্যতিত) এ সকল কলেজের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণরূপে শেষ হবে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের নির্মাণ ব্যয়, কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভের তারিখ, কাজ সমাপ্ত করার তারিখ এবং নির্মাণ কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হলঃ

খুলনা জেলার দৌলতপুর থানায় দিবা-নিশি কলেজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

রাজশাহী শহরে শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান কলেজের ফ্লোর মোজাইক কাজ পরিদর্শন

নমুনায়িত ৫০টি কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা	কলেজের নাম	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময় (কাজ শেষ না হয়ে থাকলে)	কাজের অগ্রগতি	
							চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)
১	ঢাকা	ঢাকা	সূত্রাপুর	সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ	বিদ্যমান ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৫৬.৬৫	৫৬.৬৪	০৮/০৯/১৩	০৭/০৬/১৪	২৯/০৪/১৫	-	৫৫.১৯	১০০%
২	ঢাকা	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	ইস্পাহানী ডিগ্রি কলেজ	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	০২/০৭/১৩	০২/০১/১৫	-	৩০/০৬/১৬	৮৮.৮৬	৯৫%
৩	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	সদর	বেগম জরিনা ডিগ্রি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	১০/০৭/১৩	২/০১/১৫	-	৩০/০৪/১৬		৯৮%
৪	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	বিচারপতি নুরুল ইসলাম কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	০৭/০৭/১৩	০৭/০৮১৪	২৫/০১/১৫	-	১২৭.১৮	১০০%
৫	ঢাকা	গাজীপুর	সদর	টঙ্গী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৮/০৩/১৩	১৩/০২/১৫	০৫/০১/১৬		১১০.৫২	১০০%
৬	ঢাকা	গাজীপুর	শ্রীপুর	বরমী ডিগ্রি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৩৭	২২/০৭/২৩	৭/০১/১৫	৩০/১২/১৫	-	৯৮.৩৪	১০০%
৭	ঢাকা	মাদারীপুর	সদর	চরমুগরিয়া কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	০৩/০৯/১৩	২/০৩/১৫	-	৩০/০৪/১৬	৯৬.৬৬	৯৫%
৮	ঢাকা	মাদারীপুর	শিবচর	নুরুল আমিন ডিগ্রি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২২/০৯/১৩	২১/০৩/১৫	২১/০৩/১৫	-	১০৯.৪১	১০০%
৯	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	সদর	হাজী লাল মিয়া সিটি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪৯	১১/০৯/১৩	১০/০৩/১৫	-	-	-	৩০%
১০	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	কাজী মন্টু কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪৯	১৫/০৯/১৩	২৮/১১/১৪	১৫/১১/১৫	-	১০৯.৮৬	১০০%
১১	ময়মনসিংহ	জামালপুর	সদর	নান্দিনা শেখ আনোয়ার হোসেন কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১১/০৯/১৩	৪/০৩/১৫	১৫/১২/১৫	-	১০৫.০২	১০০%
১২	ময়মনসিংহ	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	বঙ্গবন্ধু কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	৭/০৮/১৩	৩১/০১/১৫	৩০/০৬/১৫		১০৪.৬৫	১০০%
১৩	ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	সদর	আর এস আইডিয়াল কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	৭/০৪/১৫	৩০/০৯/১৫	-	৩১/০৩/১৬	১১০.৪৯	৯৫%
১৪	ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	বাজিতপুর ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৯/০৮/১৩	২৮/০২/১৫	-	৩০/০৩/১৬	১১৩.৩৭	৯৮%

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা	কলেজের নাম	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময় (কাজ শেষ না হয়ে থাকলে)	কাজের অগ্রগতি	
							চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)
১৫	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	চান্দগাঁও (মেট্রো)	হাজেরা তজু ডিগ্রী কলেজ	৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৪২.৭৫	১৪২.৭৫	০৭/০৭/১৩	২৮/১২/১৪	-	৩০/০৫/১৬	১০৩.৬৯	৯০%
১৬	চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া পদুয়া কলেজ	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৪.৫০	১৩৪.৪৭	০৭/০৭/১৩	২৮/১২/১৪	-	০১/০৫/১৬	৮৯.৪৫	৯৫%
১৭	চট্রগ্রাম	খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা	দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪২	১৬/০৩/১৪	১৭/১২/১৪	-	৩০/০৫/১৬		৬০%
১৮	চট্রগ্রাম	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি গিড়ি মৈত্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	১০/০৭/১৩	১৮/০১/১৫	-	৩০/০৪/১৬		৯০%
১৯	চট্রগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১৯/০৮/১৩	১৮/০২/১৫	২৭/০২/১৫	-	১০৬.০৮	১০০%
২০	চট্রগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	গোপিনাথপুর আলহজ্ব শাহ আলম কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১৮/০৩/১৩	১৭/০২/১৫	২১/১১/১৫	-	১০৪.৪৩	১০০%
২১	চট্রগ্রাম	নোয়াখালী	সদর	ভুলুয়া ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪৩	১৭//০৬/১৩	১৭/১২/১৪	-	১৬/০৪/১৬	১১৫.৯১	৯৫%
২২	চট্রগ্রাম	নোয়াখালী	সেনবাগ	বালিয়াকান্দীডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪৩	১৭/০৬/১৩	১৭/১২/১৪	১৫/১০/১৪		১১৫.৯০	১০০%
২৩	খুলনা	কুষ্টিয়া	সদর	পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৪১	৩১/০৭/১৩	২৪/০১/১৫	২০/০১/১৫	-	১২২.৩৯	১০০%
২৪	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	বাঁশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.২৩	২৩/০৭/১৩	১৬/০১/১৫	১২/০১/১৫	-	১১৬.৭২	১০০%
২৫	খুলনা	যশোর	সদর	মুক্তিযোদ্ধা কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৮	১০/১২/১৪	৩/০২/১৫	২৮/০১/১৫	-	১০৭.০৯	১০০%
২৬	খুলনা	যশোর	শার্শা	বেনাপোল কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	১০/০৯/১৩	৩/০২/১৫	১৯/০৮/১৪	-	১১৫.০০	১০০%
২৭	খুলনা	খুলনা	দৌলতপুর মেট্রো	দৌলতপুর (দিবা-নিশি) কলেজ	৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৪৩.২০	১৪৩.২০	৮/০৮/১৩	১/০২/১৫	-	৩০/০৪/১৬	১২৪.৪৪	৯০%
২৮	খুলনা	খুলনা	কয়রা	খান সাহেব কোমর উদ্দিন	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল	১৪০.৫০	১৪০.৫০	৮/০৮/১৩	১/০২/১৫	১০/০৫/১৫	-	১২৫.৫৮	১০০%

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা	কলেজের নাম	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময় (কাজ শেষ না হয়ে থাকলে)	কাজের অগ্রগতি	
							চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)
				কলেজ	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)								
২৯	রাজশাহী	নাটোর	সদর	বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কলেজ, চন্দ্রকলা	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১৪/০১/১৩	৩/০১/১৫	৩১/১২/১৫	-	১০০.৫৭	১০০%
৩০	রাজশাহী	নাটোর	সিংড়া	রহমত ইকবাল ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১৪/০৭/১৩	৩/০১/১৫	৩১/১২/১৪		১০৭.৫২	১০০%
৩১	রাজশাহী	রাজশাহী	বোয়ালীয়া (মেট্রো)	শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান কলেজ	৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৪২.৭৫	১৪২.৭৫	০৮/০৯/১৩	১৮/১২/১৫	-	৩১/০৩/১৬	১২০.৮৩	৯৮%
৩২	রাজশাহী	রাজশাহী	পবা	নওহাটা মহিলা ডিগ্রি কলেজ	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৪/০৭/১৩	১০/০৫/১৫	১০/০৫/১৫	-	১০০.৬৭	১০০%
৩৩	রাজশাহী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সদর	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৪/০৭/১৩	২৩/০১/১৫	২০/০১/১৫	-	১০৩.২১	১০০%
৩৪	রাজশাহী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৮/০৭/১৩	২৭/০১/১৫	২৬/০১/১৫	-	১০৮.৯৬	১০০%
৩৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সদর	রজব আলী মেমোরিয়াল কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	২৪/০৮/১৩	১৭/০২/১৫	১৮/০২/১৫	-	৯৫.১৯	১০০%
৩৬	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	আর আই এম ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	২৪/০৮/১৩	১৭/০২/১৫	-	৩০/০৬/১৬	৮৩.৪৩	৯০%
৩৭	বরিশাল	পটুয়াখালী	সদর	হাজী আক্কেল আলী হাওলাদার কলেজ	ঐ	১৮০.০০	১৭৯.৯৫	৩১/০৮/১৩	২৬/০২/১৫	-	২০/০৪/১৬	১১৫.৩৮	৮০%
৩৮	বরিশাল	পটুয়াখালী	দুমকি	জনতা কলেজ	ঐ	১৪০.৫০	১৪০.৩৯	৩১/০৮/১৩	২৪/০২/১৫	-	২০/০৪/১৬	৮১.১২	৮০%

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা	কলেজের নাম	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময় (কাজ শেষ না হয়ে থাকলে)	কাজের অগ্রগতি	
							চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)
৩৯	সিলেট	সিলেট	মেট্রো	শাহ্ খুররম ডিগ্রী কলেজ	৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৪২.৭৫	১৪২.৭৫	২২/০৫/১৩	২০/১১/১৪	২০/০৬/১৫	-	১২৪.০০	১০০%
৪০	সিলেট	সিলেট	বিশ্বনাথ	বিশ্বনাথ কলেজ	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৪.৫০	১২৭.৭৮	২৭/০৫/১৩	২৫/১১/১৪	১১/০৩/১৫	-	১২৬.৮৬	১০০%
৪১	সিলেট	সুনামগঞ্জ	সদর	মইনুল হক কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৮	৪/০৬/১৩	২৭/১১/১৪	-	১৫/০৩/১৬	১০৭.৭০	৯৮%
৪২	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ছাতক	জাউয়া বাজার কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৮	২২/৭/১৩	১৫/০১/১৫	-	৩০/০৪/১৬	১১৫.০০	৯৮%
৪৩	রংপুর	দিনাজপুর	সদর	আদর্শ কলেজ	ঐ	১১৮.৫০	১২৭.৭৭	২০/০৬/১৩	১৯/০১/১৫	-	৩০/০৪/১৬	৬৭.৫৪	৯০%
৪৪	রংপুর	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	আমবাড়ী ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	৭/০৭/১৩	৬/০১/১৫	-	৩০/০৩/১৬	৯৫.২৭	৯৮%
৪৫	রংপুর	নীলফামারী	সদর	চাঁদের হাট ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১/১১/১৩	৮/০১/১৫	-	০৭/০৩/১৬	১০৪.৪৯	৯৮%
৪৬	রংপুর	নীলফামারী	ডিমলা	জনতা ডিগ্রি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১২৭.৭৭	১০/০৯/১৩	৭/০১/১৫	-	১৫/০৩/১৬	১০২.৪৯	৯৮%
৪৭	রংপুর	রংপুর	মেট্রো	সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথি মহিলা স্কুল এন্ড কলেজ	৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৪২.০০	১৪২.০০	২১/০৭/১৩	২৫/১০/১৫	২৫/১০/১৫	-	১৩০.০০	১০০%
৪৮	রংপুর	রংপুর	কাউনিয়া	কাউনিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ	৪ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	১১/০৭/১৩	১০/০১/১৫	৬/০১/১৫	-	১১৬.৫০	১০০%
৪৯	রংপুর	গাইবান্ধা	সদর	হাজী ওসমান গনি কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	১৪/০৭/১৩	১৩/০১/১৫	-	৩০/০৪/১৬	৯৩.১৬	৯৫%
৫০	রংপুর	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	ফকিরহাট শহীদ স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ	ঐ	১৩৪.৫০	১৩৪.৫০	২৭/০৬/১৩	২৭/১২/১৪	১০/০৮/১৪	-	১১০.৬৫	১০০%

নমুনায়িত ৩৪টি কলেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে প্রদত্ত সময় হতে গড়ে ৯ মাস অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখনো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, কার্যাদেশে বর্ণিত মেয়াদ হতে সর্বোচ্চ ১ বছর ৪ মাস এবং সর্বনিম্ন ৩ মাস অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। তবে উক্ত কলেজগুলো পরিদর্শনকালে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কলেজগুলোর নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৩.৫.৩ **আইসিটি ল্যাব স্থাপনঃ** প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে একটি করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন, স্মার্ট ক্লাসরুম ডিভাইসেস সরবরাহ, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ইনস্টলেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ খাতে মোট ৫৪৯৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে, যা অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯.৯১%। এ কার্যক্রমের আওতায় সার্ভার, এলসিডি/এলইডি মনিটর, স্মার্ট বোর্ড, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি ক্রয়ের সংস্থান আছে। প্রতিটি কলেজে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন **পরিশিষ্ট- ৬** এ দেখানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ খাতে এখন পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। এডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না করায় কলেজ একাডেমিক ভবন নির্মাণে বিলম্ব হয়। যার কারণে আইসিটি ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আইসিটি ল্যাব স্থাপনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ধূলাবালিমুক্ত (Dust free) পরিবেশ দরকার। একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে এবং ধূলাবালিমুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করে অতি শীঘ্র আইসিটি ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে বলে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায়।

৩.৫.৪ **কলেজ আসবাবপত্রঃ** আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য ১৮০টি হাই বেঞ্চ, ১৮০টি লো বেঞ্চ, ১০টি শিক্ষক চেয়ার, ১০টি শিক্ষক টেবিল, ১টি সভাকক্ষ টেবিল ও ৩০টি চেয়ার সরবরাহ করার কথা। এছাড়াও প্রতিটি কলেজে ক্যান্টিনের জন্য ৮টি টেবিল ও ৬৪টি চেয়ার সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আসবাবপত্র খাতে মোট ৬০৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে **(পরিশিষ্ট-৬(ক)**। অর্থাৎ প্রতিটি কলেজের জন্য ৪০.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত আসবাবপত্র খাতে মোট ৪৯৪.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মূল ডিপিপিতে এ খাতে সংস্থানকৃত অর্থের ৩% এবং আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের ০.৮২%। এ অর্থ ব্যয়ে ৪০টি কলেজের প্রতিটিতে ৯০টি হাই বেঞ্চ ও ৯০টি লো বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.৫.৫ **কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজ হতে ৩ জন করে সর্বমোট ৪৫০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটির ওপর ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ১৫০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করার কথা। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৯২৪ জন (২০.৫৩%) কলেজ শিক্ষককে মোট ৩৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ব্যাচে গড়ে ২৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ গড় সংখ্যা আরডিপিপিতে প্রতি ব্যাচে নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হতে ৩ জন কম। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের (টিটিসি) মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ব্যাচে ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রকল্প হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজকে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রতি ব্যাচের জন্য ৩.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ৯২৪ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ খাতে উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৭.১২ লক্ষ টাকা। যা এ খাতে আরডিপিপিতে বরাদ্দের (১১১০.০০ লক্ষ টাকা) ১০.৫৫%।

৩.৫.৬ **পিআইইউ-এর জন্য অফিস যন্ত্রপাতিঃ** পিআইইউ-র জন্য বিভিন্ন অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে ডিপিপিতে ১০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। আরডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১৮.৫২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এ অর্থে যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা কথা, তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হল- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, লেজার প্রিন্টার (কালার), ফটোকপিয়ার (ডিজিটাল), ডিজিটাল ক্যামেরা, সার্ভার হোস্ট কম্পিউটার ইত্যাদি। যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.০০ লক্ষ টাকা। আরডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতির নাম, লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির তালিকা **পরিশিষ্ট-৭** দেয়া হল।

৩.৫.৭ **পিআইইউ-এর জন্য আসবাবপত্রঃ** আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১১.১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ৩টি রিভলভিং চেয়ার, কুশন চেয়ার ১৩টি, স্টিল আলমিরা ৩টি, ফাইল কেবিনেট ৩টি ক্রয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট ৮)**।

৩.৫.৮ **যানবাহন ক্রয়ঃ** পিআইইউ-র জন্য ১টি জীপ ক্রয় খাতে ডিপিপিতে ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জীপটি ক্রয়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৬.০৫ লক্ষ টাকা। জীপ ক্রয় খাতে প্রকৃত ব্যয় প্রতিফলন করে আরডিপিপিতে ৫৬.০৫ লক্ষ টাকা সংস্থান দেখানো হয়েছে।

৩.৫.৯ **প্রকল্প শিরোনামের সাথে অংগসমূহের ব্যয় বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতাঃ** প্রকল্পটির শিরোনামে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। শিরোনামটিতে বোঝা যায়, তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি প্রকল্পের একটি অন্যতম অংগ এবং মোট বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাতের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন খাতওয়ারী বরাদ্দ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটি নির্মাণধর্মী প্রকল্প। প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয়ের ৪২৪৫৭৬.১৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৭৭% অর্থই নির্মাণ খাতে বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটিতে আইসিটি সংশ্লিষ্ট দুটি খাত রয়েছে। যথা- আইসিটি ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাশরুম স্থাপন এবং কলেজ শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ। এ দুটি খাতের মধ্যে আইসিটি ল্যাব স্থাপন খাতে ৫৪৯৮২.০০ লক্ষ টাকা এবং আইসিটি প্রশিক্ষণ খাতে ১১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের যথাক্রমে ৯.৯১% এবং ০.২০%। অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ১০.১১% টাকা আইসিটি খাতে বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের খাতওয়ারী বরাদ্দ বিশ্লেষণে এটাই বোঝা যায় যে, প্রকল্পের শিরোনামের সাথে প্রকল্পের অংগওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকল্পটি যেহেতু আইসিটির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, তাই আইসিটি সংশ্লিষ্ট খাতে আরও কার্যক্রম ও অর্থ বরাদ্দের সংস্থান আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক ছিল।

৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর মন্তব্যঃ

মোট প্রকল্প ব্যয়ের আঙ্গিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে **"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত (১৫০০টি কলেজ)। এ কারণে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পরিচালিত হওয়া দরকার। বর্তমানে পিআইইউ-তে যে জনবল নিয়োজিত আছে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন/ ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট নয়। মূল প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১০ জন **(পরিশিষ্ট- ৯)** জনবল দ্বারা এ যাবৎ প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সংশোধিত প্রকল্পে মোট ২২ জন জনবলের সংস্থান থাকলেও এখন পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়নি। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বে শিক্ষা প্রকোশল অধিদপ্তর রয়েছে। কিন্তু আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, আইসিটি প্রশিক্ষণ, আইসিটি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিআইইউ-র ওপর অর্পিত। কিন্তু জনবলের অভাবে এ সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

পিআইইউ অফিস স্থাপনের জন্য শিক্ষা ভবনের ২টি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। যার ১টিতে প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যটিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বসেন। এ দুটি কক্ষ সুষ্ঠুভাবে অফিস পরিচালনার জন্য খুবই অপ্রতুল। সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী লোকবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহের পর এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিবে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন, পিআইইউ-র জনবলের জন্য যাতায়াত ও দাপ্তরিক কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পিআইইউ-তে কোন যানবাহন নেই। এ সকল সমস্যার সমাধান না হলে প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩.৭ বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান কয়েকটি কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের নাম	২০১২-১৩				২০১৩-১৪				২০১৪-১৫				২০১৫-১৬				মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
মাটি পরীক্ষা ও নির্মাণ কাজ	৫১৩টি কলেজের মাটি পরীক্ষা	১৭৫.০০	৩৮০টি কলেজ	১৬০.৪৮	১৩৩টি+ ৪৭টি কলেজের মাটি পরীক্ষা ও ৪৯৩টি কলেজ নির্মাণ	৯৮২৮.০০	১৮০টি মাটি পরীক্ষা, ৪৯৩টি কলেজ চলমান	৯৮২০.০০	৪৯৩+ ৩১৪= ৮০৭টি কলেজ চলমান	৪৪০৫৫.১৯	১১২টি সমাপ্ত	৪৪০৫৫.১৯	৬৯৫টি+ ২৭৭টি =৯৭২টি চলমান	৪০০৫৬.০০	২৫৪টির নির্মাণ সম্পন্ন ও ৭১৮টি চলমান	২৮৫৭৯.৫৬	সমাপ্ত ৩৬৬টি, চলমান ৭১৮টি
আইসিটি প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	-	-	-	৯২৪ জন	২১০.০০	৯২৪ জন	১১৭.১২	৯০০ জন	২০৬.৬০	-	-	
কলেজ আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৮টি কলেজ	৪৯৪.৮১	৪০টি কলেজ	৪৯৪.৮১	১৪৭টি কলেজ	১৬০০.০০	-	-	
আইসিটি ল্যাব স্থাপন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০টি কলেজ	-	-	-	

মূল কার্যক্রমসমূহের বিলম্বের কারণঃ

নির্মাণ কাজঃ প্রকল্পের প্রধান একটি অংগ হলো নির্মাণ কাজ। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলেও ঐ বছরে নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। মাটি পরীক্ষা নির্মাণ নকশা, ব্যয় প্রাক্কলন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে ২য় বছরে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ সালে ৪৯৩টি কলেজে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আরও ৩১৪টি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ চলমান কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৭টি। ২০১৩-১৪ সালে কার্যাদেশ প্রদানকৃত ৪৯৩টি কলেজের মধ্যে ১১২টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরও ২৭৭টি কলেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ চলমান কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭২টি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৫৪টি কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়, যার কার্যাদেশ পূর্ববর্তী ২টি বছরে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ চলমান কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১৮টি। যার বাস্তব অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে আরডিপিপিতে নির্মাণ খাতে সংস্থানকৃত টাকার ১৯% এবং ডিপিপিতে সংস্থানকৃত টাকার ৪০%। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত টাকার আলোকে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও সংশোধিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা তুলনায় সন্তোষজনক নয়। **নির্মাণ কাজের এ অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম অর্থ বরাদ্দ প্রদান।**

আইসিটি প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পভুক্ত ১৫০০টি কলেজ হতে ৪৫০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রকল্পটির অন্যতম একটি কাজ। বছরওয়ারী কর্ম পরিকল্পনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **প্রকল্পের ১ম, ও ২য় বছরে আরএডিপিতে স্বল্প বরাদ্দ থাকার কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৯০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

আসবাবপত্রঃ বিগত ৪ বছরের কর্ম পরিকল্পনায় দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। **প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকার কারণে প্রকল্পের ১ম ও ২য় বছরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি।** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনায় ১৪৭টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ শেষে আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি ল্যাব স্থাপনঃ প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত বিগত ৩ বছরের কর্ম পরিকল্পনায় আইসিটি ল্যাব স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। **আইসিটি ল্যাব স্থাপন না করার প্রধান কারণ হলো- আরএডিপিতে বরাদ্দের স্বল্পতা এবং কলেজের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত না হওয়া।** তবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১০টি কলেজে ল্যাব স্থাপন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

অধ্যায় - ৪

নমুনায়িত কলেজ অধ্যক্ষ, আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, আইসিটি প্রশিক্ষক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

৪.১ কলেজ অধ্যক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণঃ

সারণী-১: অধ্যক্ষের বয়স ও কর্মকাল

বয়স (বছরে)	আরবান						রুরাল					
	কর্মকাল						কর্মকাল					
	১-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০+	মোট	১-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০+	মোট
৪১-৪৫	২	১	২	-	-	৫ ২০.৮৩%	-	-	-	৩	১	৪ ১৫.৩৮%
৪৬-৫০	৩	-	১	২	-	৬ ২৫%	১	১	১	-	২	৫ ১৯.২৩%
৫১-৫৫	২	-	১	২	-	৫ ২০.৮৩%	২	-	-	১	-	৩ ১১.৫৩%
৫৬-৬০	-	১	১	২	১	৫ ২০.৮৩%	৫	২	-	৩	৪	১৪ ৫৩.৮৪%
৬০-৬৪	১	-	১	১	-	৩ ১২.৫০%	-	-	-	-	-	-
মোটঃ	৮ ৩৩.৩৩%	২ ৮.৩৩%	৬ ২৫.০০%	৭ ২৯.১৭%	১ ৪.১৬%	২৪ ১০০%	৮ ৩০.৭৬%	৩ ১১.৫৩%	১ ৩.৮৪%	৭ ২৬.৯২%	৭ ২৬.৯২%	২৬ ১০০%

নমুনায়িত কলেজসমূহের অধ্যক্ষের বয়স ও কর্মকাল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২৪টি আরবান কলেজের অধ্যক্ষের মধ্যে ২৫% (৬ জন) অধ্যক্ষের বয়স ৪৬-৫০ বছরের মধ্যে, ৫১-৫৫ বছর বয়সের মধ্যে আছেন ২০.৮৩% (৫ জন) এবং ৪১-৪৫ বছরের মধ্যে আছেন ২০.৮৩%। সবচেয়ে কম সংখ্যক অধ্যক্ষ আছেন ৬০-৬৪ বছর বযস সীমার মধ্যে, যার শতকরা হার ১২.৫০% (৩ জন)। অন্যদিকে ২৬টি রুরাল কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ৫৩.৮৪% (১৪ জন) এর বয়স ৫৬-৬০ বছরের মধ্যে, ৪৬-৫০ বছরের মধ্যে ১৯.২৩% (৫ জন)। রুরাল কলেজে ৬০ বছর বয়সের উর্ধ্বে কোন অধ্যক্ষ কর্মরত নেই।

অধ্যক্ষের কর্মকাল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আরবান কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ১-৫ বছর কর্মকাল ৩৩.৩৩% (৮ জন) অধ্যক্ষের এবং ৪.১৬% (১ জন) অধ্যক্ষের কর্মকাল ২০ বছরের অধিক। রুরাল কলেজে ১-৫ বছর কর্মকালসম্পন্ন অধ্যক্ষ আছেন ৩০.৭৬% (৮ জন), চাকুরিকাল ২০ বছরের অধিক আছেন ২৬.৯২% (৭ জন) অধ্যক্ষ।

সারণী-২: কলেজ এমপিওভুক্ত হওয়ার সময়কাল

এমপিওভুক্ত হওয়ার সময়কাল	আরবান		রুরাল		সর্বমোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ৫ বছর পূর্বে	১	৪.৩৫%			১	২.০৪%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ৬-৭ বছর পূর্বে	১	৪.৩৫%	১	৩.৮৪%	২	৪.০৯%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ৮-৯ বছর পূর্বে						
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ১০-১১ বছর পূর্বে						
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ১২-১৩ বছর পূর্বে	১	৪.৩৫%			১	২.০৪%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ১৪-১৫ বছর পূর্বে	৩	১৩.০৪%			৩	৬.১২%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ১৬-১৭ বছর পূর্বে	৫	২১.৭৩%	৬	২৩.০৮%	১১	২২.৪৪%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ১৮-১৯ বছর পূর্বে	৩	১৩.০৪%	৫	১৯.২৩%	৮	১৬.৩২%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ২০-২১ বছর পূর্বে	১	৪.৩৫%	১	৩.৮৪%	২	৪.০৪%
প্রকল্প ভুক্ত হওয়ার ২২-২৩ বছর পূর্বে	৩	১৩.০৪%	৩	১১.৫৪%	৬	১২.২৪%
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ২৩+ বছর পূর্বে	৫	২১.৭৩%	১০	৩৮.৪৭%	১৫	৩০.৬১%
মোটঃ	২৩	১০০.০০%	২৬	১০০.০০%	৪৯	১০০.০০%

নমুনায়িত ৫০টি কলেজের এমপিওভুক্ত সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, ৫০টি আরবান এবং রুরাল কলেজের মধ্যে ৪৯টি কলেজই এমপিওভুক্ত। ১টি রুরাল কলেজ এমপিওভুক্ত নয়। তবে ৫০টি কলেজই সরকারি Affiliated. কলেজগুলো বিভিন্ন সময়ে এমপিওভুক্ত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রকল্প গ্রহণ করার ২৩ বছরের অধিক সময় পূর্বে আরবান এবং রুরাল কলেজের মধ্যে এমপিওভুক্ত হয়েছে যথাক্রমে ২১.৭৩% এবং ৩৮.৪৭%। প্রকল্প গ্রহণ করার ৫-৭ বছর পূর্বে এমপিওভুক্ত হয়েছে এমন আরবান কলেজের সংখ্যা ২টি (৮.৭০%) এবং রুরাল কলেজের সংখ্যা ১টি (৩.৮৪%)। আরবান এবং রুরাল কলেজের এমপিওভুক্ত হওয়ার সময়কাল একত্রিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪৯টি (আরবান-২৩, রুরাল ২৬) কলেজের মধ্যে ৩০.৬১% কলেজ এমপিওভুক্ত হয় প্রকল্প গ্রহণ করার ২৩ বছরের অধিক সময় পূর্বে এবং ৫-৭ বছর পূর্বে এমপিওভুক্ত হয় ৬.১৩% (২.৪০%+৪.০৯%) কলেজ। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিটি কলেজ সরকারিভাবে Affiliated হতে হবে, এরূপ শর্ত অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লেখ ছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনী শর্তটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

চিত্র নং- ১

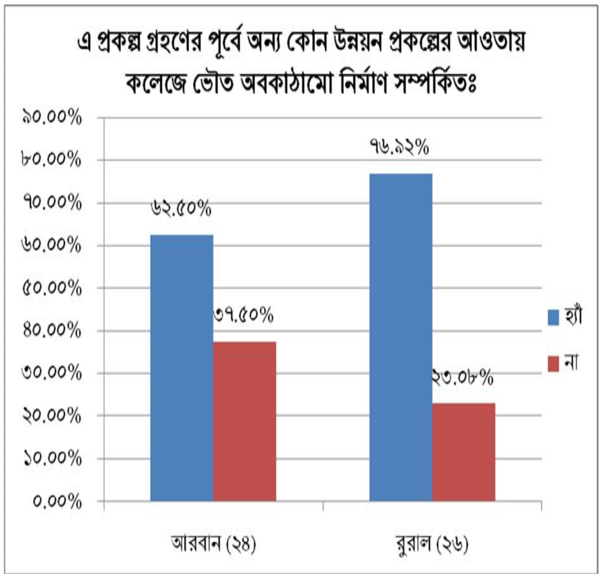

এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নমুনায়িত ৫০টি কলেজে সরকারি অর্থায়নে অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে কি-না এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজের মধ্যে ৬২% (১৫টি) এবং ২৬টি রুরাল কলেজের মধ্যে ৭৬.৯৩% (২০টি) কলেজে ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কলেজে ইতোপূর্বে (প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে) সরকারি অর্থায়নে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি, সেসব কলেজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ডিপিপিতে বর্ণিত ছিল। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ৩০% (১৫টি) কলেজ রয়েছে যেসব কলেজে ইতোপূর্বে সরকারি অর্থায়নে কোন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি (**পরিশিষ্ট-১০**)।

সারণী-৩: কলেজের নিজস্ব জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ (শতাংশ)	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫১-১০০	১	৪.১৭%			১	২%
১০১-১৫০	৪	১৬.৬৭%	১	৩.৮৫%	৫	১০%
১৫১-২০০	৩	১২.৫০%	১	৩.৮৫%	৪	৮%
২০১-২৫০	৩	১২.৫০%	২	৭.৬৯%	৫	১০%
২৫১-৩০০	১	৪.১৭%	৪	১৫.৩৮%	৫	১০%
৩০১-৩৫০	৪	১৬.৬৭%	৫	১৯.২৩%	৯	১৮%
৩৫১-৪০০	১	৪.১৭%	২	৭.৬৯%	৩	৬%
৪০১-৪৫০	১	৪.১৭%			১	২%
৪৫১-৫০০	২	৮.৩৩%			২	৪%
৫০১-৫৫০	১	৪.১৭%	২	৭.৬৯%	৩	৬%
৫৫১-৬০০			১	৩.৮৫%	১	২%
৬০১-৬৫০			১	৩.৮৫%	১	২%
৬৫১-৭০০			১	৩.৮৫%	১	২%
৭০১-৭৫০	১	৪.১৭%	১	৩.৮৫%	২	৪%
৭৫১-৮০০						
৮০১-৮৫০	২	৮.৩৩%	৫	১৯.২৩%	৭	১৪%
মোটঃ	**২৪**	**১০০%**	**২৬**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**

নমুনায়িত ৫০টি কলেজে নিজস্ব জমির পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আরবান কলেজসমূহে নিজস্ব জমির পরিমাণ রুরাল কলেজ থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ২৪টি আরবান কলেজের মধ্যে ৪.১৭% কলেজে ৫১-১০০ শতাংশ জমি আছে। অন্যদিকে ৮০১-৮৫০ শতাংশ জমি আছে ৮.৩৩% আরবান কলেজে। রুরাল কলেজে এ হার ১৯.২৩%। এ প্রকল্পের অধীনে কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্তাদির মধ্যে কলেজের যথেষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমি থাকতে হবে বলে উল্লেখ ছিল। কলেজের নিজস্ব জমি সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদিতে প্রতীয়মান হয় যে, কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ শর্তটি প্রতিপালিত হয়েছে। প্রতি আরবান কলেজে নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৩৩৩.৮৩ শতাংশ এবং রুরাল কলেজের নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৬১১.৪১ শতাংশ।

সারণী-৪: কলেজের বছর ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

অর্থবছর	আরবান					রুরাল				
	বিজ্ঞান	মানবিক	ব্যবসা শিক্ষা	মোট	গড় ছাত্র সংখ্যা	বিজ্ঞান	মানবিক	ব্যবসা শিক্ষা	মোট	গড় ছাত্র সংখ্যা
২০১১-১২	১৩৩১	৪৪৯৬	৪১৩১	৯৯৫৮	৪১৫	৩৮১	২৬৯৬	২০৫১	৫১২৮	১৯৭
২০১২-১৩	৯৬৪	৫৫০৮	৪৭৭৪	১১২১৬	৪৬৭	৩৮২	৩৫৮০	২০৭০	৬০৩২	২৩২
২০১৩-১৪	১৩১৫	৫৬৬৯	৪২৪৪	১১২২৮	৪৬৮	৩৭৫	৩৮৬৭	১৯২০	৬১৬২	২৩৭
২০১৪-১৫	১৭১৮	৬৩৩২	৩৮২২	১১৮৭২	৪৯৫	৫১৪	৪২৯৯	১৯৭২	৬৭৮৫	২৬১
২০১৫-১৬	২৪৭৮	৬১১৫	৩৭১২	১২৩০৫	৫১২	৬৬০	৩৬৯০	১৬০৯	৫৯৫৯	২২৯
মোটঃ	৭৮০৬	২৮১২০	২০৬৫৩	৫৬৫৭৯	৪৭১	২৩১২	১৮২৩০	৯৬২২	৩০১৬৪	২৩২

নমুনায়িত কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ শিক্ষা বছর পর্যন্ত নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজের গড় ছাত্র সংখ্যা ৪৭১ জন এবং নমুনায়িত ২৬টি রুরাল কলেজের গড় ছাত্র সংখ্যা ২৩২ জন। প্রকল্পভুক্ত হওয়ার শর্ত হিসেবে ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত আছে যে, যেসব কলেজে ইতোপূর্বে (প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে) সরকারি অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সেসব কলেজে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০০ এবং সাধারণ কলেজের ক্ষেত্রে মোট ছাত্র ২০০ জন হতে হবে। প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১১-১২ শিক্ষা বছরে প্রকল্পভুক্ত আরবান কলেজের গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১৫ জন এবং রুরাল কলেজের গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৯৭ জন।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, রুরাল কলেজসমূহে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরবান কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হতে অনেক কম। ২৪টি আরবান কলেজে ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ৭৮০৬ জন। অন্যদিকে, একই সময়ে ২৬টি রুরাল কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৩১২ জন। আরবান ও রুরাল কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে এ বৈষম্য কাম্য নয়। এছাড়াও মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে তুলনামূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রী অনেক কম। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ হতে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

সারণী-৫: কলেজের বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা

পদ সংখ্যা	আরবান					রুরাল				
	মানবিক	বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা	মোট	গড় সংখ্যা	মানবিক	বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা	মোট	গড় সংখ্যা
অনুমোদিত পদ	৫৬২	১৭৮	২০৭	৯৪৭	৩৯.৪৬	৬০৭	১৯৬	১৯১	৯৯৪	৩৮.২৩
বর্তমানে নিয়োজিত	৫৫৮ (৯২.২৮%)	১৭৩ (৯৭.১৯%)	২০০ (৯৬.৬২%)	৯৩১ (৯৮.৩১%)	৩৮.৭৯	৫৬২ (৯২.৫৯%)	১৮৪ (৯৩.৮৮%)	১৮৩ (৯৫.৮১%)	৯২৯ (৯৩.৪৬%)	৩৫.৭৩
শূণ্য পদ	৪ (০.৭১%)	৫ (২.৮১%)	৭ (৩.৩৮%)	১৬ (১.৬৯%)	০.৬৬	৪৫ (৭.৪১%)	১২ (৬.১২%)	৮ (৪.১৯%)	৬৫ (৬.৫৪%)	২.৫০

নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে অনুমোদিত ৯৪৭টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৯৩১টি (৯৮.৩১%) পদে শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। অপরদিকে ২৬টি রুরাল কলেজে এ ৩টি বিষয়ে অনুমোদিত মোট ৯৯৪টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৯২৯টি (৯৩.৪৬%) পদে শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। আরবান কলেজে শূণ্য পদের হার ১.৬৯% এবং রুরাল কলেজে শূণ্য পদের হার ৬.৫৪%। আরবান কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে শূণ্য পদের হার (৩.৩৮%) তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বিষয়ের শূণ্য পদের হার হতে অপেক্ষাকৃত বেশি। অন্যদিকে নমুনায়িত রুরাল কলেজে মানবিক বিষয়ে শূণ্য পদের হার ৭.৪১% অন্যান্য বিষয়ের শূণ্য পদের হার অপেক্ষা বেশি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, আরবান কলেজের অনুমোদিত শিক্ষক পদের গড় সংখ্যা রুরাল কলেজের শিক্ষক পদের গড় সংখ্যা হতে (৩৯.৪৬-৩৮.২৩) ১.২৩টি বেশি। রুরাল কলেজে শিক্ষকের শূণ্য পদের গড় সংখ্যা (২.৫০ পদ) আরবান কলেজের শূণ্য পদের গড় সংখ্যা (০.৬৬%) হতে বেশি।

সারণী-৬: কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপন ও আইসিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ক) আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে কি-না	আরবান		রুরাল		সর্বমোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	-	-	-	-	-	-
না	২৪	-	২৬	-	৫০	-
মোটঃ	**২৪**	**১০০%**	**২৬**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**
খ) আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে কি-না						
হ্যাঁ	২১	৮৭.৫৫%	২৫	৯৬.১৫%	৪৬	৯২%
না	৩	১২.৫০ %	১	৩.৮৫%	৪	৮%
মোটঃ	**২৪**	**১০০%**	**২৬**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**
গ) প্রকল্প হতে কলেজ শিক্ষক আইসিটি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কি-না						
হ্যাঁ	২১	৮৭.৫০%	২৫	৯৬.১৬%	৪৬	৯২%
না	৩	১২.৫০%	১	৩.৮৪%	৪	৮%
মোটঃ	**২৪**	**১০০%**	**২৬**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**

প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে ১টি করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। কিন্তু নমুনায়িত ৫০টি কলেজের (আরবান-২৪, রুরাল-২৬) ১টিতেও এখন পর্যন্ত আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, প্রকল্পের অধীনে কোন কলেজেই আইসিটি ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। আইসিটি ল্যাব স্থাপন না করা হলেও নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ৪৬টি কলেজে (২১টি আরবান ও ২৫টি রুরাল) আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। নমুনায়িত কলেজসমূহের মধ্যে ৪টি কলেজে (আরবান কলেজ ৩টি ও রুরাল কলেজ ১টি) আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। তবে নমুনায়িত এ ৫০টি কলেজের ৪৬টি কলেজ হতে কমপক্ষে ১ জন করে বিজ্ঞান শিক্ষক প্রকল্পের অধীনে ১২ দিন মেয়াদী আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

চিত্র ২ ও ৩: প্রকল্প হতে আসবাবপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত

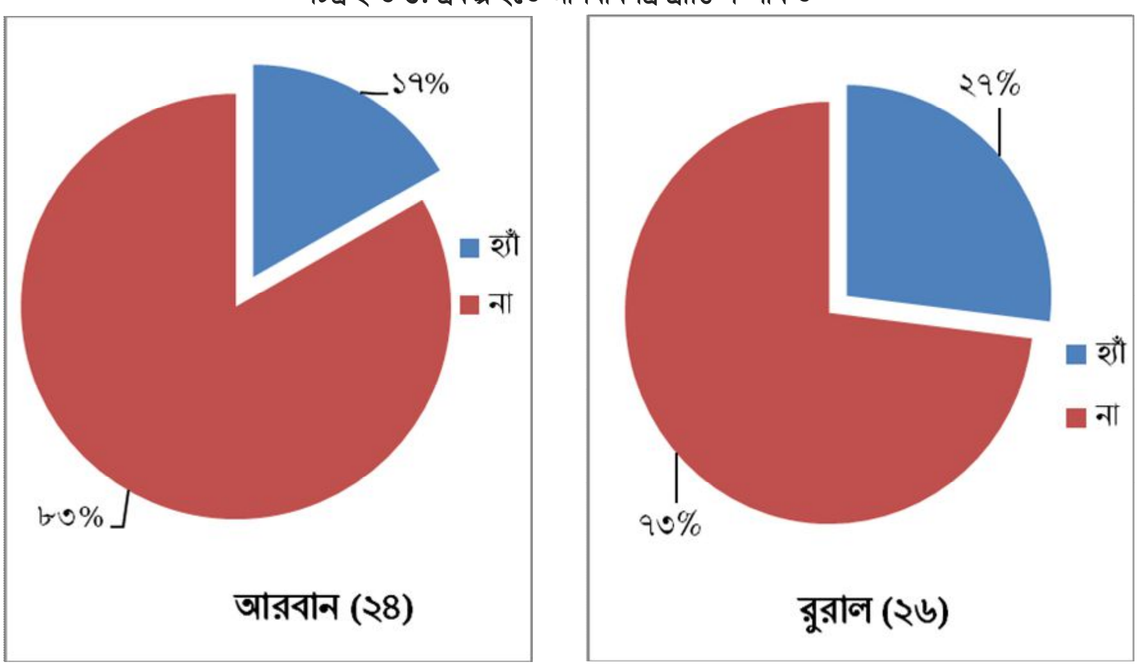

সারণী-৭: প্রকল্প হতে প্রাপ্ত আসবাবপত্রের বিবরণ

কি কি আসবাবপত্র পাওয়া গিয়েছে	আরবান		রুরাল		মোট
	কলেজ সংখ্যা	আসবাবপত্র সংখ্যা	কলেজ সংখ্যা	আসবাবপত্র সংখ্যা	
লো বেঞ্চ	৪	৩৬০টি	৭	৬৩০টি	৯৯০টি
হাই বেঞ্চ	৪	৩৬০টি	৭	৬৩০টি	৯৯০টি
শিক্ষক চেয়ার	৪	২৪টি	৭	৪২টি	৬৬টি
টেবিল	৪	২৪টি	৭	৪২টি	৬৬টি
মোটঃ		৭৬৮টি		১৩৪৪টি	২১১২টি

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে ৯০টি লো বেঞ্চ, ৯০টি হাই বেঞ্চ, ৬টি শিক্ষক চেয়ার এবং ৬টি টেবিল প্রদান করার কথা ছিল। সংশোধিত প্রকল্পে আসবাবপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতি কলেজে ১৮০টি লো বেঞ্চ, ১৮০টি হাই বেঞ্চ ও ১০টি করে শিক্ষক চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজের মধ্যে ৪টি (১৬.৬৬%) এবং ২৬টি রুরাল কলেজের মধ্যে ৭টি (২৬.৯২%) কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১১)**। সামগ্রিকভাবে নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজে অর্থাৎ ২২% কলেজে আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে। শতাংশের দিক থেকে আরবান কলেজের তুলনায় অধিক সংখ্যক রুরাল কলেজে (২৬.৯২-১৬.৬৬= ১০.২৬) আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে। কলেজে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের মধ্যে ৪টি আরবান কলেজে ৩৬০টি লো বেঞ্চ, ৩৬০টি হাই বেঞ্চ, ২৪টি শিক্ষক চেয়ার এবং ২৪টি টেবিল রয়েছে। অন্যদিকে ৭টি রুরাল কলেজে সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের ১৩৪৪টি আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে- ৬৩০টি লো বেঞ্চ, ৬৩০টি হাই বেঞ্চ, ৪২টি শিক্ষক চেয়ার এবং ৪২টি টেবিল। নমুনায়িত এ ৫০টি কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজে ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আসবাবপত্র দেয়া হয়েছে।

আসবাবপত্র রিসিভিং কমিটি গঠন, আসবাবপত্র সম্পর্কে কমিটির মতামতঃ

প্রকল্পের অধীনে কলেজের জন্য আসবাবপত্র, আইসিটি ল্যাব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে বুঝে নেয়ার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজ গভর্ণিং বডির একজন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অথবা অন্য যে কোন আইটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হতে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ (শুধুমাত্র আইসিটি ডিভাইস-এর জন্য) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এরূপ কমিটি এখন পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। তবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কালে জানা যায়, যে সমস্ত কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে, ঐ সকল কলেজে আসবাবপত্র বুঝে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষকে আহবায়ক করে শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্থানীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কলেজে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের মান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরবান কলেজে আসবাবপত্র সম্পর্কে কমিটির কোন আপত্তি ছিল না, তবে ৭টি রুরাল কলেজের মধ্যে ১টি কলেজ হতে আসবাবপত্রের মান সম্পর্কে আপত্তি ছিল।

সারণী-৮: নির্মাণ সামগ্রী সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগ সম্পর্কিত

(ক) নির্মাণ সামগ্রী সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১	৪.১৬%	১	৩.৮৪%	২	৪%
না	২৩	৯৫.৮৪%	২৫	৯৬.১৬%	৪৮	৯৬%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
(খ) অভিযোগের ধরন						
১) ইট, খোয়া মানসম্মত ছিল না	১	১০০%	১	১০০%	২	১০০%
২) সিমেন্ট, বালির আনুপাতিক হার সঠিক নয়	১	১০০%	১	১০০%	২	১০০%
৩) মোজাইক নির্মাণ সামগ্রী মানসম্মত ছিল না	১	১০০%			১	৫০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সামগ্রীর মান সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল কি-না এ বিষয়ে নমুনায়িত কলেজ অধ্যক্ষদের নিকট হতে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, ২৪ জন আরবান কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ৪.১৬% অধ্যক্ষ নির্মাণ সামগ্রী সম্পর্কে অভিযোগ ছিল বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ২৬ জন রুরাল কলেজের অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে এ হার শতকরা ৩.৮৪%। নমুনায়িত ৫০টি আরবান ও রুরাল অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে এ হার ৪%। অভিযোগের ধরন সম্পর্কে মোট ২ জন অধ্যক্ষ (আরবান-১, রুরাল-১) একাধিক অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। এসব অভিযোগের মধ্যে ২ জন অধ্যক্ষই (১০০%) নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত ইট, খোয়া মানসম্মত ছিল না, সিমেন্ট, বালির আনুপাতিক হার সঠিক ছিল না বলে জানিয়েছেন। ৫০% অধ্যক্ষ (২ জনের মধ্যে ১ জন) জানিয়েছেন, মোজাইক নির্মাণ সামগ্রী মানসম্মত ছিল না।

চিত্র নং- ৪ ও ৫

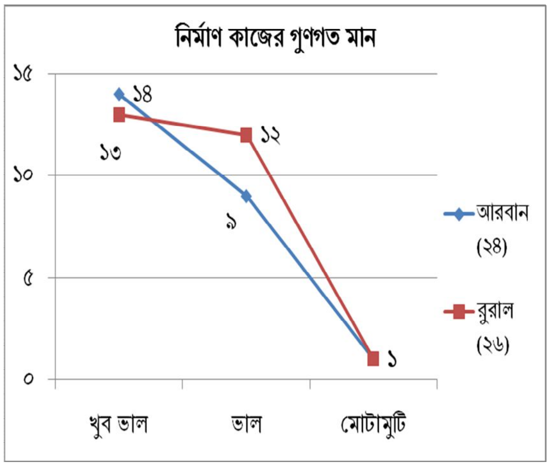

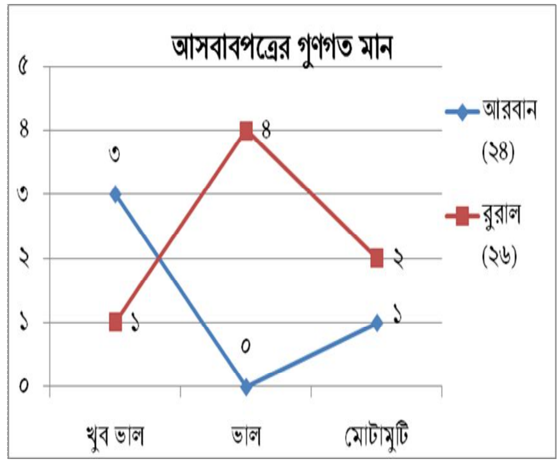

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে কলেজ অধ্যক্ষের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়। নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ২৪ জন আরবান কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ৫৮.৩৩% (১৪ জন) নির্মাণ কাজের মান খুব ভাল হয়েছে মর্মে মত দিয়েছেন। নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে বলেছেন ৩৭.৫০% (৯ জন) আরবান অধ্যক্ষ। রুরাল কলেজের ২৬ জন অধ্যক্ষের মধ্যে ৫০% (১৩ জন) অধ্যক্ষ নির্মাণ কাজের মান খুব ভাল বলে মন্তব্য করেছেন এবং ৪৬.১৫% (১২ জন) অধ্যক্ষ নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। আসবাবপত্র দেয়া হয়েছে মোট ১১টি কলেজে (আরবান- ৪, রুরাল-৭)। আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে ৪টি আরবান কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ৭৫% (৩ জন) অধ্যক্ষ আসবাবপত্রের মান খুব ভাল বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে ৭টি রুরাল কলেজের অধ্যক্ষের মধ্যে ১৪.২৮% (১ জন) আসবাবপত্রের মান সম্পর্কে খুব ভাল বলে জানিয়েছেন এবং ৫৭.১৪% (৪ জন) অধ্যক্ষ আসবাবপত্রের মান ভাল বলে মন্তব্য করেছেন **(পরিশিষ্ট-১২)**।

সারণী-৯: আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্পর্কে মতামত

ক) চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না	-		-		-	
মোটঃ	**২৬**	**১০০%**	**২৪**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**
খ) আত্ম-কর্মসংস্থানের ধরন						
এমএস ওয়ার্ড	২৩	৯৫.৮৩%	২৪	৯২.৩১%	৪৭	৯৪%
এমএস এক্সেল	২২	৯১.৬৭%	২১	৮০.৭৭%	৪৩	৮৬%
এমএস পাওয়ারপয়েন্ট	১৮	৭৫%	১৮	৬৯.২৩%	৩৬	৭২%
ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং	২১	৮৭.৫০%	২০	৭৬.৯২%	৪১	৮২%
কম্পিউটার/আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত	১৩	৫৪.১৬%	৮	৩০.৭৭%	২১	৪২%
ডাটা এন্ট্রি/ডাটাবেইজ তৈরি	১১	৪৫.৮৩%	১৬	৬১.৫৪%	২৭	৫৪%
গ্রাফ প্রস্তুতকরণ	৭	২৯.১৬%	৮	৩০.৭৭%	১৫	৩০%

*** একাধিক উত্তর বিবেচিত**

প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না এ বিষয়ে অধ্যক্ষদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। নমুনায়িত আরবান এবং রুরাল উভয় ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ১০০% কলেজ অধ্যক্ষ হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া আইসিটি শিক্ষা লাভের ফলে কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে সে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ অধ্যক্ষ একাধিক উত্তর দিয়েছেন। এ কারণে নমুনায়িত সংখ্যা থেকে মোট উত্তরের সংখ্যা অধিক হয়েছে। এমএস ওয়ার্ড-এর দক্ষতার মাধ্যমে চাকুরি বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে অধিক সংখ্যক অধ্যক্ষ মত ব্যক্ত করেছেন। আরবান এবং রুরাল কলেজ অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৯৫.৮৩% (২৩ জন) এবং ৯২.৩১% (২৪ জন)। ৮৬% (৪৩ জন) অধ্যক্ষ এমএস এক্সেল, ৮২% (৪১ জন) অধ্যক্ষ ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং, ৭২% (৩৬ জন) অধ্যক্ষ এমএস পাওয়ার পয়েন্ট, ৫৪% অধ্যক্ষ ডাটাবেইজ তৈরি, ৪২% অধ্যক্ষ কম্পিউটার/আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামতের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানান।

চিত্র নং- ৬

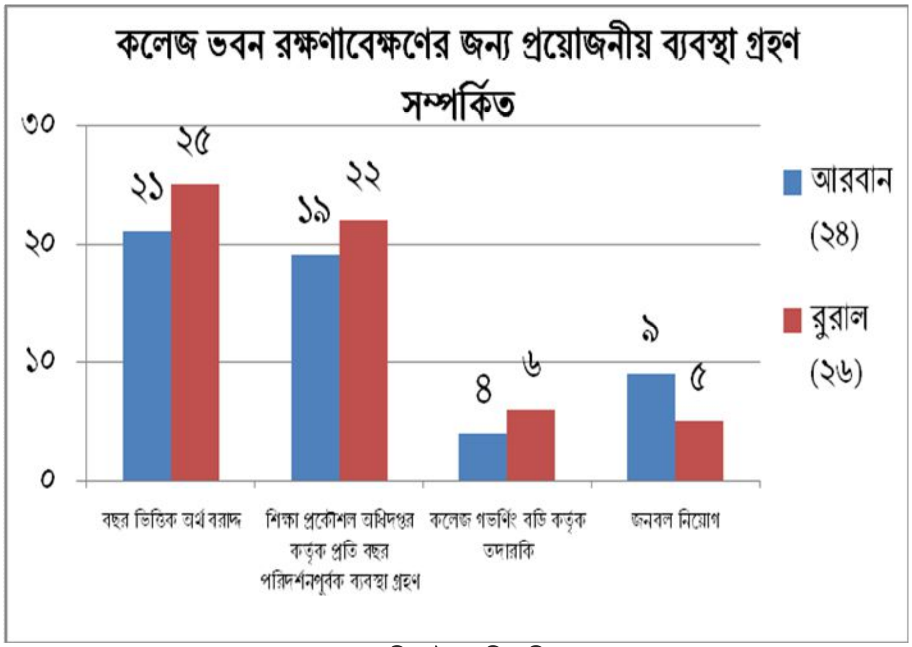

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের অধীনে এলাকাভেদে ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে/হচ্ছে। একডেমিক ভবন নির্মাণ শেষ হবার পর এর রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এসব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে হবে/করা যেতে পারে, এ বিষয়ে অধ্যক্ষের মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। নমুনায়িত ৫০ জন কলেজ অধ্যক্ষের মধ্যে ৯২% (৪৬ জন) অধ্যক্ষ ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার হতে নিয়মিত ভিত্তিতে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, ৮২% (৪১ জন) অধ্যক্ষ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ, ২৮% (১৪ জন) অধ্যক্ষ কলেজে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এবং ২০% (১০ জন) অধ্যক্ষ কলেজ গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজ তদারকির মাধ্যমে সুপারিশ প্রদান এবং তদানুযায়ী সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন **(পরিশিষ্ট-১৩)**।

৪.২ আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণঃ

সারণী-১০: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের বয়স ও কর্মকাল

বয়স (বছরে)	আরবান						রুরাল					
	কর্মকাল						কর্মকাল					
	১-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০+	মোট	১-৫	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০+	মোট
৩৫-৪০	১	২	৫	১		৯ (৩৭.৫০%)	২	১	৫	১		৯ (৩৪.৬২%)
৪১-৪৫			১	২	১	৪ (১৬.৬৭%)			৬	৩	১	১০ (৩৮.৪৬%)
৪৬-৫০		১		৬	১	৮ (৩৩.৩৩%)			২	২	১	৫ (১৯.২৩%)
৫১-৫৫			১			১ (৪.১৭%)				-	১	১ (৩.৮৫%)
৫৬-৬০			১		১	২ (৮.৩৩%)				১		১ (৩.৮৫%)
মোটঃ	১ ৪.১৬%	৩ ১২.৫০ %	৮ ৩৩.৩৩ %	৯ ৩৭.৫০ %	৩ ১২.৫০ %	২৪ ১০০%	২ ৭.৬৯%	১ ৩.৮৪%	১৩ ৫০%	৭ ২৬.৯২ %	৩ ১১.৫৩ %	২৬ ১০০%

প্রকল্পের অধীনে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নমুনায়িত ২৪ জন আরবান শিক্ষকের বয়স ও কর্মকাল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩৭.৫০% (৯ জন) শিক্ষকের বয়স ৩৬-৪০ বছর এবং ৮.৩৩% (২ জন) শিক্ষকের বয়স ৫৬-৬০ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে একই বয়সসীমার মধ্যে রুরাল কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৩৪.৬২% (৯ জন) এবং ৩.৮৫% (১ জন)। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কর্মকাল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০ বছরের অধিক কর্মকাল সম্পন্ন আরবান শিক্ষকের হার ১২.৫০% (৩ জন) এবং রুরাল শিক্ষকের হার ১১.৫৩% (৩ জন)।

সারণী-১১: আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, তার ধরন

ক)	প্রশিক্ষণকালীন সময়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি-না?	আরবান		রুরাল		মোট	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
	হ্যাঁ	১০	৪১.৬৭%	১৩	৫০%	২৩	৪৬%
	না	১৪	৫৮.৩৩%	১৩	৫০%	২৭	৫৪%
	মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
(খ)	**কিকি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?**						
১	আইসিটি প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির স্বল্পতা	৫	৫০%	৬	৪৬.১৫%	৯	৩৯.১৪%
২	অনভিজ্ঞ প্রশিক্ষক	৪	৪০%	৪	৩০.৭৬%	৮	৩৪.৭৮%
৩	আইসিটি কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান না করা			২	১৫.৩৮%	২	৮.৬৯%
৪	তাড়াহুড়ো করে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা	৭	৭০%	৯	৬৯.২৩%	১৬	৬৯.৫৬%
৫	থাকার অসুবিধা	১	১০%	২	১৫.৩৮%	৩	১৩.০৪%
৬	ইন্টারনেটের গতি সীমিত	৪	৪০%	৫	৩৮.৪৬%	৯	৩৯.১৩%
৭	কম্পিউটার/আইসিটি ইক্যুইপমেন্ট অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অপ্রতুল ক্লাস	৫	৫০%	৪	৩০.৭৬%	৯	৩৯.১৩%
৮	অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের অভাব	৩	৩০%	২	১৫.৩৮%	৫	২১.৭৩%
৯	পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর			২	১৫.৩৮%	২	৮.৬৯%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজ হতে ৩ জন করে বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটির উপর ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সেখানে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি-না এ বিষয়ে

জানার চেষ্টা করা হয়। ২৪ জন আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৪১.৬৭% (১০ জন) এবং ২৬ জন রুরাল কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৫০% (১৩ জন) জানিয়েছেন, তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেকেই একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। আরবান শিক্ষকদের মধ্যে যারা (১০ জন) সমস্যা হয় বলেছেন, তাদের মধ্যে ৭০% (৭ জন) বলেছেন, তাড়াহুড়ো/সংক্ষিপ্ত করে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়, ৫০% (৫ জন) শিক্ষক বলেছেন, কম্পিউটার/আইসিটি ইক্যুইপমেন্ট অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর অপর্যাপ্ত ক্লাস, ৪০% অনভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, ৫০% আইসিটি যন্ত্রপাতি স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে রুরাল কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে ৬৯.২৩% (৯ জন) বলেছেন, তাড়াহুড়ো/সংক্ষিপ্ত করে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়। আইসিটি প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির স্বল্পতার উল্লেখ করেছেন ৪৬.১৫% (৬ জন) শিক্ষক। প্রাপ্ত তথ্যাদি সামগ্রিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার মধ্যে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

চিত্র নং- ৭ ও ৮:

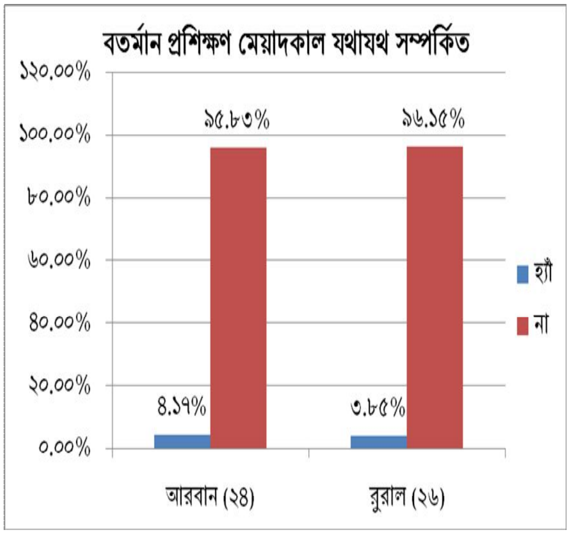

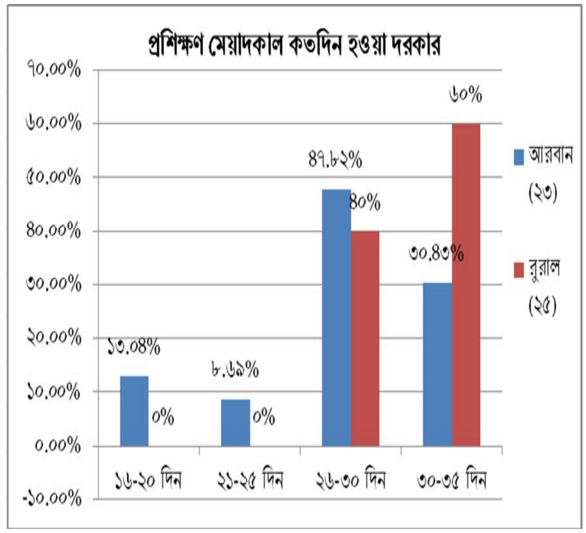

আইসিটির উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ১২ দিন যথাযথ কি-না এ বিষয়ে নমুনায়িত ২৪ জন আরবান কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মধ্যে ৯৫.৮৪% (২৩ জন) মনে করেন, প্রশিক্ষণের বর্তমান মেয়াদকাল ১২ দিন যথাযথ নয় এবং প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল বৃদ্ধির জন্য তারা মতামত দিয়েছেন। যে ২৩ জন আরবান কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল যথাযথ মনে করেন না, তাদের মধ্যে ৪৭.৮২% (১১ জন) মনে করেন প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ২৬-৩০ দিন এবং ৩০.৪৩% (৭ জন) মনে করেন মেয়াদকাল ৩০-৩৫ দিন করা দরকার। অন্যদিকে, নমুনায়িত ২৬টি রুরাল কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মধ্যে ৪০% (১০ জন) প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ২৬-৩০ দিন এবং ৬০% (১৫ জন) প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ৩০-৩৫ দিন পুনঃনির্ধারণ করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১২ দিন হতে ২১ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা যৌক্তিক বলে মনে হয়। (পরিশিষ্ট-১৪)।

আইসিটি কোর্স কারিকুলামঃ

প্রকল্পভুক্ত কলেজসমূহের প্রতিটি কলেজ হতে ৩ জন করে মোট ৪৫০০ জন শিক্ষককে আইসিটি সম্পর্কিত কারিকুলামের ওপর ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপিতে উল্লেখ ছিল। প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল সংশোধিত ডিপিপিতে ২১ দিন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হলো- Basic Principles of ICT & ICT Equipment, Software & hardware installation & ICT Lab operation, Basic Computer Operating System, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Use of Internet, Multimedia and screen installation and operation, Communication sytem and networking. আইসিটি বিষয়ক উক্ত কারিকুলাম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় বিভিন্ন Teachers' Training College (TTC)- এর মাধ্যমে। প্রকল্প দপ্তর হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (কোর্স পরিচালনা ফি) প্রাপ্তি সাপেক্ষে টিটিসি নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে টিটিসি'র নিজস্ব অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং প্রয়োজনে অভিজ্ঞ অতিথি প্রশিক্ষকের মাধ্যমে এ আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

চিত্র নং- ৯ ও ১০: কারিকুলামে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত

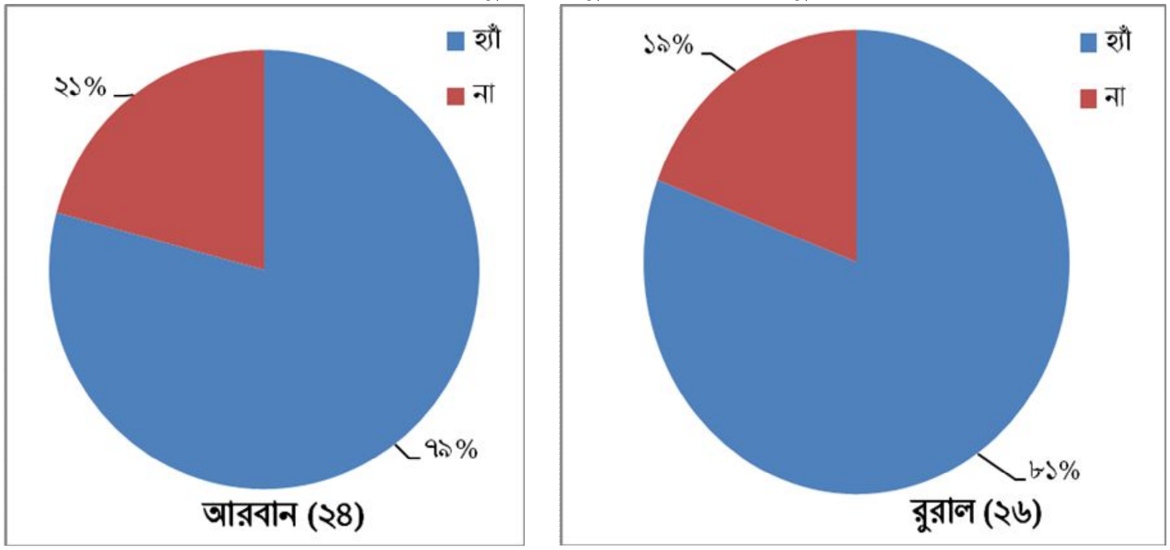

চিত্র নং- ১১:

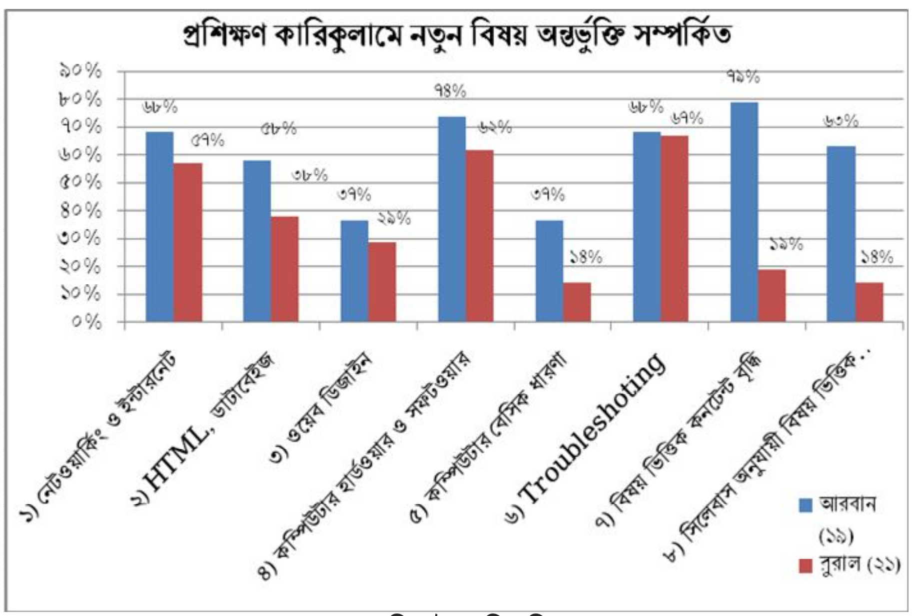

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য প্রকল্পের আওতায় আইসিটির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত কারিকুলামে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার কি-না এবং দরকার হলে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এ বিষয়ে ২৪ জন আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৮৭.৫২% (২১ জন) এবং ২৬ জন রুরাল কলেজ শিক্ষকের ৮০.৭৬% (২১ জন) মনে করেন বর্তমান প্রশিক্ষণ কারিকুলামে নতুন আরো কিছু কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যেসব আরবান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক (১৯ জন) কারিকুলামে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে ৭৩.৬৮% (১৪ জন) আরবান শিক্ষক কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার এবং ৬৮.৪২% (১৩ জন) ট্রাবল শুটিং কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। রুরাল শিক্ষকদের মধ্যে এ বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, যথাক্রমে- ৬১.৯৩% (১৩ জন) এবং ৬৬.৬৭% (১৪ জন)। এছাড়া আরও কতগুলো বিষয় কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সুপারিশ করেছেন, যার মধ্যে নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন ৬৮.৪২% (১৩ জন) আরবান শিক্ষক এবং ৫৭.১৪% (১২ হন) রুরাল শিক্ষক **(পরিশিষ্ট-১৫)**।

সারণী-১২: আইসিটি ল্যাব স্থাপন না হয়ে থাকলে কিভাবে আইসিটি পাঠদান করা হচ্ছে?

কিভাবে আইসিটি পাঠদান করা হচ্ছে?	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১) কলেজের নিজস্ব কম্পিউটার	১৬	৬৬.৬৬%	১৯	৭৩.০৭%	৩৫	৭০%
২) প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ল্যাপটপ/প্রজেক্টর	১১	৪৫.৮৩%	৮	৩০.৭৬%	২২	৪৪%
৩) ব্যক্তিগত কম্পিউটার দ্বারা	১২	৫০%	৫	২০.৮৩%	১৭	৩৪%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত কোন কলেজেই আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। এ অবস্থায় আইসিটি ক্লাস কিভাবে নেয়া হয়, বিশেষ করে হাতে-কলমে ব্যবহারিক বিষয়গুলো কিভাবে পাঠদান করা হয় বা বোঝানো হয়, সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়। উক্ত বিষয়ে উত্তরদাতাদের নিকট হতে এক/একাধিক উত্তর পাওয়া গিয়েছে। ২৪ জন আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৬৬.৬৬% (১৬ জন) কলেজের নিজস্ব কম্পিউটার এবং ৫০% (১২ জন) শিক্ষক ব্যক্তিগত কম্পিউটারের মাধ্যমে কিছুটা হলেও ব্যবহারিক পাঠ দান করে থাকেন। অন্যদিকে রুরাল কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৭৩.০৭% (১৯ জন) এবং ২০.৮৩% (৫ জন)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঐ সময়ে প্রকল্পভুক্ত কোন কলেজেই আইসিটি ল্যাব ও আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিল না এবং আইসিটির ওপর কোন ক্লাস নেয়া হতো না।

সারণী-১৩: আইসিটি পাঠদানের জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ সম্পর্কিত

আলাদা শ্রেণিকক্ষ আছে কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৭	২৯.১৭%	৮	৩০.৭৭%	১৫	৩০%
না	১৭	৭০.৮৩%	১৮	৬৯.২৩%	৩৫	৭০%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

আইসিটি ক্লাস পরিচালনার জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ আছে কি-না এ বিষয়ে ৭০.৮৩% আরবান কলেজ শিক্ষক এবং ৬৯.২৩% রুরাল কলেজ জানিয়েছেন, আইসিটি ক্লাস পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে কোন ক্লাস নেই।

সারণী-১৪: আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থান সম্পর্কিত

ক) চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না						
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) আত্ম-কর্মসংস্থানের ধরন						
এমএস ওয়ার্ড	২১	৮৭.৫০%	২৫	৯৬.১৫%	৪৬	৯২%
এমএস এক্সেল	২২	৯১.৭০%	২৩	৮৮.৪৬%	৪৫	৯০%
এমএস পাওয়ারপয়েন্ট	২১	৮৭.৫০%	১৯	৭৩.০৮%	৪০	৮০%
ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং	২১	৮৭.৫০%	২২	৮৪.৬২%	৪৩	৮৬%
কম্পিউটার/আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত	১১	৪৫.৮০%	১৫	৫৭.৬৯%	২৬	৫২%
ডাটা এন্ট্রি/ডাটাবেইজ তৈরি	১৬	৬৬.৭০%	১৬	৬১.৫৪%	৩২	৬৪%
গ্রাফ প্রস্তুতকরণ	৯	৩৭.৫০%	১০	৩৮.৪৬%	১৯	৩৮%
অন্যান্য	৮	৩৩.৩৩%	৯	৩৪.৬২%	১৭	৩৪%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না এ বিষয়ে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে আরবান এবং রুরাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক হ্যাঁ সূচক (১০০%) উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া আইসিটি শিক্ষা লাভের ফলে কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা

চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কেউ কেউ একাধিক উত্তর দিয়েছেন। নমুনায়িত ৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯২% এমএস ওয়ার্ড, ৯০% এমএস এক্সেল, ৮৬% ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং, ৬৪% শিক্ষক ডাটা এন্ট্রি/ডাটাবেইজ তৈরি কাজের মাধ্যমে চাকুরি বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন।

চিত্র নং- ১২

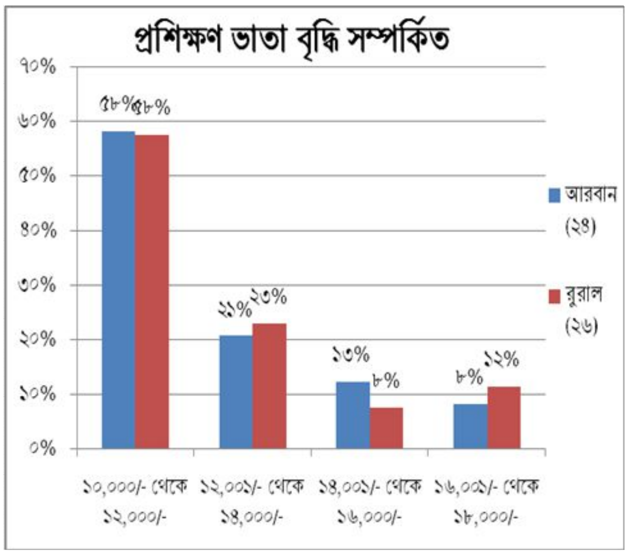

অনুমোদিত ডিপিপিতে ১২ দিন মেয়াদী আইসিটি প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে মোট ৭৫০০/- টাকা (ভাতা ৬০০০/-, যাতায়াত ভাতা ১৫০০/-) প্রদান করার কথা বলা আছে। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী এ ভাতা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে ১০০% প্রশিক্ষণার্থী এ ভাতার পরিমাণ যথাযথ নয় এবং এ ভাতা বৃদ্ধির জন্য মতামত দিয়েছেন। নমুনায়িত ২৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৫৮.৩৩% (১৪ জন) এবং (২৬ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রুরাল কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ১৫ জন (৫৭.৬৯%) প্রশিক্ষণ ভাতা ১০,০০০/- হতে ১২,০০০/- টাকা, ২০.৮৩% (৫ জন) আরবান এবং ২৩.০৮% (৬ জন) রুরাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ১২,০০১/- টাকা হতে ১৪,০০০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা নির্ধারণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন **(পরিশিষ্ট-১৬)**।

সারণী-১৫: আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম আরো কার্যকরিভাবে প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সুপারিশ

প্রশিক্ষণ ভাতা কত টাকা হওয়া উচিত	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংখ্যা ৪ জনে বৃদ্ধি	১২	৫০%	২১	৮০%	৩৩	৬৬%
আইসিটি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দ্রুত সম্পন্ন করা	৯	৩৭.৫০%	১২	৪৬%	২১	৪২%
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইসিটি ল্যাব স্থাপন	২১	৮৭.৫০%	২৫	৯৬.১৫%	৪৬	৯২%
সাপ্তাহিক ক্লাস সংখ্যা বৃদ্ধি করা	৭	২৯.১৬%	১৩	৫০%	২০	৪০%
আইসিটি বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের মতো একজন Demonstrator নিয়োগ	২০	৮৩.৩৩%	২৩	৮৮.৪৬%	৪৩	৮৬%
প্রতি ছাত্রের জন্য শ্রেণি কক্ষে একটি করে ল্যাপটপ বরাদ্দ করা	১৪	৫৮.৩৩%	১৩	৫০%	২৭	৫৪%
ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা	২০	৮৩.৩৩%	২১	৮০%	৪১	৫২%
সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা	২০	৮৩.৩৩%	২২	৮৪.৭৬%	৪২	৮৪%
অন্যান্য	৬	৫৫%	৯	৩৪.৬১%	১৫	৩০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম আরো কার্যকরিভাবে প্রদান করার জন্য নমুনায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদের কি কি সুপারিশ আছে, সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হলে কোন কোন শিক্ষক এক/একাধিক সুপারিশ প্রদান করেছেন। নমুনায়িত ২৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৮৭.৫০% (২১ জন) স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ৮৩.৩৩% (২০ জন) আইসিটি বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের মতো একজন Demonstrator নিয়োগ, ৫৮.৩৩% (১৪ জন) ব্যবহারিক ক্লাসে প্রতি ছাত্রের জন্য ১টি করে ল্যাপটপ-এর ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে একই ধরনের সুপারিশ করেছেন, এমন রুরাল কলেজের শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৯৬.১৫% (২৫ জন), ৮৮.৪৬% (২৩ জন) এবং ৫০% (১৩ জন)। এছাড়াও আরো কতগুলো সুপারিশ এসেছে, যেমন- ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা আরবান ও রুরাল কলেজ শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৮৩.৮৩% (২০ জন), ৮৪.৭৬% (২২ জন)।

চিত্র নং- ১৩ ও ১৪

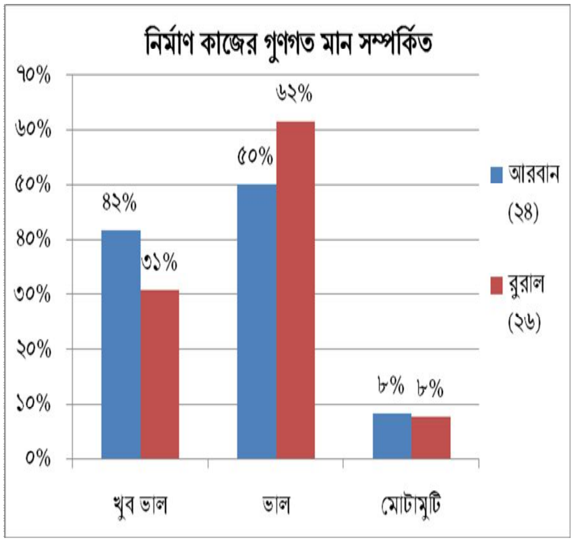

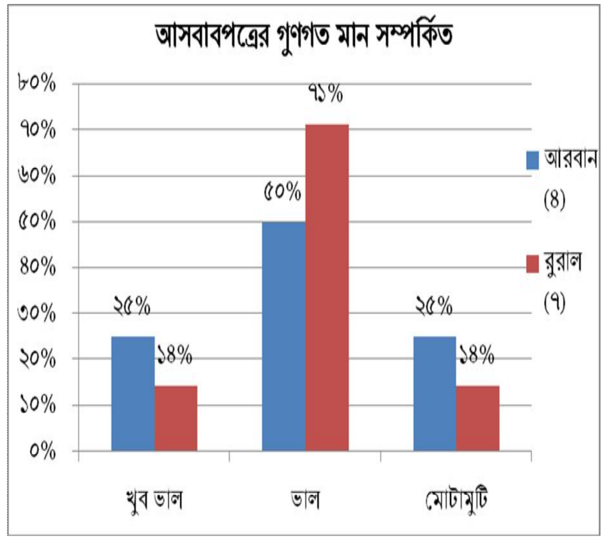

প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নমুনায়িত শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরবান কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ১২ জন (৫০%) এবং ২৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রুরাল কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ১৬ জন (৬১.৫৪%) নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে বলে জানিয়েছেন। নির্মাণ কাজের মান খুব ভাল হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন ৪১.৬৬% আরবান কলেজ শিক্ষক এবং ৩০.৭৭% রুরাল কলেজ শিক্ষক। আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে ৪ জন আরবান শিক্ষকের মধ্যে ২ জন (৫০%) এবং ৭ জন রুরাল কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ৫ জন (৭১.৪৩%) আসবাবপত্রের গুণগত মান ভাল হয়েছে বলে জানান। সার্বিকভাবে (আরবান ও রুরাল) নমুনায়িত ৫০ জন কলেজ শিক্ষকের মধ্যে ২৮ জন (৫৬%) নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে বলে জানিয়েছেন। আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে এ হার ৬৩.৬৩% (১১ জনের মধ্যে ৭ জন) **(পরিশিষ্ট-১৭)**।

৪.৩ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণঃ

সারণী-১৬: আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের পাঠদান বুঝতে অসুবিধা সম্পর্কিত

ক) পাঠদান বুঝতে অসুবিধা হয় কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৭	২২.৫০%	৩০	২৩.০৭	৫৭	২২.৮০%
না	৯৩	৭৭.৫০%	১০০	৭৬.৯২%	১৯৩	৭০.২৬%
মোটঃ	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%
খ) অসুবিধাসমূহঃ						
■ শিক্ষক ভালভাবে বোঝাতে পারেন না	১২	৪৪.৪৪%	২০	৬৬.৬৬%	৩২	৫৬.১৪%
■ প্রাকটিক্যাল ক্লাস হয় না বলে বুঝতে অসুবিধা হয়	১৭	৬২.৯৬%	১৯	৬৩.৩৩%	৩৬	৬৩.১৫%
■ পাঠদান কালে কোন যন্ত্রপাতি দেখানো হয় না/ ব্যবহার করা হয় না	১৬	৫৯.২৬%	১৯	৬৩.৩৩%	৩৫	৬১.৪০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের পাঠদান বুঝতে অসুবিধা হয় কি-না এ বিষয়ে নমুনায়িত আরবান কলেজের ১২০ জন এবং রুরাল কলেজের ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে না সূচক উত্তর দিয়েছে যথাক্রমে ৭৭.৫০% (৯৩ জন) এবং ৭৬.৯২% (১০০ জন) ছাত্র-ছাত্রী। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকের পাঠদান বুঝতে অসুবিধা হয় (আরবান- ২৭ জন এবং রুরাল ৩০ জন), তারা বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ জন আরবান ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৪.১২% ছাত্র বলেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ভালভাবে বোঝাতে পারেন না, ৫৯.২৬% (১৬ জন) ছাত্র-ছাত্রী বলেছে, পাঠদান কালে আইসিটি সংশ্লিষ্ট কোন যন্ত্রপাতি দেখানো হয় না। অন্যদিকে ৩০ জন রুরাল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এ অসুবিধার কথা বলেছে যথাক্রমে ৬৬.৬৬% (২০ জন) এবং ৬৩.৩৩% (১৯ জন) ছাত্র-ছাত্রী।

চিত্র নং- ১৫ ও ১৬: আইসিটি শিক্ষকের পাঠদান সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের মন্তব্য

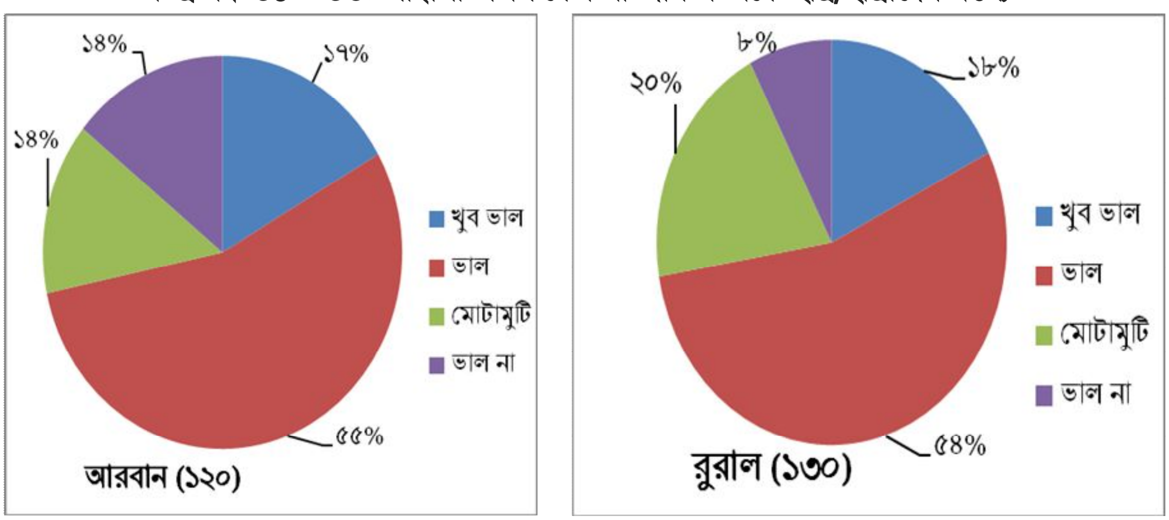

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইসিটি শিক্ষকের পাঠদানের মান সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের পাঠদানের মান ভাল বলে জানিয়েছেন। শতকরা হিসেবে আরবান কলেজ ছাত্রদের মধ্যে ৫৫% (৬৬ জন) এবং রুরাল কলেজ ছাত্রদের মধ্যে ৫৪.৬১% (৭১ জন) ছাত্র আইসিটি শিক্ষকের পাঠদান ভাল বলে মন্তব্য করেছেন। আইসিটি শিক্ষকের পাঠদানের মান খুব ভাল এরূপ মন্তব্য করেছেন, আরবান কলেজের ছাত্র ১৬.৬৭% এবং রুরাল কলেজের ছাত্র ১৭.৬৯%। আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের পাঠদান ভাল মানের নয় আরবান এবং রুরাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এরূপ যে সমস্ত ছাত্ররা বলেছেন, আরবান এবং রুরাল-এর ক্ষেত্রে তার হার যথাক্রমে ১৪.১৭% (১৭ জন) এবং ৭.৬৯% (১০ জন) **(পরিশিষ্ট-১৮)**।

সারণী-১৭: আইসিটি শিক্ষকের পাঠদান কার্যকরি করার লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের মতামত

মতামত	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অধিক সংখ্যক আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ	৬৭	৫৫.৮৩%	১২২	৯৩.৮৫%	১৮৯	৭৫.৬০%
আইসিটি'র জন্য যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন	১১৪	৯৫%	১২২	৯৩.৮৫%	২৩৬	৯৪.৪০%
সপ্তাহে ৪টি আইসিটি ক্লাস	৩৬	৩০%	৪৫	৩৪.৬২%	৮১	৩২.৪০%
সপ্তাহে ২টি প্রাকটিক্যাল ক্লাস	৫৭	৪৭.৫০%	৫৮	৪৪.৬২%	১১৫	৪৬%
ইন্টারনেট কানেকটিভিটি	৯০	৭৫%	৮৭	৬৬.৯২%	১৭৭	৭০.৮০%
আইসিটির জন্য একজন Demonstrator নিয়োগ	৫০	৪১.৬৭%	৪০	৩০.৭৭%	৯০	৩৬%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

আইসিটি শিক্ষকের পাঠদান আরো কার্যকরি করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী এক/একাধিক মতামত দিয়েছে। আরবান এবং রুরাল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৯৫% (১১৪ জন) ও ৯৩.৮৫% (১১২ জন) আইসিটির জন্য যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে- আইসিটির জন্য একজন Demonstrator নিয়োগ (আরবান- ৪১.৬৭% এবং রুরাল- ৩০.৭৭%)। সপ্তাহে ২টি করে আইসিটি প্রাকটিক্যাল ক্লাস পরিচালনার মতামত ব্যক্ত করেছে আরবান এবং রুরাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৪৭.৫০% (৫৭ জন) এবং ৪৪.৬২% (৫৮ জন) ছাত্র-ছাত্রী। আইসিটি শিক্ষকদের পাঠদান আরো কার্যকরি করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের এ মতামত অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাজই অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি তাদের আইসিটি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান, পরিবেশ ও বাস্তব সুযোগ সুবিধার মধ্যে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

সারণী-১৮: আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত

ক) ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আছে কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪	৩.৩৩%	৫	৩.৮৪%	৯	৩.৬০%
না	১১৬	৯৬.৬৭%	১২৫	৯৬.১৬%	২৪১	৯৬.৪০%
মোটঃ	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%
খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকলে কিভাবে ব্যবহারিক ক্লাস হয়						
■ নিজস্ব কম্পিউটার	৪২	৩৬.২০%	২৮	২২.৪০%	৭০	২৯.০৪%
■ কলেজ থেকে মাঝেমধ্যে ল্যাপটপ দেয়া হয়	৭৮	৬৭.২৪%	৮৫	৬৮%	১৬৩	৬৭.৬৩%
■ আইসিটি'র ব্যবহারিক ক্লাস হয় না	১৭	১৪.৬৫%	১৯	১৫.২০%	৩৬	১৪.৯৪%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

আইসিটির ওপর জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। এজন্য আইসিটি বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। আইসিটির উপর ব্যবহারিক ক্লাস যথাযথভাবে না হওয়ার কারণে আইসিটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ঘাটতি থেকেই যাবে। ফলে আইসিটি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল লাভে ব্যর্থ হবে। এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উচিত হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকল্পভুক্ত কলেজসমূহে আইসিটি ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম শুরু করা।

নমুনায়িত ১২০ জন আরবান ছাত্রের মধ্যে ৯৬.৫৫% (১১৬ জন) এবং ২৬টি রুরাল কলেজের ১৩০ জন ছাত্রের মধ্যে ৯৬.১৬% (১২৫ জন) জানিয়েছে, ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনমত আইসিটি যন্ত্রপাতি নেই। আইসিটি যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে কিভাবে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা হচ্ছে, এ বিষয়ে ১১৬ জন আরবান কলেজ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬৭.২৪% (৭৮ জন) ছাত্র-ছাত্রী বলেছে, কলেজ থেকে মাঝে-মধ্যে ল্যাপটপ দিয়ে ক্লাস চালানো হয়, ৩৬.২০% (৪২ জন) ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছে, তারা নিজস্ব কম্পিউটার দিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস করে থাকে। অন্যদিকে রুরাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় এ হার যথাক্রমে ৬৮% (৮৫ জন) এবং ২২.৪০% (২৮ জন)।

আইসিটি বিষয়ে সপ্তাহে বর্তমানে ২টি করে ক্লাস নেয়া হয় এবং সপ্তাহে এ ২টি ক্লাস যথাযথ কি-না এবং যথাযথ না হলে সপ্তাহে কতটি ক্লাস করা দরকার এ বিষয়ে আরবান কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ৯৭.৫০% এবং রুরাল কলেজের ১০০% ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন সপ্তাহে ২টি ক্লাস যথাযথ নয় এবং তারা সাপ্তাহিক আইসিটি ক্লাস সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। ক্লাস বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায়, আরবান কলেজের ৭২.৬৫% এবং রুরাল কলেজের ৮৮.৪৪% ছাত্র সপ্তাহে ৪টি আইসিটি ক্লাস অনুষ্ঠানের বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছে।

চিত্র নং- ১৭

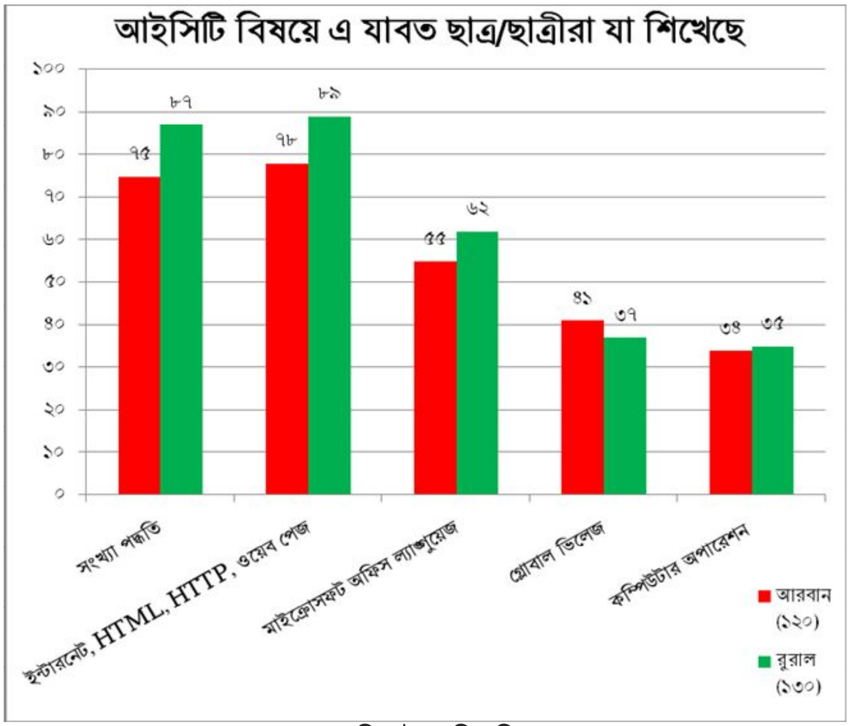

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

আইসিটি বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা কি কি বিষয় শিখতে পেরেছে, এ বিষয়ে তাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়। নমুনায়িত আরবান কলেজের ১২০ জন ছাত্রের মধ্যে ৬২.৫০% সংখ্যা পদ্ধতি, ৬৫% ইন্টারনেট, HTML, HTTP, ওয়েব পেজ শিখেছেন বলে জানান। অন্যদিকে রুরাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একই বিষয়ে শিখেছেন যথাক্রমে ৬৩.৯৩% এবং ৬৬.৯৩% ছাত্র-ছাত্রী। কম্পিউটার অপারেশন শিখতে পেরেছে ২৮.৩৩% আরবান এবং ২৬.৯২% রুরাল কলেজ ছাত্র-ছাত্রী **(পরিশিষ্ট-১৯)**।

সারণী-১৯: আইসিটি প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাপ্ত উপকার বিষয়ক

কিভাবে উপকৃত হচ্ছে	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
□ সুবিন্যস্ত শ্রেণিকক্ষ	৫৫	৪৫.৮৩%	৭৫	৫৭.৬৯%	১৩০	৫২%
□ ছাত্র/ছাত্রী বসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ	২০	১৬.৬৭%	৩৫	২৬.৯২%	৫৫	২২%
□ আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে কি-না এবং উপকৃত হয়ে থাকলে কিভাবে উপকৃত হচ্ছে, এসব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নমুনায়িত ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১০০% ছাত্র-ছাত্রী এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকৃত হয়েছে মর্মে জানায়। কিভাবে ছাত্র/ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে- এর উত্তরে ৪৫.৮৩% আরবান কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সুবিন্যস্ত শ্রেণিকক্ষ, ১৬.৬৭% বসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ এবং ১০০% আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রাপ্তির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে বলে জানান। অন্যদিকে ১৩০ জন রুরাল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৫৭.৬৯%, ২৬.৯২%, ১০০%।

সারণী-২০: প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার জন্য কলেজে পাঠদান পরিবেশ ও লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নত হওয়ার বিষয়ে মতামত

ক) পাঠদান পরিবেশ উন্নত হয়েছে	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১১৯	৯৯.১৭%	১৩০	১০০%	২৪৯	৯৯.৬০%
না	১	০.৮৩%			১	০.৪০%
মোটঃ	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%
খ) গুণগত মান উন্নত হচ্ছে কি-না						
হ্যাঁ	১১৯	৯৯.১৭%	১৩০	১০০%	২৪৯	৯৯.৬০%
না	১	০.৮৩%			১	০.৪০%
মোটঃ	**১২০**	**১০০%**	**১৩০**	**১০০%**	**২৫০**	**১০০%**

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার কারণে কলেজে পাঠদান পরিবেশ ও লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নত হচ্ছে কি-না এ বিষয়ে নমুনায়িত ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১১৯ জন অর্থাৎ ৯৯.১৭% এবং রুরাল কলেজের ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী কলেজের পাঠদান পরিবেশ উন্নত হয়েছে বলে জানিয়েছে। লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নত হচ্ছে কি-না এ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে ৫০টি কলেজের ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২৪৯ জন (৯৯.৬০%) লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে।

সারণী-২১: আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মতামত

ক) চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের	আরবান		রুরাল		মোট	
সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%
না						
মোটঃ	১২০	১০০%	১৩০	১০০%	২৫০	১০০%
খ) আত্ম-কর্মসংস্থানের ধরন						
এমএস ওয়ার্ড	১০৯	৯০.৮৩%	১২৫	৯৬.১৫%	২৩৪	৯৩.৬০%
এমএস এক্সেল	৮৬	৭১.৬৭%	৯৭	৭৪.৬১%	১৮৩	৭৩.২০%
এমএস পাওয়ারপয়েন্ট	৬৪	৫৩.৩৩%	৬৬	৫০.৭৬%	১৩০	৫২%
ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং	১০০	৮৩.৩৩%	১২৪	৯৫.৬৮%	২২৪	৮৯.৬০%
কম্পিউটার/আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত	৩১	২৫.৮৩%	৩০	২৩.০৭%	৬১	২৪.৪০%
ডাটা এন্ট্রি/ডাটাবেইজ তৈরি	৩৪	২৮.৩৩%	৪২	৩২.৩০%	৭৬	৩০.৪০%
গ্রাফ প্রস্তুতকরণ	৩৯	৩২.৫০%	৩৫	২৬.৯২%	৭৪	২৯.৬০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। নমুনায়িত আরবান এবং রুরাল উভয় কলেজের শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রশ্নের হ্যাঁসূচক উত্তর দিয়েছে। এছাড়া আইসিটি শিক্ষা লাভের ফলে কিভাবে তারা চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে সে বিষয়ে কেউ কেউ এক/একাধিক উত্তর দিয়েছেন। এমএস ওয়ার্ড-এর মাধ্যমে চাকুরি বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেছেন আরবান এবং রুরাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হতে যথাক্রমে ৯০.৮৩% (১০৯ জন) এবং ৯৬.১৫% (১২৫ জন)। এমএস এক্সেল, ইন্টারনেট ও ব্রাউজিং, কম্পিউটার/ আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত, চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করে আরবান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৭১.৬৭% (৮৬ জন), ৮৩.৩৩% (১০০ জন), ২৫.৮৩% (৩১ জন)। রুরাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় এ হার যথাক্রমে ৭৪.৬১% (৯৭ জন), ৯৫.৬৮% (১২৪ জন) এবং ২৩.০৭% (৩০ জন)।

৪.৪ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

সারণী-২২: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণঃ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১) নির্মাণ সাইট প্রাপ্তিতে বিলম্ব	৫	২৭.২৮%	৬	৩৭.৫০%	১১	৩২.৩৫%
২) লে-আউট প্ল্যান পেতে বিলম্ব	৫	২৭.২৮%	৭	৪৩.৭৫%	১২	৩৫.২৯%
৩) উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য কাজ বন্ধ রাখা	৯	৫০%	৬	৩৭.৫০%	১৫	৪৪.১১%
৪) বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা	৪	২২.২২%	৬	৩৭.৫০%	১০	২৯.৪১%
৫) স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রাপ্তিতে বিলম্ব	৩	১৬.৬৭%	২	১২.৫০%	৫	২০.৫৯%
৬) পুরাতন ভবন ভাঙ্গায় সময়ক্ষেপণ	৪	২২.২২%	৩	১৮.৭৫%	৭	১৪.৭১%
৭) ঠিকাদারের অবহেলা	১	৫.৫৫%	১	৬.২৫%	২	৫.৮৮%
৮) খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩	১৬.৬৭%	৫	৩১.২৫%	৮	২৩.৫৩%

* একাধিক উত্তর বিবেচিত

n-১৮ n-১৬ n-৩৪

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর (জোনাল অফিস) হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজের মধ্যে ১৮টি (৭৫%) এবং ২৬টি রুরাল কলেজের মধ্যে ১৬টির (৬২.৫০%) নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়নি। কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে সহকারী প্রকৌশলীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হয়। আরবান এবং রুরাল কলেজের নমুনায়িত সহকারী প্রকৌশলীর মধ্যে যথাক্রমে ৫০% (৯ জন) আরবান শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য কাজ বন্ধ রাখেতে হয় বলে জানিয়েছেন। রুরাল প্রকৌলীদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৭.৫০% (৬ জন)। স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয় বলে ১৬.৬৭% (৩ জন) আরবান সহকারী প্রকৌশলী এবং ১২.৫০% (২ জন) রুরাল প্রকৌশলী জানিয়েছেন। কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নির্মাণ সাইট পেতে বেশ বিলম্ব হয়। যার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করা যায় না আরবান সহকারী প্রকৌশলী এবং রুরাল শিক্ষা প্রকৌশলীদের মধ্যে যথাক্রমে ২২.২২% (৪ জন) এবং ১৮.৭৫% (৩ জন) প্রকৌশলী জানিয়েছেন। ঠিকাদারের অবহেলার কারণে নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয় এরূপ ৫.৫৫% রুরাল প্রকৌশলী এবং ৬.২৫% আরবান প্রকৌশলী জানিয়েছেন। নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে ঠিকাদারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারণী-২৩: নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য

কলেজের নাম ও ঠিকানা	Compressive strength of concrete ***(ন্যুনতম value 2500 psi)***	Compressive strength of cement ***(ন্যুনতম Value 2500 psi)***	FM test of local sand ***(ন্যুনতম Value FM 1.2)***	FM test of coarse sand ***(ন্যুনতম Value FM 2.50)***	Water absorption test of brick ***(ন্যুনতম Value 15%)***	Tensil strength test of M.S bar ***(ন্যুনতম Value 600 mpa)***	Compressive strength test of brick ***(ন্যুনতম Value 2000 psi)***	পরীক্ষা করার প্রতিষ্ঠানের নাম
	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	
১। আর এস আইডিয়াল কলেজ, সদর, কিশোরগঞ্জ	৫৩৪১ psi	২৯৭৮ psi	FM ১.৫০	FM ২.৫০	টেস্ট করা হয়নি	৬৫৭ mpa	২৮০৪ psi	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
২। বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ	৫৩৩৮ psi	৩০২২ psi	FM ১.৫১	FM ২.৬২	টেস্ট করা হয়নি	৬৫০ mpa	২৭৬৭ psi	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কলেজের নাম ও ঠিকানা	Compressive strength of concrete *(ন্যুনতম value 2500 psi)*	Compressive strength of cement *(ন্যুনতম Value 2500 psi)*	FM test of local sand *(ন্যুনতম Value FM 1.2)*	FM test of coarse sand *(ন্যুনতম Value FM 2.50)*	Water absorption test of brick *(ন্যুনতম Value 15%)*	Tensil strength test of M.S bar *(ন্যুনতম Value 600 mpa)*	Compressive strength test of brick *(ন্যুনতম Value 2000 psi)*	পরীক্ষা করার প্রতিষ্ঠানের নাম
	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	
৩। ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, সদর, নোয়াখালী	৩১৫০ psi	৩১৫০ psi	টেস্ট করা হয়নি	FM ২.৫৩	১০.২৫%	৬৩১ mpa	১৯৮৩ psi	এলজিইডি, ফেনী
৪। বালিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ, সেনবাগ, নোয়াখালী	৩১৫০ psi	৩১৫০ psi	টেস্ট করা হয়নি	FM ২.৫৩	১০.২৫%	৬৩১ mpa	১৯৮৩ psi	কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৫। রজব আলী মেমোরিয়াল বিজ্ঞান কলেজ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	৩৮৫১ psi	২৯৯৭ psi	FM ১.৩	FM ২.৫৭	১২%	৬৮৮ mpa	২৯৪৫ psi	সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৬। শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩০০০ psi	৩৮৫০ psi	FM ১.২	FM ২.৬৩	টেস্ট করা হয়নি	৪১৩ mpa	২৫০০ psi	বুয়েট
৭। দৌলতপুর (দিবা-নৈশ) কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা	৪৬৭১ psi	৪০০০ psi	FM ১.২৫	FM ২.৫৫	১৪.১৬%	৬৪৫ mpa	২১৮৩ psi	খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৮। বাঁশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	৩৬১০ psi	৩৯৪১ psi	FM ১.৮১	FM ২.৬৭	১৪.৩০%	৬৮৭ mpa	২৫৮৯ psi	কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৯। হাজী আক্কেল আলী হাওলাদার কলেজ, সদর, পটুয়াখালী	৩৬৫৯ psi	৩২১০ psi	FM ১.৫	FM ২.৭১	১৭.৫৩%	৬৫৩ mpa	২৬১৫ psi	পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১০। দুমকি জনতা কলেজ, দুমকি, পটুয়াখালী	৩৬৯৭ psi	৩৩২৬ psi	FM ১.১৬	FM ২.৫৭	১৪.২৯%	৬৪৬ mpa	২৫৭০ psi	পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও এলজিইডি
১১। মইনুল হক কলেজ, সদর, সুনামগঞ্জ	টেস্ট করা হয়নি	৩০৯৩ psi	FM ২.৫৭	টেস্ট করা হয়নি	১২.৮৫%	৬৯৯৯ mpa	২৬১৫ psi	সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১২। জাউয়া বাজার কলেজ, ছাতক, সুনামগঞ্জ	টেস্ট করা হয়নি	৩০৯৩ psi	FM ২.৬০	টেস্ট করা হয়নি	টেস্ট করা হয়নি	৬৩৮ mpa	৩৩৫৯ psi	সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৩। সমাজকল্যাণ	৪৩০৪ psi	৪৩০৪ psi	FM ১.৭৩	FM ২.৬৩	১৬%	৬৩৯ mpa	৩৪৮৩ psi	দিনাজপুর

কলেজের নাম ও ঠিকানা	Compressive strength of concrete ***(ন্যূনতম value 2500 psi)***	Compressive strength of cement ***(ন্যূনতম Value 2500 psi)***	FM test of local sand ***(ন্যূনতম Value FM 1.2)***	FM test of coarse sand ***(ন্যূনতম Value FM 2.50)***	Water absorption test of brick ***(ন্যূনতম Value 15%)***	Tensil strength test of M.S bar ***(ন্যূনতম Value 600 mpa)***	Compressive strength test of brick ***(ন্যূনতম Value 2000 psi)***	পরীক্ষা করার প্রতিষ্ঠানের নাম
	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	
বিদ্যাবিথী কলেজ, সদর, রংপুর								পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৪। কাউনিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, কাউনিয়া, রংপুর	৩২৪১ psi	৩৯১৬ psi	FM ১.৭১	FM ২.৫৬	১৬%	৭৭০ mpa	৩৩৫৫ psi	রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যথাযথ হলে সামগ্রীকভাবে নির্মাণ কাজের মানও ভাল হওয়া স্বাভাবিক। নির্মাণ কাজের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড, সিমেন্ট, বালি, ইট, কংক্রিট ইত্যাদির মান ল্যাবরেটরি পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে কি-না সে লক্ষ্যে নির্মাণ সামগ্রী টেস্ট সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর নিকট হতে (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জোনাল অফিস) জানার চেষ্টা করা হয় এবং তাদের নিকট থেকে টেস্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, RUET, KUET, LGED ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হয়েছে। ১৪টি কলেজের একাডেমিক ভবনে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরির টেস্ট প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট ফলাফল সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সামগ্রীর জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম/স্টান্ডার্ড ভ্যালু থেকে বিভিন্ন মাত্রায় বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রজব আলী মেমোরিয়াল বিজ্ঞান কলেজ, সিরাজগঞ্জ এর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত লোকাল স্যান্ড ও কোর্স স্যান্ড (সিলেট স্যান্ড)-এর ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ভ্যালু ছিল যথাক্রমে 1.30 F.M এবং 2.57 FM) স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হতে বেশি। দুমকী জনতা কলেজ, পটুয়াখালী এর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত কংক্রিট ও সিমেন্টের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ফলাফল যথাক্রমে 3697 PSI এবং 3326 PSI, যা স্টান্ডার্ড ভ্যালু হতে বেশি। কাউনিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রংপুরে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত এমএস বার এর tensil strength test of MS Bar এবং ইটের compressive strength টেস্টের ফলাফল যথাক্রমে 770 mpa এবং 3355 psi. এ দুটি ফলাফলও স্যান্ডার্ড ভ্যালু হতে অধিক। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, ১৪টি কলেজের মধ্যে ১২টির compressive strength of concrete-এর Lab test value standard value হতে অধিক, ১৪টির compressive strength of cement-এর Lab test value standard value হতে অধিক এবং ১৩টির tensil strength test of MS Bar-এর Lab test value standard value হতে অধিক।

ল্যাবরেটরি প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষান্তে আরও দেখা গেছে যে, ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ এবং বালিয়াকান্দী ডিগ্রি কলেজের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত local sand-এর FM test করা হয়নি। মইনুল হক ডিগ্রি কলেজ ও জাউয়া বাজার কলেজ সিলেট-এ Compressive test of concrete করা হয়নি। এছাড়া কয়েকটি কলেজে (বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজ, কিশোরগঞ্জ, শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জাউয়াবাজার ডিগ্রি কলেজ, সুনামগঞ্জ) নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের Water absorption capacity ল্যাবরেটরি টেস্টে প্রাপ্ত ভ্যালু হতে অধিক পাওয়া গিয়েছে, যা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা সঠিক হয়নি।

সারণী-২৪: নির্মাণ কাজ পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যাদি

নির্মাণ সাইটে পরিদর্শন রেজিঃ সংরক্ষণ করা হয় কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না						
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

নির্মাণ সাইটে পরিদর্শন রেজিঃ সংরক্ষণ করা হয় কি-না	আরবান			রুরাল			মোট		
	সংখ্যা	%		সংখ্যা	%		সংখ্যা	%	
ক) কে কতবার পরিদর্শন করেছেন	**সংখ্যা**	**%**	**গড় পরিদর্শন**	**সংখ্যা**	**%**	**গড় পরিদর্শন**	**সংখ্যা**	**%**	**গড় পরিদর্শন**
১) প্রকল্প পরিচালক	২	০.১৬%	০.০৮	-	-	-	২	০.০৮%	০.০৪
২) প্রধান প্রকৌশলী	১	০.০৮%	০.০৪	-	-	-	১	০.০৪%	০.০১
৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬	০.৪৯%	০.২৫	৩	০.২৯%	০.১১	৯	০.৪০%	০.১৮
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী	১১৭	৯.৬১%	৪.৮৭	১০৬	১০.৩১%	৪.০৭	২২৩	৯.৯৪%	৪.৪৬
৫) সহকারী প্রকৌশলী	৩৫৪	২৯.০৯%	১৪.৭৫	২৭৩	২৬.৫৬%	১০.৫০	৬২৭	২৭.৯৪%	১২.৫৪
৬) উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭৩৭	৬০.৫৬%	৩০.৭০	৬৪৬	৬২.৮৪%	২৪.৮৫	১৩৮৩	৬১.৬০%	২৭.৬৬
মোটঃ	১২১৭	১০০%	৫০.৭১	১০২৮	১০০%	৪৯.৫০	২২৪৫	১০০%	৪৪.৯০

নমুনায়িত আরবান এবং রুরাল কলেজের শতভাগ প্রকৌশলী জানিয়েছেন, নির্মাণ কার্যক্রমের পরিদর্শন রেজিষ্ট্রার নির্মাণ সাইটে সংরক্ষণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহ কালে পরিদর্শন রেজিষ্ট্রার নির্মাণ সাইটে পাওয়া যায়। নমুনায়িত কলেজসমূহের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছে- প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী। এ সকল কর্মকর্তা নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজ মোট ১২১৭ বার এবং ২৬টি রুরাল কলেজ ১০২৮ বার পরিদর্শন করেছেন। তবে অধিকাংশ পরিদর্শন সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক করা হয়েছে। নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজ সহকারী প্রকৌশলী ৩৫৪ বার এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী ৭৩৭ বার পরিদর্শন করেছেন, যার গড় যথাক্রমে ১৪.৭৫ এবং ৩০.৭০ বার। প্রকল্প পরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলীর গড় পরিদর্শন সংখ্যা যথাক্রমে ০.০৮, ০.০৪ এবং ০.২৫।

রুরাল কলেজ নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন সংখ্যা তুলনামূলকভাবে আরবান কলেজ পরিদর্শন সংখ্যা হতে কম। নমুনায়িত ২৬টি রুরাল কলেজের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক মোট ১০২৮ বার পরিদর্শিত হয়, যার গড় পরিদর্শন সংখ্যা ৪৯.৫০ বার। নমুনায়িত ২৬টি রুরাল কলেজের মধ্যে একটি কলেজও প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক একবারও পরিদর্শিত হয়নি। সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক ২৬টি কলেজের গড় পরিদর্শন সংখ্যা যথাক্রমে ১০.৫০ এবং ২৪.৮৫ বার। একই পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক আরবান কলেজ পরিদর্শন করা হয় যথাক্রমে গড়ে ১৪.৭৫ এবং ৩০.৭০ বার। আরবান কলেজের তুলনায় রুরাল কলেজ গড় পরিদর্শন সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো- গ্রামীণ খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্মাণ সাইট প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং কাজের তুলনায় মাঠ পর্যায়ের লোকবল কম বলে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়।

সারণী-২৫: লোকাল সুপারভিশন কমিটি (LSC) গঠন এবং কমিটির সভা সম্পর্কিত

ক) লোকাল সুপারভিশন কমিটি (LSC) গঠন হয়েছে কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৫	৯৬.১৫%	৪৯	৯৮%
না			১	৩.৮৬%	১	২%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে?	সভার সংখ্যা	গড়	সভার সংখ্যা	গড়	সভার সংখ্যা	গড়
মোট সভা ও গড়ঃ	**৯২**	**৩.৮৩**	**৯৪**	**৩.৮৬**	**১৮৬**	**৩.৭৯**

প্রকল্পের নির্মাণ কাজের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে একটি লোকাল সুপারভিশন কমিটি (LSC) গঠন করার কথা আরডিপিপিতে বর্ণিত আছে। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষের প্রতিনিধি, কলেজ গভর্ণিং বডির একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপ-সহকারী প্রকৌশলী এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন। LSC, সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ১টি রুরাল কলেজে LSC গঠন করা হয়নি। প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজন অনুসারে LSC কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্য সভা করার কথা কমিটির টিওআর-এ উল্লেখ রয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরুর পর হতে নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজে মোট ৯২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে ২৫টি রুরাল কলেজে ৯৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরবান এবং রুরাল প্রতিটি কলেজে গড়ে যথাক্রমে ৩.৮৩ ও ৩.৭৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারণী-২৬: সয়েল টেস্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্মাণ নকশা হয়েছে কি-না এবং অনুমোদিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ হচ্ছে কি-না, এ বিষয়ে প্রকৌশলীর মতামত

ক) সয়েল টেস্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্মাণ নকশা হয়েছে কি-না	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না						
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) নির্মাণ নকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি-না						
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না						
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

সয়েল টেস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী কলেজ ভবনের নির্মাণ নকশা প্রণীত হয়েছে কি-না এবং অনুমোদিত নকশা (Structural Design) অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি-না, এ বিষয়ে নমুনায়িত ৫০টি কলেজের নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট শতভাগ সহকারী প্রকোশলী হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

সারণী-২৭: নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে সহকারী প্রকৌশলীর মতামতঃ

ক) নির্মাণ কাজের গুণগত মান	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
খুব ভাল	১৫	৬২.৫০%	১৭	৬৫.৩৮%	৩২	৬৪%
ভাল	৯	৩৭.৫০%	৯	৩৪.৬২%	১৮	৩৬%
মোটামুটি						
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) আসবাবপত্রের গুণগত মান						
খুব ভাল	-	-	৩	৪২.৮৬%	৩	২৭.২৭%
ভাল	৩	৭৫%	৩	৪২.৮৬%	৬	৫৪.৫৪%
মোটামুটি	১	২৫%	১	১৪.২৮%	২	১৮.১৮%
মোটঃ	৪	১০০%	৭	১০০%	১১	১০০%

নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে আরবান কলেজের ক্ষেত্রে ৬২.৫০% সহকারী প্রকৌশলী খুব ভাল এবং ৩৭.৫০% সহকারী প্রকৌশলী ভাল হয়েছে বলে মনে করেন। অন্যদিকে রুরাল কলেজের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের মান খুব ভাল এবং ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এরূপ সহকারী প্রকৌশলীর শতকরা হার যথাক্রমে ৬৫.৩৮% ও ৩৪.৬২%। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ৪টি আরবান কলেজ এবং ৭টি রুরাল কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। আরবান কলেজের ক্ষেত্রে এ ৪ জন সহকারী প্রকৌশলীর মধ্যে ৩ জন (৭৫%) এবং রুরাল কলেজের ক্ষেত্রে ৭ জন সহকারী প্রকৌশলীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৬%) আসবাবপত্রের মান খুব ভাল হয়েছে মনে করেন।

৪.৫ আইসিটি প্রশিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণঃ

সারণী-২৮: আইসিটি প্রশিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট	%
এমএসসি (এমএড)	১০	৭১.৪৩%
এমএসএস (বিএড)	৩	২১.৪৩%
মাস্টার্স ইন আইসিটি	১	৭.১৪%
মোটঃ	১৪	১০০%

চিত্র নং- ১৮ ও ১৯

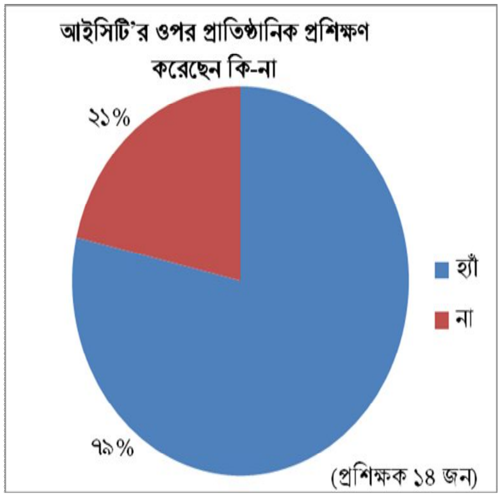

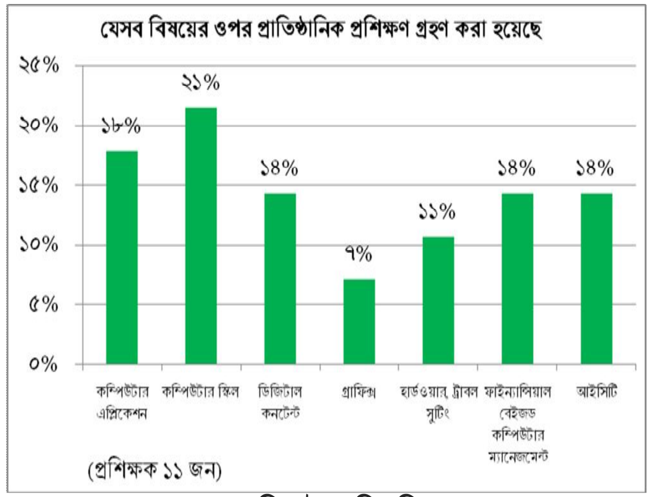

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিদর্শিত ৭টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের নমুনায়িত ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে এমএসসি (এমএড) ডিগ্রিধারী ১০ জন, এমএসএস (বিএড) ডিগ্রিধারী ৩ জন এবং মাস্টার্স ইন আইসিটি ডিগ্রিধারী ১ জন। আইসিটি প্রশিক্ষকদের বয়স ও কর্মকাল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৪ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ৪৬-৫০ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন (৫০%), ৩০-৩৫ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন ৩ জন (২১.৪৩%)। অন্যদিকে ৫০% এবং ২৮.২৮% শিক্ষকের চাকুরির মেয়াদকাল যথাক্রমে ৫-১০ বছর এবং ১১-১৫ বছরের মধ্যে।

নমুনায়িত ১৪ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ১১ জনের (৭৮.৫৭%) আইসিটি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আছে। ২১% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ১১ জন প্রশিক্ষক আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কেউ কেউ একাধিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। “কম্পিউটার স্কিল” এবং “কম্পিউটার এপ্লিকেশন” এ শিরোনামেই বেশি সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, যার শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.৮৬% (৫ জন) এবং ২১.৪৩% (৬ জন)। হার্ডওয়ার, ট্রাবল শুটিং-এর উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১০.৭১% (৩ জন) **(পরিশিষ্ট-২০)**।

সারণী-২৯: আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত

কি কি যন্ত্রপাতি আছে	**সচল**	**%**	**অচল**	**%**	**মোট**
ডেক্সটপ কম্পিউটার	৪০২	৭৩.৯০%	১৪২	২৬.১০%	৫৪৪
ল্যাপটপ	২৮	৭৩.৬৮%	১০	২৬.৩২%	৩৮
প্রজেক্টর	৯০	৭৮.২৬%	২৫	২১.৭৪%	১১৫
সাউন্ড ক্যামেরা	১	১০০%			১
ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম	২	১০০%			২
রাউটার	১০	১০০%			১০
স্পিকার	১	১০০%			১
মডেম	২	১০০%			২
মোটঃ	**৫৩৬**	**৭৭.৩৪%**	**১৭৭**	**২২.৬৭%**	**১০০%**

আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে (টিটিসি) কি কি বাস্তব সুযোগ সুবিধা/প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি আছে, সে বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে দেখা যায়, ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৫৪৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে। যার মধ্যে ২৬.১০% (১৪২টি) অচল, ল্যাপটপ আছে মাত্র ৩৮টি, যার মধ্যে ২৬.৬২% (১০টি) অচল, প্রজেক্টর আছে ৯০টি যার মধ্যে ২১.৭৪% (২৫টি) অচল। এছাড়াও আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে যার মোট সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যেমন- ডিভিও কনফারেন্স সিস্টেম, সাউন্ড, ক্যামেরা, স্পিকার ও মডেম।

সারণী-৩০: আইসিটি প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত মেয়াদকাল (১২ দিন) যথাযথ কি-না, না হলে মেয়াদকাল কতদিন হওয়া দরকার?

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১২ দিন যথাযথ কি-না	**মোট**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	৫	৩৫.৭১%
না	৯	৬৪.২৯%
মোটঃ	১৪	১০০%
মেয়াদকাল কত দিন হওয়া দরকার		
১৫-২০ দিন	৮	৮৮.৮৯%
২০-২৫ দিন	১	১১.১১%
মোটঃ	**৯**	**১০০%**

কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল যথাযথ কি-না, বিষয়ে ১৪ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ৬৪.২৯% (৯ জন) প্রশিক্ষক নির্ধারিত মেয়াদকাল যথাযথ নয় বলে মনে করেন। এ ৯ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে ৮৮.৮৯% (৮ জন) প্রশিক্ষক মনে করেন প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১৫-২০ দিনে বৃদ্ধি করা দরকার।

চিত্র নং- ২০ ও ২১

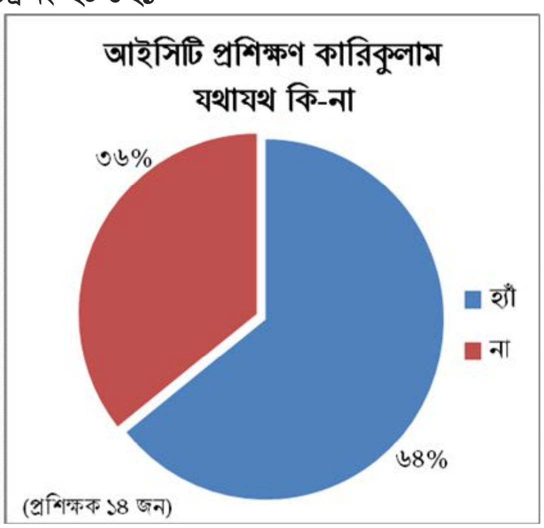

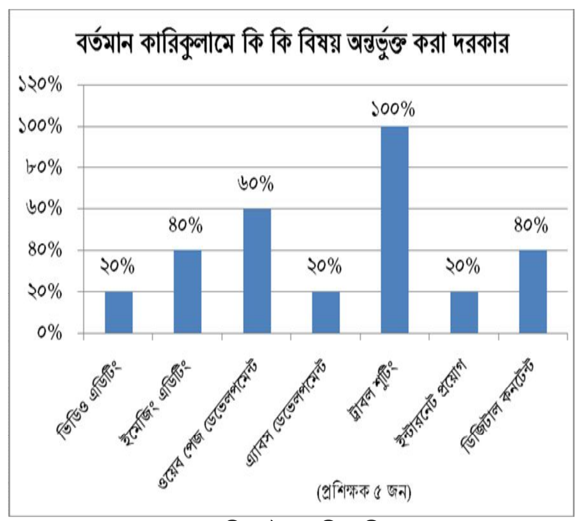

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত কারিকুলাম যথাযথ কি-না এবং কারিকুলামে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার কি-না এ বিষয়ে ১৪ জন আইসিটি প্রশিক্ষকের মধ্যে ৬৪.২৮% (৯ জন) মনে করেন বর্তমানে যে কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান শিক্ষকদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তা যথাযথ। অন্যদিকে ৩৫.৭২% (৫ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যথাযথ নয় বলে মন্তব্য করেছেন এবং কোর্স কারিকুলামে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। ৫ জন প্রশিক্ষক যারা কোর্স কারিকুলাম যথাযথ নয় বলেছেন, তাদের মধ্যে ২০% (১ জন) প্রশিক্ষক ভিডিও এডিটিং, ৪০% (২ জন) ইমেজিং এডিটিং, ৪০% (২ জন) ডিজিটাল কনটেন্ট, ৬০% (৩ জন) ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট, ১০০% (৫ জন) ট্রাবল শুটিং কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। এছাড়াও ইন্টারনেট প্রয়োগ বিষয়গুলো কোর্স কারিকুলামে থাকা উচিত বলে মত ব্যক্ত করেন **(পরিশিষ্ট-২১)**।

আইসিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন সুযোগ সৃষ্টি হবে কি-না, এ বিষয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণকারী ১৪ জন আইসিটি প্রশিক্ষকের মধ্যে সকলেই (১০০%) বলেছেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে যা ভবিষ্যতে চাকুরি প্রাপ্তি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

চিত্র নং- ২২ ও ২৩

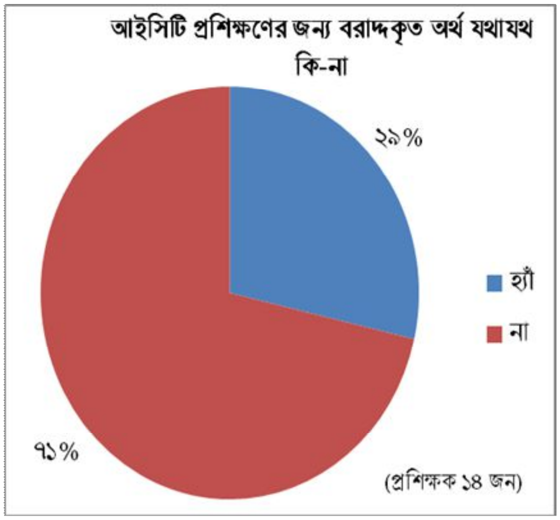

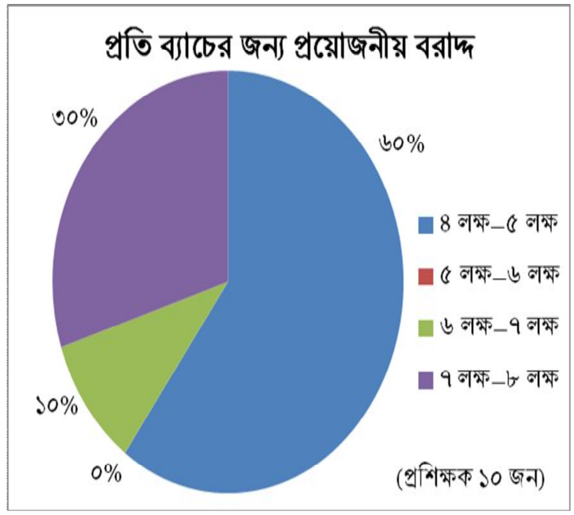

৩০ জন আইসিটি শিক্ষার্থী সমন্বয়ে প্রতি ব্যাচে ১২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প হতে ৩.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এ বরাদ্দ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথ কি-না এবং যথাযথ না হলে প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কত টাকার প্রয়োজন এ বিষয়ে ৭১.৪৩% (১০ জন) আইসিটি প্রশিক্ষক মনে করেন যে, বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ নয় এবং তারা প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার বলে মনে করেন। যে ১০ জন প্রশিক্ষক মনে করেন প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ নয়, তাদের মধ্যে ৬০% (৬ জন) প্রশিক্ষক ব্যয় বরাদ্দ ৪.০০ লক্ষ থেকে ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩০% (৩ জন) প্রশিক্ষক ৭.০০ লক্ষ থেকে ৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করার পক্ষে সুপারিশ করেন **(পরিশিষ্ট-২২)**।

সারণী-৩১: কলেজ শিক্ষকদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণ আরো কার্যকরভাবে প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষকের পরামর্শ সম্পর্কিত

ক্রঃনং	প্রশিক্ষকের পরামর্শ	সংখ্যা	শতকরা হার
১	বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক প্রশিক্ষণ	২	১৪.২৮%
২	আইসিটি বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	২	১৪.২৮%
৩	নিজ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট থাকা	৩	২১.৪৪%
৪	সাপোর্ট সার্ভিস বৃদ্ধি	২	১৪.২৮%
৫	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি	৬	৪২.৮৬%
৬	প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল বৃদ্ধি	৩	২১.৪৪%
৭	প্রত্যেক শিক্ষকদের জন্য আলাদা ল্যাপটপ ব্যবস্থা করা	৬	৪২.৮৫%
৮	কেন্দ্রীয়ভাবে উন্নত ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা	৪	২৮.৫৭%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

প্রকল্পের অধীনে কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদেরকে আইসিটি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তা আরো কার্যকরিভাবে প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিটি প্রশিক্ষকদের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত সুপারিশের মধ্যে ৪২৮৬% (৬ জন) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি, ৪২.৮৬% প্রশিক্ষক প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য আলাদা ল্যাপটপের ব্যবস্থা করা, ২১.৪৪% (৩ জন) প্রশিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবস্থা করা, ২১.৪৪% (৩ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল বৃদ্ধি এবং ২৮.৫৭% (৪ জন) প্রশিক্ষক কেন্দ্রীয়ভাবে উন্নত ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

৪.৬ সরেজমিনে কলেজ পরিদর্শনপূর্বক চেক লিস্টের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি

সারণী-৩২: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কলেজের ভৌত অবকাঠামো অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

ক্রঃ নং	ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত তথ্য	আরবান					রুরাল				
		হ্যাঁ	%	না	%	মোট	হ্যাঁ	%	না	%	মোট
১	বিল্ডিং	২২	৯১.৬৭%	-	-	২২	২১	৮০.৭৭%	-	-	২১
২	আধা-পাকা বিল্ডিং	৬	২৫%	-	-	৬	১১	৪২.৩০%	-	-	১১
৩	টিনের ঘর	৮	৩৩.৩৩%	-	-	৮	১৫	৫৭.৬৯%	-	-	১৫

একাধিক উত্তর বিবেচিত

সারণী-৩৩: কলেজের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

ক্রঃ নং	কলেজের বিভিন্ন অবস্থা	আরবান			রুরাল		
		হ্যাঁ	না	মোট	হ্যাঁ	না	মোট
১	কলেজের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল কি-না	২৪ ১০০%	-	২৪ ১০০%	২৩ ৮৮.৪৬%	৩ ১১.৫৪%	২৬ ১০০%
২	কলেজে খেলার মাঠ আছে কি-না	২১ ৮৭%	৩ ১৩%	২৪ ১০০%	২৩ ৮৮.৪৬%	৩ ১১.৫৪%	২৬ ১০০%
৩	কলেজে ইনডোর গেম-এর সুযোগ-সুবিধা আছে কি-না	১৭ ৭১%	৭ ২৯%	২৪ ১০০%	২১ ৮০.৭৮%	৫ ১৯.২২%	২৬ ১০০%
৪	কলেজে সীমানা প্রাচীর আছে কি-না	১৪ ৫৮%	১০ ৪২%	২৪ ১০০%	১৭ ৬৫.৩৮%	৯ ৩৪.৬২%	২৬ ১০০%
৫	কলেজে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কি	২৩ ৯৬%	১ ৪%	২৪ ১০০%	২২ ৮৪.৬২%	৪ ১৫.৩৮%	২৬ ১০০%
৬	ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা আছে কি-না	২২ ৯২%	২ ৮%	২৪ ১০০%	২৪ ৯২.৩১%	২ ৭.৬৯%	২৬ ১০০%
৭	শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা আছে কি-না	২২ ৯২%	২ ৮%	২৪ ১০০%	২৫ ৯৬.১৫%	১ ৩.৮৫%	২৬ ১০০%
৮	শ্রেণিকক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় জায়গা আছে কি-না	১৬ ৬৭%	৮ ৩৩%	২৪ ১০০%	১৩ ৫০%	১৩ ৫০%	২৬ ১০০%
৯	শ্রেণিকক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় বেঞ্চ আছে কি-না	১০ ৪২%	১৪ ৫৮%	২৪ ১০০%	৯ ৩৪.৬২%	১৭ ৬৫.৩৮%	২৬ ১০০%
১০	কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় কি-না	১৭ ৭১%	৭ ২৯%	২৪ ১০০%	১৮ ৬৯.২৩%	৮ ৩০.৭৬%	২৬ ১০০%
১১	লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র আছে কি-না	৯ ৩৭%	১৫ ৬৩%	২৪ ১০০%	৬ ২০.০৭%	২০ ৭৬.৯২%	২৬ ১০০%
১২	লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই আছে কি-না	১১ ৪৬%	১৩ ৫৪%	২৪ ১০০%	৯ ৩৪.৬২%	১৭ ৬৫.৩৮%	২৬ ১০০%
১৩	আইসিটি'র জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ আছে কি-না	৯ ৩৭%	১৫ ৬৩%	২৪ ১০০%	১২ ৪৬.১৫%	১৪ ৫৩.৮৪%	২৬ ১০০%
১৪	নির্মাণ সাইটে নির্মাণ নকশা সংরক্ষিত থাকে কি-না	২৪ ১০০%	-	২৪ ১০০%	২৬ ১০০%	-	২৬ ১০০%
	মোটঃ	**২১৫**	**৯৭**	**৩১২**	**২২৫**	**১১৩**	**৩৩৮**

নমুনায়িত কলেজের বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৫৮% আরবান কলেজ এবং ৬৫.৩৮% রুরাল কলেজে শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নেই। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই এমন আরবান কলেজের সংখ্যা ৬৩% (১৫টি) এবং রুরাল কলেজের সংখ্যা ৭৬.৯২% (২০টি)। প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কলেজসমূহের মধ্যে আসবাবপত্র সরবরাহকালে যে সমস্ত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার বেঞ্চের সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, সেসব কলেজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসবাবপত্র প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৯২% আরবান কলেজ এবং ৯৬% রুরাল কলেজে আলাদা টয়লেট আছে।

খেলা-ধূলার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আরবান কলেজের মধ্যে ৭১% এবং রুরাল কলেজের মধ্যে ৮০.৭৮% কলেজে ইনডোর গেমস-এর সুবিধা আছে। অন্যদিকে খেলার মাঠ আছে ৮৭% আরবান কলেজে এবং ৮৮.৪৬% রুরাল কলেজে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যথাযথভাবে সুষ্ঠু পরিবেশে পাঠদান করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণি কক্ষ থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নমুনায়িত কলেজের মধ্যে ৩৩% আরবান এবং ৫০% রুরাল কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাসরুম নেই। নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এ সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে। এজন্য নির্মাণাধীন কলেজসমূহের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা জরুরি।

নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে মন্তব্য:

নমুনায়িত কলেজসমূহের মধ্যে ব্যক্তি পরামর্শক ১০টি কলেজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে কিছু কিছু কলেজের মেঝের মোজাইক, দেয়াল প্লাস্টার, দরজা নির্মাণে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং নির্মাণ সামগ্রী ল্যাবরেটরি টেস্ট ছাড়াই কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে (সারণী-২৩)। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলাফল স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হতে অধিক, যা নির্মাণ কাজ মানসম্মত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সামগ্রিকভাবে নির্মাণ কাজের মান মোটামুটি ভালই হয়েছে বলে মনে হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত কলেজ ভিত্তিক নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত দেয়া হলঃ

সারণী-৩৪: প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্য

ক্রঃ নং	কলেজের নাম	মেঝের অবস্থা	ছাদের অবস্থা	দেয়াল প্লাস্টার	দরজা ও জানালা	কমোড ও লোডাউন	পানির ট্যাংক
১	সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ, সূত্রাপুর, ঢাকা	৩য় ও ৪র্থ তলার মোজাইক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	চতুর্থ তলার ছাদে জলছাদ করা হয়েছে এবং ছাদের চার পার্শ্বে প্যারাপেট ওয়াল করা হয়েছে। জলছাদের চারদিকে ঢালু, পানি জমে থাকার সম্ভবনা নেই	সবগুলো শ্রেণি কক্ষের দেয়াল প্লাস্টার শেষ হয়েছে। তবে প্লাস্টারের মান ভাল হয়নি। রংয়ের কাজ চলছে।	দরজায় মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। পাল্লার কাঠের পুরুত্ব ৩৮ মি.মি টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে সংগতিপূর্ণ। জানালায় স্টিল ফ্রেম লাগানো হয়েছে।	টয়লেটে BISF ব্র্যান্ডের প্যান, কমোড ও বেসিন বসানো হয়েছে। সিডিউলের সাথে সংগতিপূর্ণ।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পানির ট্যাংক (গাজী) বসানো হয়েছে।
২	বেগম জরিনা ডিগ্রি কলেজ, মানিকগঞ্জ।	নীচতলা এবং দোতলায় মোজাইক কাজ শেষ হয়েছে। তবে মোজাইক কাটা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়নি।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। ছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	দেয়াল প্লাস্টার সম্পন্ন হয়েছে। রংয়ের কাজ চলছে। তবে প্লাস্টারের মান ভাল হয়নি। দেয়ালের সাথে নির্মিত ব্লাক বোর্ডের মান ভাল হয়নি। বোর্ডে ফাটল দেখা গেছে।	টেন্ডার সিডিউল মোতাবেক দরজায় (৩৮ এম এম) পাল্লা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দরজার ফিটিং সঠিক হয়নি এবং প্লাল্লা গুলোর নির্মাণ মান ভাল হয়নি। জানালায় স্টিল ফ্রেম লাগানো হয়েছে। দরজা-জানালায় যেসব ছিটকানি, হ্যান্ডেল ও লক লাগানো হয়েছে তা নিম্নমানের।	টয়লেটে এখনও কমোড, বেসিন লাগানো হয়নি।	পানির ট্যাংক বসানো হয়নি। তবে টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুযায়ী ১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক বসানো হবে।
৩	টঙ্গী পাইলট গার্লস স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর	নীচতলা, দোতলা ও সিঁড়ির মোজাইক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোজাইক কাজের গুণগত মান ভাল।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। ছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	দেয়ালে প্লাস্টার এবং রংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। প্লাস্টার ফিনিশিং কাজ খুব ভাল হয়েছে। ব্লাক বোর্ডের মানও ভাল। বোর্ডের উপরিভাগ সঠিকভাবে মসৃণ করা	মেহগনি কাঠের দরজা ও পাল্লা লাগানো হয়েছে। পাল্লার পুরুত্ব ৩৮ এমএম। ব্যবহৃত কাঠ খুব ভাল মনে হয়েছে। দরজায় ব্যবহৃত ছিটকানি হ্যান্ডেল ও লক মানসম্মত বলে মনে হয়েছে।	টয়লেটে টাইলসের কাজের মান ভাল। BISF এর কমোড লোডাউন ও বেসিন লাগানো হয়েছে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা পানির ট্যাংক (সেবা) বসানো হয়েছে।

ক্রঃ নং	কলেজের নাম	মেঝের অবস্থা	ছাদের অবস্থা	দেয়াল প্লাস্টার	দরজা ও জানালা	কমোড ও লোডাউন	পানির ট্যাংক
				হয়েছে।			
৪	চরমুগরিয়া কলেজ, মাদারীপুর।	নীচতলা, দোতলা ও সিঁড়ির মোজাইক কাজ শেষ হয়েছে। টয়লেটে টাইলস বসানো শেষ হয়েছে। টাইলসের মান ভাল। তবে মোজাইক মসৃণ হয়নি। আরো মসৃণ করে কাটা দরকার।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। জলছাদ সঠিকভাবে নির্মাণ হয়েছে। sloping সঠিকভাবে হয়েছে। বৃষ্টির পানি নির্গমনের প্রয়োজনীয় out let রাখা হয়েছে।	দেয়াল প্লাস্টার সম্পন্ন হয়েছে। তবে রংয়ের কাজ চলমান। দেয়ালে প্লাস্টারের মান মোটামুটি।	মেহগনি কাঠের চৌকাঠ ও পাল্লা লাগানো হয়েছে। পুরুত্ব ৩৮ মিলিমিটার। দরজার নির্মাণ মান ভাল। জানায় স্টীল ফ্রেম স্থাপন করা হয়েছে।	টয়লেটের ওয়ালে ও মেঝেতে টাইলস স্থাপন এবং কমোড, লোডাউন ও বেসিন বসানো হয়েছে। BISF নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পানির প্লাস্টিকের মেদিনা ট্যাংক বসানো হয়েছে।
৫	দৌলতপুর দিবা-নিশা কলেজ, খুলনা।	নীচতলা ও দোতলার মেঝেতে মোজাইকের কাজের পূর্ব প্রস্তুতি চলেছে।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	নীচ তলা ও দোতলায় দেয়ালের প্লাস্টার সম্পন্ন হয়েছে। তবে রংয়ের কাজ চলমান। দেয়ালের প্লাস্টার মসৃণ হয়েছে।	দরজা ও জানালা স্থাপনের কাজ চলমান আছে। মেহগনি কাঠের চৌকাঠ লাগানো হয়েছে। পাল্লা এখনো লাগানো হয় নি। তবে পাল্লা তৈরির কাজ চলছে। ফ্লোর মোজাইক কাজসম্পন্ন হলেই পাল্লা লাগনো হবে। জানালার স্টিল ফ্রেম লাগানো হয়েছে, তবে গ্লাস লাগানো হয়নি।	টয়লেটে এখনও টাইলস লাগানো হয়নি কমোড, বেসিন ও অন্যান্য ফিটিংস স্থাপন করা হয়নি।	পানির ট্যাংক এখনও বসানো হয়নি। ১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক (একমি) বসানো হবে।
৬	শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান কলেজ, রাজশাহী।	মেঝের মোজাইকের কাজ চলছে।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	দেয়ালে প্লাস্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেয়ালে রংয়ের কাজ চলমান আছে। দেয়ালের প্লাস্টিক মানসন্মত হয়েছে।	মেহগনি কাঠের চৌকাঠ লাগানো হয়েছে। তবে দরজা পাল্লা এখনও লাগানো হয়নি।	টয়লেটে টাইলস লাগনো হয়েছে। কমোড, লোডাউন, বেসিন বসানো হয়েছে। BISF-এর সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।	পানির ট্যাংক এখনও বসানো হয়নি।
৭	কাজী মন্টু কলেজ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	নীচতলা ও দোতলা মেঝে মোজাইক করা হয়েছে। কাজের গুনগত মান ভাল।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদ হতে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। sloping এবং বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	নীচ তলা ও দোতলায় দেয়ালের প্লাস্টার ও রংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান ভাল।	দরজা জানালার কাজ শেষ হয়েছে। চৌকাঠ ও পাল্লায় মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। কাঠের মান ও বার্নিশ ভাল হয়েছে।	টয়লেটে ব্লকের টাইলস, কমোড লোডাউন এবং বেসিন- এর কাজ শেষ হয়েছে। BISF-এর সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক (মদিনা) বসানো হয়েছে।
৮	রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজ, সিংড়া, নাটোর।	নীচতলা ও দোতলা মোজাইক করা হয়েছে। কাজের গুনগত	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদে	নীচ তলা ও দোতলায় দেয়ালের প্লাস্টার ও রংয়ের কাজ	দরজা জানালার কাজ শেষ হয়েছে চৌকাঠ ও পাল্লায় মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। কাঠের মান ও বার্নিশ	টয়লেটে ব্লকের টাইলস, কমোড লোডাউন এবং বেসিন- এর কাজ শেষ হয়েছে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক

ক্রঃ নং	কলেজের নাম	মেঝের অবস্থা	ছাদের অবস্থা	দেয়াল প্লাস্টার	দরজা ও জানালা	কমোড ও লোডাউন	পানির ট্যাংক
		মান ভাল।	বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান ভাল।	ভাল হয়েছে।	BISF-এর সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।	(মদিনা) বসানো হয়েছে।
৯	শহীদ সরদার শাহজাহান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, রাজৈর. মাদারীপুর	নীচতলা ও দোতলা মোজাইক করা হয়েছে। কাজের গুনগত মান ভাল।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। sloping এবং বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	নীচ তলা ও দোতলায় দেয়ালের প্লাস্টার ও রংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান ভাল।	দরজায় মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কাঠের গুনগত মান ভাল হয়নি। পাল্লা মসৃণ করে তৈরি হয়নি এবং পাল্লার রংও সঠিকভাবে করা হয়নি।	টয়লেট ব্লকের টাইলস, কমোড লো-ডাউন ও বেসিন বসানো হয়েছে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক (একমি) বসানো হয়েছে।
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোজাইক কাজের মান ভাল হয়নি। মোজাইক মসৃণ করে কাটা হয়নি। মঝে মধ্যে কিছু উঁচু-নীচু দেখা গেছে এবং কোন কোন জায়গায় ভাঙ্গা/ফেটে গিয়েছে।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়ালের মান ভাল হয়েছে। জলছাদে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই। sloping এবং বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য সঠিকভাবে out let রাখা হয়েছে।	নীচ তলা ও দোতলায় দেয়ালের প্লাস্টার ও রংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান ভাল।	দরজায় মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দরজার পাল্লার নীচু অংশে মেঝে হতে প্রায় দেড় ইঞ্চি ফাঁকা হয়ে আছে। আলগা কাঠ দিয়ে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যা খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে।	টয়লেট ব্লকের টাইলস, কমোড লো-ডাউন ও বেসিন বসানো হয়েছে। তবে টয়লেট ব্লকের মেঝেতে টাইলস বসানোর ক্ষেত্রে স্লোপিং সঠিক হয়নি। ফলে প্রবেশ পথে পানি জমে থাকে।	১৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিক পানির ট্যাংক (গাজী) বসানো হয়েছে।

ঢাকার সূত্রাপুর থানার সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের পুরাতন টিনসেড বিল্ডিং যেখানে স্যাঁতস্যাতেঁ পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়।

সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের বিদ্যমান দোতলা ভবনের ওপর নির্মিত ৩য় ও ৪র্থ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

সারণী-৩৫: কলেজে মোট জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ (শতাংশ)	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫১-১০০	১	৪.১৭%			১	২%
১০১-১৫০	৪	১৬.৬৭%	১	৩.৮৫%	৫	১০%
১৫১-২০০	৩	১২.৫০%	১	৩.৮৫%	৪	৮%
২০১-২৫০	৩	১২.৫০%	২	৭.৬৯%	৫	১০%
২৫১-৩০০	১	৪.১৭%	৪	১৫.৩৮%	৫	১০%
৩০১-৩৫০	৪	১৬.৬৭%	৫	১৯.২৩%	৯	১৮%
৩৫১-৪০০	১	৪.১৭%	২	৭.৬৯%	৩	৬%
৪০১-৪৫০	১	৪.১৭%			১	২%
৪৫১-৫০০	২	৮.৩৩%			২	৪%
৫০১-৫৫০	১	৪.১৭%	২	৭.৬৯%	৩	৬%
৫৫১-৬০০			১	৩.৮৫%	১	২%
৬০১-৬৫০			১	৩.৮৫%	১	২%
৬৫১-৭০০			১	৩.৮৫%	১	২%
৭০১-৭৫০	১	৪.১৭%	১	৩.৮৫%	২	৪%
৭৫১-৮০০						
৮০১-৮৫০	২	৮.৩৩%	৫	১৯.২৩%	৭	১৪%
মোটঃ	**২৪**	**১০০%**	**২৬**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**

নমুনায়িত আরবান ও রুরাল কলেজের নিজস্ব জমি সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রুরাল কলেজের নিজস্ব জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে আরবান কলেজের নিজস্ব জমির পরিমাণ থেকে বেশি। নমুনায়িত ২৪টি আরবান কলেজের মধ্যে ৮০১-৮৫০ শতাংশ জমি আছে এরূপ আরবান কলেজের হার ৮.৩৩% (২টি)। অন্যদিকে সম পরিমাণ জমি আছে ১৯.২৩% (৫টি) রুরাল কলেজের, ৫১-১৫০ শতাংশ জমি আছে এমন আরবান কলেজের হার ২০.৮৩% (৫টি) এবং রুরাল কলেজের হার ৩.৮৫% (১টি)। প্রতি আরবান কলেজের নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৩৩৩.৮৩ শতাংশ এবং রুরাল কলেজের নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৬১১.৪১ শতাংশ।

সারণী-৩৬: কলেজ লাইব্রেরিতে বই, পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকের দৈনিক গড় সংখ্যা

	আরবান		রুরাল	
	সংখ্যা/পরিমাণ	গড়	সংখ্যা/পরিমাণ	গড়
বইয়ের সংখ্যা	৭৮৭৯০	৩২৮২	৭২৮৯৫	২৮০৩
দৈনিক পাঠক সংখ্যা	২৩৩৮	৯৭	১৪৪০	৫৫
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	১২৩০৫	৫১২	৫৯৫৯	২২৯
অনুমোদিত শিক্ষক পদ সংখ্যা	৯৪৭	৩৯.৪৬	৯৯৪	৩৮.২৩
নিয়োজিত শিক্ষক পদ সংখ্যা	৯৩১	৩৮.৭৯	৯২৯	৩৫.৭৩
কলেজে জমির পরিমাণ (শতাংশ)	৮০১১.৯২	৩৩৩.৮৩	১৫৮৯৬.৬৬	৬১১.৪১

সারণী-৩৭: একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিমাপে প্রাপ্ত তথ্য

কলেজের নাম	পরিমাপকৃত অংশ	নকশা অনুযায়ী মোট আয়তন (ফুট)	আরবান নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে			রুরাল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে		
			হ্যাঁ	না	মোট	হ্যাঁ	না	মোট
৪/৫ তলা ভিতসহ দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ	করিডোর	৯৯´-৬˝ X ৬´-১০˝	২২ ১০০%	-	২২ ১০০%	২৬ ১০০%	-	২৬ ১০০%
	আইসিটি ক্লাসরুম	২৪´-০˝ X ২৪´-০˝	২২ ১০০%	-	২২ ১০০%	২৬ ১০০%	-	২৬ ১০০%
	রুফটপ	১০০´-৬˝ X ৩৫´-২˝	২২ ১০০%	-	২২ ১০০%	২৬ ১০০%	-	২৬ ১০০%
বিদ্যমান দোতলা একাডেমিক ভবনের ৪ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	করিডোর	৯৯´-৬˝ X ৬´-১০˝	১ ১০০%	-	১ ১০০%	-	-	-
	আইসিটি ক্লাসরুম	২৪´-০˝ X ২৪´-০˝	১ ১০০%	-	১ ১০০%	-	-	-
	রুফটপ	১০০´-৬˝ X ৩৫´-২˝	১ ১০০%	-	১ ১০০%	-	-	-

নমুনায়িত প্রতিটি আরবান এবং রুরাল কলেজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহকালে নির্মাণাধীন/নির্মিত কলেজের একাডেমিক ভবনের দোতলার করিডোর, আইসিটি ক্লাসরুম এবং রুফটপ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কি-না তা যাচাই করার জন্য সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নমুনাভুক্ত ৫০টি কলেজের একাডেমিক ভবন একই আয়তন এবং একই স্থাপত্য নকশা বিশিষ্ট। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী একাডেমিক ভবনের করিডোরের আয়তন ৯৯´-৬˝ X ৬´-১০˝ ফুট, আইসিটি ক্লাসরুমের আয়তন ২৪´-০˝ X ২৪´-০˝ ফুট এবং রুফটপের আয়তন ১০০´-৬˝ X ৩৫´-২˝ ফুট। পরিমাপে প্রাপ্ত তথ্য অনুমোদিত নকশার সাথে তুলনা করে দেখা গেছে, নমুনায়িত শতভাগ কলেজের পরিমাপকৃত অংশ অর্থাৎ করিডোর, আইসিটি ক্লাসরুম, রুফটপ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ১টি কলেজের একাডেমিক ভবনের ছাদ এখনো নির্মাণ করা হয়নি। এ কারণে উক্ত ভবনের করিডোর, আইসিটি ক্লাস রুম ও রুফটপ পরিমাপ কর যায়নি।

৪.৭ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion):

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৬টি জেলায় মোট ৬টি দলীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ৬টি জেলা হচ্ছে- মানিকগঞ্জ, নাটোর, রংপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। নমুনায়িত কলেজের একাডেমিক ভবনে দলীয় আলোচনাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় আলোচনাতে যেসব প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছে- সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ, কলেজের আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কলেজ গভর্ণিং বডির প্রতিনিধি, ছাত্র/ছাত্রী, ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক এবং স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে প্রতিটি দলগত আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক দলগত আলোচনায় উপস্থিত থেকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন।

দলগত আলোচনা সভার শুরুতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর দলগত আলোচনার উদ্দেশ্য সকলকে অবহিত করে "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য, কার্য পরিধি, প্রকল্প ব্যয়, প্রকল্পের মেয়াদকাল, প্রকল্পের অর্থায়ন ব্যবস্থা, প্রকল্পের অধীনে এলাকা ভেদে নির্মাণ কাজের (৪ তলা, ৫তলা ও ৮ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ) বর্ণনা, আইসিটির ওপর বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি/ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, স্মার্ট ক্লাস রুম, আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করা হয়। প্রকল্পের বর্ণনা দেয়ার পর প্রকল্পের ওপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মতামত আহবান করা হয়।

খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার দিবা-নিশি ডিগ্রি কলেজে দলগত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বক্তব্য রাখছেন

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজে দলগত আলোচনায় মত বিনিময় করছেন অতিথিবৃন্দ

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ প্রকল্পটির বিস্তারিত কার্যক্রম শুনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সরকারি অর্থায়নে এত বড় ধরনের একটি প্রকল্প, যার মোট ব্যয় প্রায় ৬০০০.০০ (ছয় হাজার) কোটি টাকা, তা তাদের জানা ছিল না। এমনকি কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কলেজ গভর্ণিং বডির সদস্য, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে অবহিত ছিলেন না বলে জানান। সরকারের আইসিটি বিষয়ে এ ব্যাপক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দলগত আলোচনা সভায় বর্ণনা করার জন্য দলগত আলোচনা সভার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করে কলেজ অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক প্রতিনিধি বলেন যে, বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের মত আইসিটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি আব্যশিক বিষয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সার্ভারসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপিত হলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সঠিকভাবে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং এতে তাদের লেখা-পড়ার মানও উন্নত হবে। তারা বলেন, সরকারের তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হলে ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর সুফল পাওয়া যাবে। কারণ আজকের প্রশিক্ষিত ছাত্ররা আগামী সমাজের নেতৃত্ব দিবে।

আইসিটি বিষয়ে বর্তমানে বিভিন্ন কলেজে যেভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ানো হচ্ছে তা মানসম্মত নয় বলে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের মধ্য হতে বলা হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আইসিটি যন্ত্রপাতির অভাব বলে উল্লেখ করেন। সভায় বলা হয়, প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে ব্যবহারিক ক্লাস সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবনের কাজ সম্পন্ন ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করার অনুরোধ জানান। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে অনেকেই জানান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে (টিটিসি) যে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। যেমন- খুব তাড়াহুড়ো করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করা হয়, যার ফলে কোর্সের অনেক বিষয় তারা আয়ত্ত করতে পারে না। এছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতিও নেই এবং যেগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ পুরনো মডেলের। তারা প্রশিক্ষণ মেয়াদ ১২ দিন হতে বৃদ্ধি করে ২৫ দিন করার মত ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণ ভাতা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ মতামত রেখেছেন। তারা বলেছেন, প্রশিক্ষণ ভাতা ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করা যৌক্তিক হবে।

মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় জরিনা ডিগ্রি কলেজে দলগত আলোচনায় মত বিনিময় করছেন অতিথিবৃন্দ

রংপুর জেলার সদর থানার সমাজকল্যাণ বিদ্যাপিথি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ

প্রতি কলেজ হতে বর্তমানে ৩ জন করে বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে প্রতি কলেজ হতে কম পক্ষে ৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনার পক্ষে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। সভায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৫ দিনের একটি রিফ্রেসার্স কোর্স প্রবর্তনের অনুরোধ করা হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, প্রতি কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা যদি কলেজের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, তাহলে পর্যায়ক্রমে ঐ কলেজের সকল শিক্ষকরা আইসিটি প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবেন। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে অধ্যক্ষের তরফ হতে উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রকল্পের অধীনে একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং আইসিটি ল্যাব স্থাপনের পর এর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় মত ব্যক্ত করা হয় যে, আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কাজেই এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য সরকারিভাবে কোন ব্যবস্থা থাকবে কি-না অনেকেই জানতে চান। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এবং যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে কোন সমস্যা হবে না। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে আইসিটি ল্যাব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার বলে সভায় মত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় আরো বলা হয় যে, যেসব ভবনে ইতোমধ্যে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের জন্য আইসিটি ক্লাস কক্ষের দেয়ালের সাথে যে ব্লাক বোর্ড করা হয়েছে, সেটিতে সাদা চক ডাষ্টার ব্যবহার হবে। এতে ক্লাসে যে ধুলোবালি সৃষ্টি হবে যা আইসিটি মূল্যবান যন্ত্রপাতির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে ব্লাক বোর্ডের পরিবর্তে সাদা বোর্ড ব্যবহারের ব্যবস্থা করার পক্ষে মতামত পাওয়া যায়। প্রকল্পের অধীনে ১৫০০টি কলেজে আসবাবপত্র (হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চ) দেয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৪০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। আসবাবপত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে উপস্থিত সকলেই এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং অতি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে কলেজ নির্বাচনপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসবাবপত্র সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের সরকারের পক্ষ হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের নিকট হতে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষক সমাজকে পাঠদানের ক্ষেত্রে আরো আন্তরিক এবং সক্রিয় হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞানের প্রসার সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকারের এই কর্মসূচি সম্পর্কে উপকার ভোগীদের নিয়ে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম করা যেতে পারে।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কোটালীপাড়া কাজী মন্টু কলেজে দলগত আলোচনায় মত বিনিময় করছেন অতিথিবৃন্দ

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের পক্ষ থেকে সরকারের এ কর্মসূচিকে স্বাগত জানানো হয়। তারা বলেন যে, প্রস্তাবিত আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য প্রযুক্তির ওপর তাত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান সঠিকভাবে অর্জন করতে পারবে যা তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে যে উন্নতমানের এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হবে, সে ল্যাবরেটরি যাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসুক ব্যক্তিরাও ব্যবহার করে উপকার পেতে পারে (প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়ে) সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রেখে আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করার আহাবান জানান।

দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশ

(১) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপন একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ;
(২) আইসিটি ল্যাবের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি করে পদ সৃষ্টি;
(৩) আইসিটি ল্যাবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা;
(৪) আইসিটি ল্যাব স্থাপন দ্রুত বাস্তবায়ন করা;
(৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
(৬) ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি উৎসুক ব্যক্তিরাও যাতে আইসিটি ল্যাব ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(৭) আইসিটি কক্ষের জন্য শীতাতপ যন্ত্রের ব্যবস্থা করা;
(৮) অধিকসংখ্যক কলেজ শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণের আওতায় আনা;
(৯) কলেজের অধ্যক্ষেরও আইসিটির ওপর প্রশিক্ষণ নেয়া দরকার;
(১০) আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদেরকে পাঠদানে আরও মনোযোগী হতে হবে;
(১১) আইসিটি প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ও প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা;
(১২) তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
(১৩) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ। কিন্তু কাজের ধীর গতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ;
(১৪) আসবাবপত্র জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
(১৫) কলেজ শিক্ষকদের উন্নতমানের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান;
(১৬) প্রকল্পভুক্ত কলেজ ছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদেরকে এই প্রকল্পের অধীনে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

৪.৮ টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ:

প্রকল্পের অধীনে মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকিউরমেন্ট রুলস PPR-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করার বিষয়টি নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পরিধিতে উল্লেখ আছে। এ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে PPR-২০০৮ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণীত ছক অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাদি এবং টেন্ডার সম্পর্কিত দলিলাদি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা কালে পিপিআর-২০০৮ এ উল্লিখিত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিভিন্ন ধাপ/stageগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না বা কোন ব্যত্যয় ঘটেছে কি-না সেগুলো যাচাই-বাচাই করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ২টি দরপত্রের প্রক্রিয়াকরণ তথ্যাদি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

দরপত্রের নামঃ **৪ তলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ) ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, সদর উপজেলা, জেলাঃ নোয়াখালী।**

দরপত্রটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৩৪,৪৩,২৭৫.০০ (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকা। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বহুল প্রচলিত ২টি সংবাদপত্রে "দি ইনডিপেনডেন্ট" (১০/০৩/২০১৩) এবং "দৈনিক কালের কণ্ঠ" (০৯/০৩/২০১৩) দরপত্রটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া Central Procurement Technical Unit (CPTU)-এর ওয়েব সাইটেও দরপত্রটি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ছিল ২৭/০৩/২০১৩ এবং দরপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ছিল ২৮/০৩/২০১৩ অর্থাৎ দরপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯ দিন সময় দেয়া হয়েছে, যা PPR-২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দরপত্র খোলা হয় ২৮/০৩/২০১৩ তারিখে, মোট ৫টি প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র জমা দেয়া হয়। দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলঃ (ক) মেসার্স মুসা কনস্ট্রাকশন, (খ) মেসার্স নাহিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যান্ড বিল্ডার্স, (গ) মেসার্স লিবারটি ট্রেডার্স, (ঘ) মেসার্স শাহিন ট্রেডার্স, (ঙ) মেসার্স ঢাকা মেটাল।

দরপত্র জমাদানকারী ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান যথা- মেসার্স শাহিন ট্রেডার্স এবং মেসার্স ঢাকা মেটাল রেসপনসিভ দরপত্র হিসেবে গৃহীত হয় এবং অপর ২টি নন-রেসপনসিভ দরপত্র হিসেবে বাতিল করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২/০৪/২০১৩ তারিখে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর (সংশ্লিষ্ট জোন) সভাপতিত্বে গঠিত এ কমিটির সভায় জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বাইরের কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে কমপক্ষে ২ জন সদস্য থাকার কথা রয়েছে।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত Comparative Statement (CS) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট প্রেরিত হলে প্রণীত সিএস মূল্যায়ন করে ১২/০৫/২০১৩ তারিখে মেসার্স ঢাকা মেটালকে চূড়ান্ত দরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ১৯/০৫/২০১৩ তারিখে এবং ১০/০৬/২০১৩ তারিখে মেসার্স ঢাকা মেটাল-এর সাথে মোট ১৩৪,৪৩,২৭৫.০০ টাকা (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত পঁচাত্তর টাকা) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৭/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে (মোট সময় এক বছর ছয় মাস সাত দিন) দরপত্র অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একই দিনে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

ভবনটির নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এবং এ যাবৎ মোট ১১৮.৯১ লক্ষ টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে, যা চুক্তিমূল্যের ৮৬%। ১০/০৬/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬/০৩/২০১৪ তারিখে। স্থাপত্য ও স্ট্রাকচারাল নকশা প্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং জলাবদ্ধতার কারণে ভবন নির্মাণের লে-আউট দিতে দেরি হওয়ায় নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পিপিআর-২০০৮ এর আলোকেই দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

দরপত্রের নামঃ **৪ তলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ (পয়ঃপ্রণালী, স্যানেটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ) মানিকছড়ি গিরি মৈত্রি কলেজ, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।**

মোট ১,৩৪,৫০,০০০.০০ (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দরপত্রটি ১৮/০৩/২০১৩ তারিখে "কালের কণ্ঠ" এবং ১৭/০৩/২০১৩ তারিখে "The Daily Sun" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে দরপত্রের বিক্রয়/ক্রয় সময়সীমা ছিল ১৮/০৩/২০১৩ হতে ০৯/০৪/২০১৩ এবং দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ছিল ১০/০৪/২০১৩ পর্যন্ত। দরপত্র প্রকাশ, দরপত্র বিক্রি ও দরপত্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, দরপত্র প্রকাশিত তারিখ হতে দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত পিপিআর-২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, PPR-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র

প্রকাশের দিন হতে দরপত্র গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ১৪ দিন সময় বরাদ্দ করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিবরণীতে দেখা যায়, সিপিটিইউ-র ওয়েবসাইটে দরপত্রটি প্রকাশিত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, দরপত্রের মূল্য ১ কোটি টাকার বেশি হলে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার কথা।

মোট ৩টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র জমা দেয়া হয়। জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলঃ (ক) মেসার্স সামছুল আলম, (খ) মেসার্স রিপ এন্টারপ্রাইজ এবং (গ) মেসার্স অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা। দরপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে (১০/০৪/২০১৩ তারিখ) দরপত্র খোলা হয়। জমাদনকারী ৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দরপত্রের সাথে Tender Security না থাকার কারণে মেসার্স সামছুল আলমকে নন-রেসপনসিভ করা হয়। দরপত্র জমাদানকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএস সম্পন্ন করা হয় ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর (সংশ্লিষ্ট জোন) সভাপতিত্বে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে। সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র কমিটিতে PPR-২০০৮ অনুযায়ী বাইরের যে কোন ২টি সরকারি অফিসের প্রতিনিধি রাখার বিধান আছে এবং সেভাবেই দরপত্র কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দরপত্র কমিটি কর্তৃক সিএস প্রণীত হওয়ার পর ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক তা অনুমোদিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে মেসার্স অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা নির্বাচিত হয়। দরপত্র সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায়, একই তারিখে অর্থাৎ ১১/০৭/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর এবং একই দিনে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। মোট ১ (এক) বছর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৭/০১/২০১৬ তারিখের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করার কথা কার্যাদেশে বর্ণিত থাকলেও উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। এ সময় পর্যন্ত মোট ৮৭,২৯,৫৩৭.০০ টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়।

পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে উপরোক্ত ২টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের ওপর মন্তব্য:

(১) ডিপিপি অনুযায়ী উল্লিখিত প্যাকেজ ২টির দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে OTM অনুসরণ করা হয়েছে;
(২) দরপত্র ২টি বহুল প্রচারিত ১টি ইংরেজি ও ১টি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে;
(৩) ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, নোয়াখালী-এর দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে;
(৪) মানিকছড়ি গিরি মৈত্রী কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্যাকেজের দরপত্রের মূল্য ১ কোটি টাকার অধিক হওয়া সত্ত্বেও সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়নি;
(৫) দরপত্র প্রকাশের তারিখ হতে কমপক্ষে ১৪ দিন সময় রেখে দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে;
(৬) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বাইরের ২টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন;
(৭) ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, নোয়াখালী-এর দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ হতে ২৪ দিন পরে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়;
(৮) মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) গিরি মৈত্রী কলেজের দরপত্র গ্রহণের ১ মাস ২৬ দিন পর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যায় - ৫

৫। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Major Findings)

৫.১ প্রকল্পের ১ম ৩ বছরে আরএডিপিতে মোট ৪৫৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যা ঐ সময় পর্যন্ত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত টাকার (১২০৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা) ৩৮% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৯% মাত্র;

৫.২ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দসহ আরএডিপিতে মোট ৯৯২৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮%। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৪২৮.০৪ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের ৮৪% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫%;

৫.৩ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ১০৮৪টি কলেজের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬৬টির নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ৭১৮টির নির্মাণ কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে, যার মধ্যে ২৩২টির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৬% থেকে ৯৯%এর মধ্যে;

৫.৪ নির্মাণ খাতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৮২১৫০.০০ লক্ষ টাকা, যা এ খাতে ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত খাতে বরাদ্দের ৪০% এবং আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দের ১৯%;

৫.৫ নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ২৭টির নির্মাণ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে (কার্যাদেশে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে ১৬টি সহ)। অবশিষ্ট ২২টির নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, ১টি কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। ১টি কলেজের দরপত্র মূল্য ১ কোটি টাকার অধিক হওয়া সত্ত্বেও CPTU-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।

৫.৬ ৫০% (৯ জন) আরবান এবং ৩৭.৫০% (৬ জন) রুরাল কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী জানান, উচ্চ মাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষা থাকার কারণে কাজ বন্ধ রাখতে হয় বলে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়না। ঠিকাদারের অবহেলা/গাফিলতির জন্য নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায় বলে জানিয়েছেন ৬% প্রকৌশলী;

৫.৭ বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নির্মাণ সাইট পেতে বিলম্ব হয়। এ কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা যায় না এবং সমাপ্ত করা যায় না। এরূপ বলেছেন ২২.২২% (৪ জন) আরবান এবং ১৮.৭৫% (৩ জন) রুরাল কলেজ সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী;

৫.৮ ২টি কলেজের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত স্থানীয় বালির FM test, ২টি কলেজে ব্যবহৃত মোটা বালির FM test, ২টি কলেজে water absorption test of bricks-এর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ২টি কলেজের compressive test of concrete-এর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে;

৫.৯ ২টি কলেজে নির্মাণ নকশা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়নি এবং ৩টি কলেজে নবনির্মিত শ্রেণিকক্ষে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে;

৫.১০ নমুনায়িত ১০০% কলেজে সরেজমিনে পরিমাপে নকশা অনুযায়ী করিডোর, রুফটপ ও শ্রেণিকক্ষের আয়তন সঠিক পাওয়া গেছে;

৫.১১ আরডিপিপিতে বর্ণিত নির্মাণ নকশা মোতাবেক একটি কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়নি;

৫.১২ ৫৪% (২৭ জন) অধ্যক্ষ, ৩৬% (১৮ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ৬৪% (৩২ জন) সহকারী প্রকৌশলী নির্মাণ কাজের মান খুব ভাল হয়েছে বলে মনে করেন;

৫.১৩ ১টি কলেজেও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। ৯২৪ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ২১%;

৫.১৪ ৪৬% (২৩ জন) আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক জানিয়েছেন, টিটিসি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৯.৫০% (১৬ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেছেন তাড়াহুড়ো করে/ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়;

৫.১৫ ৯৬% (৪৮ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান মেয়াদকাল যথাযথ নয় বলে মনে করেন এবং এর মধ্যে ৪৫.৮৬% (২২ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ৩০-৩৫ দিন বৃদ্ধির কথা বলেছেন;

৫.১৬ ৬৪.২৯% (৯ জন) আইসিটি প্রশিক্ষক মনে করেন যে, প্রকল্পের অধীনে বর্তমান আইসিটি প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১২ দিন যথাযথ নয় এবং তাদের মধ্যে ৮৮.৮৯% (৮ জন) মনে করেন যে, প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১৫-২০ দিন করা যেতে পারে;

৫.১৭ ৭০% (৩৫ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক জানিয়েছেন, আইসিটি পাঠদানের জন্য আলাদা কোন শ্রেণিকক্ষ নেই;

৫.১৮ আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকরি করার জন্য ৯২% (৪৬ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপনের সুপারিশ করেছেন;

৫.১৯ আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম আরো কার্যকরি করার জন্য ৯৪% (২৩ জন) ছাত্র-ছাত্রী আইসিটি যন্ত্রপাতিসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপনের সুপারিশ করেছেন;

৫.২০ ৮৬% (৪৩ জন) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আইসিটি ব্যবহারিক শিক্ষা দানের জন্য প্রতিটি কলেজে ১ জন করে Demonstrator নিয়োগের সুপারিশ করেছেন;

৫.২১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান বরাদ্দকৃত অর্থ যথার্থ নয় মনে করেন ৭১.৪৩% (১০ জন) আইসিটি প্রশিক্ষক এবং এদের মধ্যে ৬০% (৬ জন) শিক্ষক প্রশিক্ষণ বরাদ্দ ৪-৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছেন;

৫.২২ ২১.৪৩% (৩ জন) আইসিটি প্রশিক্ষক মনে করেন প্রশিক্ষণ আরও কার্যকরি করার জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একটি করে ল্যাপটপ বরাদ্দ করা দরকার;

৫.২৩ প্রকল্পের আওতায় ১৫০০টি কলেজের মধ্যে ৪০টি কলেজের প্রতিটিতে ৯০টি হাই বেঞ্চ ও ৯০টি লো বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়েছে। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজে (৪টি আরবান ও ৭টি রুরাল) আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;

৫.২৪ প্রকল্পভুক্ত আরবান কলেজের নিজস্ব জমির গড় পরিমাণ ৩৩৩.৮৩ শতাংশ এবং রুরাল কলেজের গড় পরিমাণ ৬১১.৪১ শতাংশ। ৮০১-৮৫০ শতাংশ জমি আছে এরূপ আরবান কলেজের হার ৮.৩৩% এবং রূরাল কলেজের হার ১৯.২৩%;

৫.২৫ প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে ৬২% আরবান কলেজে এবং ৭৬.৯৩% রুরাল কলেজে সরকারি অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণকালে নমুনাভুক্ত আরবান কলেজের গড় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪১৫ জন এবং রুরাল কলেজের গড় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৯৭ জন;

৫.২৬ নমুনায়িত অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, আইসিটি প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রকৌশলীদের মধ্যে সকলেই (১০০%) বলেছেন, প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি প্রশিক্ষণের ফলে চাকুরি/আত্ম-কর্মসংস্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুযোগ/ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে;

৫.২৭ কলেজ অধ্যক্ষদেরকেও আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার এবং

৫.২৮ প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদেরকে এ প্রকল্পের অধীনে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬

৬। নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

ক্রঃনং	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ
	ডিপিপি ও আরডিপিপি বরাদ্দঃ	
৬.১	**আরডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রদান না করাঃ** প্রকল্পের সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। কিন্তু এ প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, তাতে প্রকল্পের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের ১ম ও ২য় বছরে (২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ডিপিপিতে নির্ধারিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৬.৭৫% অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ আছে ৪৪৪০৫.০০ লক্ষ টাকা, যা আরডিপিপিতে উক্ত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের ২৭.৫৬%। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম অর্থ বরাদ্দ দেয়ার কারণে শুরু হতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়েছে।	৬.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০১৮) সমাপ্ত করার লক্ষ্যে আগামী ৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (২০১৬-২০১৯) প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ (৪৫৫৯১৯.৩০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি। প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ আগামী ৩টি এডিপিতে বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে এখন হতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
৬.২	**নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্নকরণে অনিশ্চয়তাঃ** প্রকল্পের সংশোধিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষ হবে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে। অর্থাৎ অনুমোদিত মেয়াদকাল শেষ হতে অবশিষ্ট আছে ২ বছর ৭ মাস। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের কোনটিরই আরডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে তেমন উল্লেখযোগ্য বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। এ অবস্থায় প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ চলমান অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ছাড়াই ৪৫৫৯১৯.৩০ লক্ষ টাকা আগামী ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এ ৩টি এডিপি'তে বরাদ্দ প্রদান করা না হলে অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং তাতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।	৬.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের MTBF-এর বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রেখে যৌক্তিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ এবং চলমান এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করে অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা।
	নির্মাণ সম্পর্কিতঃ	
৬.৩	**স্থাপত্য নকশা ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়নে বিলম্বঃ** প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৭৬.৫৩% নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। তাই নির্মাণ কাজের অগ্রগতির ওপর প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মাণ কাজে স্থাপত্য নকশা ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়নে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নমুনাভুক্ত ৫০টি কলেজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৫টি (১০%) কলেজে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (জোনাল অফিস) নির্মাণ নকশা পায় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ প্রকল্প শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় হতে প্রায় দেড় বছর পরে। এসব কারণে নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করতে বেশ বিলম্ব হয়েছে।	৬.৩ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর (জোনাল অফিস) নিকট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে নির্মাণ নকশা প্রেরণে বিলম্ব প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিকট নির্মাণ নকশা সময়মত প্রেরণ করার বিষয়ে তৎপর থাকা।
৬.৪	**নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট না করাঃ** নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখতে হলে নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট ফলাফল স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হতে যাতে কম না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে ২টি কলেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে compressive strength test of concrete, ৪টি কলেজের water absorption test of bricks এবং ২টি কলেজে FM test of local sand ও coarse sand ল্যাবরেটরি টেস্ট না করেই নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্মাণ বিধিমালার পরিপন্থী।	৬.৪ ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ, বালিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ, শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ এবং মঈনুল হক কলেজের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামাল (local and coarse sand, concrete, bricks)-এর ল্যাব টেস্ট না করে নির্মাণ কাজে ব্যবহারের বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ক্রঃনং	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ
৬.৫	**মোজাইক ও দরজা নির্মাণ কাজ মানসম্মত নয়ঃ** নমুনায়িত কলেজসমূহের মধ্যে ঢাকার সূত্রাপুরে সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজে বিদ্যমান ভবনের তিনতলা ও চার তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের গুণগত মান ভাল হয়নি। দেয়াল প্লাস্টার মসৃণ হয়নি, দেয়ালে রং-এর কাজ সঠিকভাবে করা হয়নি। দেয়ালের সাথে নির্মিত ব্লাকবোর্ডও মসৃণ হয়নি। মানিকগঞ্জে জরিনা ডিগ্রি কলেজের দরজায় ব্যবহৃত মেহগনি কাঠের মান ভাল নয়। দরজার পাল্লা মসৃণ হয়নি। দরজা-জানালায় ব্যবহৃত ছিটকানী ও লক নিম্নমানের। মইনুল হক কলেজ, সুনামগঞ্জ-এর ফ্লোর মোজাইক ভাল হয়নি। সঠিকভাবে মসৃণ করা হয়নি এবং অনেক জায়গায় ছোট ছোট গর্ত দেখা গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রির কলেজের টয়লেট ব্লকে সঠিকভাবে স্লোপিং করে টাইলস বসানো হয়নি। ফলে টয়লেট ব্লকের অভ্যন্তরে প্রবেশ পথে পানি জমে থাকে। এ কলেজে মেঝের মোজাইক কাজও মানসম্মত হয়নি। সঠিকভাবে মোজাইক কাটা হয়নি। দরজার পাল্লার নীচের অংশে মেঝের থেকে উপরের দিকে প্রায় দেড় ইঞ্চি ফাঁকা। আলগা কাঠ দিয়ে ফাঁকা বন্ধ করা হয়েছে যা দেখতে দৃষ্টি কটু।	৬.৫ যে সমস্ত কলেজ (সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ, জেরিনা ডিগ্রি কলেজ, শহীদ সরদার শাহজাহান উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ, মইনুল হক কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ) নির্মাণ কাজে (মোজাইক, প্লাস্টার, দরজা) ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে, ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে তা পুনঃনির্মাণ, সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর প্রকৌশলী কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন/তদারকি জোরদার করা।
৬.৬	**আরডিপিপিতে বর্ণিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ না করাঃ** ডিপিপি/আরডিপিপি উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে যে, উপকূলীয় (Coastal) এলাকার কলেজের ভবনসমূহে ই-টাইপ ভবন অর্থাৎ ৪ তলার ভিতসহ ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে যার নিচ তলা খোলা থাকবে এবং ২য় তলা ও ৩য় তলা শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেট ব্লক থাকবে। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা উপকূলীয় এলাকা হিসেবে আরডিপিপিতে চিহ্নিত করা আছে এবং সে অনুসারে কয়রা-তে ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট নিচতলা খোলাসহ ৩ তলা ভবন নির্মাণ করার কথা। কিন্তু কয়রাতে সমতল ভূমির ন্যায় ৪ তলা ভিতসহ দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, বিগত ২০/২৫ বছরে এখানে কোন জলোচ্ছাস হয়নি। তাছাড়া নির্মাণ সাইট সমতল ভূমি হতে উঁচু হওয়ার কারণে সমতল ভূমির জন্য প্রযোজ্য নির্মাণ নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে জানা গিয়েছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে পরিবর্তিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	৬.৬ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজে নকশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি-না বিষয়টি খতিয়ে দেখা।
৬.৭	**আইসিটি কক্ষের দেয়ালে ব্লাকবোর্ড নির্মাণঃ** ইতোমধ্যে নির্মিত একাডেমিক ভবনসমূহের দোতলায় একটি করে আইসিটি ক্লাসরুম নির্মাণ করা হয়েছে। আইসিটি যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাবল ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। তবে আইসিটি ক্লাসরুমের ভেতরে দেয়ালের সাথে ব্লাকবোর্ড নির্মাণ করা যথাযথ হয়নি বলে মনে হয়। আইসিটি ল্যাবে উন্নতমানের এবং স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি থাকবে। এ ব্লাকবোর্ডে সাদা চক ব্যবহারে যে ধূলা (Dust) সৃষ্টি হবে, তা আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষতির কারণ হতে পারে।	৬.৭ আইসিটি ক্লাস রুম ধূলা মুক্ত রাখার জন্য দেয়ালের সাথে নির্মিত ব্লাক বোর্ডের পরিবর্তে সাদা বোর্ড ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। যেসমস্ত কলেজে আইসিটি ক্লাসরুমে এখনো ব্লাকবোর্ড নির্মাণ করা হয়নি, সে সকল কলেজের আইসিটি ক্লাসরুমে ব্লাক বোর্ড নির্মাণ না করার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে;
৬.৮	**শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে নির্মাণ নকশা অনুসরণ না করাঃ** নির্মাণ নকশা অনুযায়ী দোতলা ভবনের প্রতি তলায় ৩টি করে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করার কথা। কিন্তু ২টি কলেজে ভবন নির্মাণে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কাজী মন্টু কলেজ ও সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মইনুল হক কলেজে ২টি শ্রেণিকক্ষ একত্রিত করে ১টি শ্রেণিকক্ষ করা হয়েছে।	৬.৮ সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মইনুল হক কলেজে ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কাজী মন্টু কলেজে নির্মাণ নকশা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ নির্মিত না হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে নির্মাণ কাজে অনুমোদিত নকশা প্রতিপালনে কোন প্রকার ব্যত্যয় যেন না হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

ক্রঃনং	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ
৬.৯	**জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণে অর্থের অপচয়ঃ** মূল প্রকল্পে প্রতি কলেজের ভবিষ্যতে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সংস্থান রেখে ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলার ভিত দিয়ে ১ম তলা ও ২য় তলা নির্মাণ করার সংস্থান ছিল এবং এভাবেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজের ভিত অনুযায়ী ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলা নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ইতোমধ্যে বহু ভবনের দোতলার ছাদে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণ করা হয়েছে। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী ৪ তলা, ৫ তলা ও ৮ তলা নির্মাণ করতে প্রতিটি ভবনেরই জলছাদ ও চিলেকোঠা ভাঙতে হবে। এতে একদিকে যেমন প্রতি কলেজ ভবনে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণে প্রায় ৬-৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং তেমনি এগুলো ভাঙতেও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়টি মূল প্রকল্প গ্রহণের সময় বিবেচনায় রাখা হলে এ অহেতুক ব্যয় হতো না।	৬.৯ নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবনের দোতলার ছাদে যাতে জলছাদ ও চিলেকোঠা নির্মাণ করা না হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে;
৬.১০	**নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ঠিকাদারের গাফিলতিঃ** নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নমুনায়িত ৫০টি কলেজের মধ্যে দেখা গেছে ৩৪টি কলেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়নি। যেসব কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি তার মধ্যে ঠিকাদারের গাফিলতি এক অন্যতম কারণ। নমুনায়িত প্রকৌশলীদের মধ্যে ৬% প্রকৌশলী জানিয়েছেন ঠিকাদারের গাফিলতি/ অবহেলার কারণে নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয় না। নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, দরপত্রের মূল্য ১ কোটি টাকার বেশি হওয়া সত্ত্বেও সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের দরপত্র সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে।	৬.১০ কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে। ভবিষ্যতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে দরপত্রের মূল্য ১ কোটি টাকার বেশি হলে তা সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
	<u>আইসিটি ল্যাবঃ</u>	
৬.১১	**আইসিটি ল্যাব স্থাপন না করাঃ** প্রতিটি কলেজ ১টি করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন, প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ। প্রকল্প মেয়াদের ৪ বছর প্রায় অতিবাহিত হতে চলেছে। কিন্তু ১টি কলেজেও আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ কম দেয়ার কারণে নির্মাণ কাজ পিছিয়ে পড়ে, যার ফলে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়নি। এছাড়া ডিপিপিতে আইসিটি যন্ত্রপাতির যে স্পেসিফিকেশন উল্লেখ ছিল, তা পরিবর্তন করে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নতমানের এবং আরও কিছু নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নেয়ায় সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫০টি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক কার্যক্রমগুলো (যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরি, টেন্ডার সিডিউল প্রস্তুতকরণ) সম্পন্ন করা হয়নি।	৬.১১ প্রকল্পের প্রায় ৪টি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে এবং ইতোমধ্যে ৩৬৬টি কলেজের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণরূপে শেষ হয়েছে (ডিপিপি অনুযায়ী) তাই এ সকল কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার। চলমান বছরে পরিকল্পনা মাফিক যাতে ৫০টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা যায়, সে লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া অতি জরুরি ভিত্তিতে শুরু করা দরকার।
৬.১২	**আইসিটি ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিক নির্দেশনাঃ** প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তির ওপর যুগোপযোগীভাবে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হবে। কিন্তু ল্যাব স্থাপন শেষে বিশেষ করে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এসব ল্যাবের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে হবে, সে বিষয়ে আরডিপিপিতে কোন দিক-নির্দেশনা নেই। এতে প্রকল্প সমাপ্তির পর আইসিটি ল্যাবরেটরির সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা দেখা দিতে পারে।	৬.১২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর আইসিটি ল্যাব পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও sustainability অর্জনের জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কলেজকে সম্পৃক্ত রেখে আইসিটি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে

ক্রঃনং	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ
		ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
৬.১৩	**আইসিটি ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য Demonstrator নিয়োগ না করাঃ** তথ্য প্রযুক্তি একটি ব্যবহারিক জ্ঞান নির্ভর (practical oriented) বিষয়। তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে একটি আবিশ্যিক বিষয় করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য ন্যুনতম বাস্তব সুবিধাদি নেই এবং কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য Demonstrator নেই। এ কারণে আইসিটির ওপর সঠিকভাবে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকাংশে বঞ্চিত হচ্ছে।	৬.১৩ আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্য অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের মতো প্রতি কলেজে Demonstrator–এর একটি পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে;
	<u>**প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/পিআইইউঃ**</u>	
৬.১৪	**পিআইইউ-র জন্য অপর্যাপ্ত অফিস স্পেসঃ** প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২২ জন জনবল নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৯ জন। পিআইইউ-র অফিস স্থাপনের জন্য ও শিক্ষা ভবনের ৭ম তলায় ২টি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ২টি কক্ষের ১টিতে প্রকল্প পরিচালক এবং অপর কক্ষটিতে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বসেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ জায়গা খুবই অপ্রতুল। প্রকল্পের নথিপত্র, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রাখার স্থান সংকুলান সমস্যাটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ, আসবাবপত্র সংগ্রহ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের পর আরো প্রকট হয়ে দাঁড়াবে।	৬.১৪ পিআইইউ-র অফিস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্পের অনুকূলে শিক্ষা ভবনে আরো ২টি কক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা একান্ত জরুরি এবং শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা দরকার।
৬.১৫	**জনবল নিয়োগঃ** প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ২২টি পদের সমন্বয়ে গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে বর্তমানে ১১টি পদে এখনো পর্যন্ত লোক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও প্রকল্পের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।	৬.১৫ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন জোরদার করার লক্ষ্যে শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা দরকার।
৬.১৬	**নির্মিত ভবনের শ্রেণি কক্ষগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবহার না করাঃ** নির্মিত একাডেমিক ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার/শ্রেণিকক্ষের জন্য ৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু কলেজের কক্ষগুলো অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস এবং কলেজের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব কলেজের মধ্যে রয়েছে- ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ, নাটোরে বঙ্গবন্ধু কলেজ, মাদারীপুরে শহীদ সর্দার শাহজাহান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।	৬.১৬ নির্মিত একাডেমিক ভবনের শ্রেণিকক্ষে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস এবং দাপ্তরিক অফিস স্থাপন না করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
৬.১৭	**LSC (Local Supervision Committee) সভা নিয়মিত না হওয়াঃ** প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজের নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের সুপারিশসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর (সংশ্লিষ্ট কলেজের) সভাপতিত্বে গঠিত LSC-এর সভা পরিকল্পনা মাফিক হয় না। আরডিপিপিতে উল্লেখ আছে, প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজন মোতাবেক সভা করে সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	৬.১৭ LSC (Local Supervision Committee)–এর সভা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক এবং আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্পের সিটিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ করার নিয়ম মেনে চলা উচিত।
	<u>**আইসিটি প্রশিক্ষণঃ**</u>	
৬.১৮	**আইসিটির ওপর পরিচালিত প্রশিক্ষণের মানঃ** বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের (টিটিসি) মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে একই মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হলো- সব টিটিসি'তে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সম্পর্কিত একই মানের বাস্তব সুযোগ-সুবিধা (আইসিটি ল্যাব, ইক্যুইপমেন্ট, ইন্টারনেট সুবিধা, অভিজ্ঞ শিক্ষক) নেই। এ কারণে কলেজ শিক্ষকদেরকে একই মানের আইসিটি	৬.১৮ আইসিটি প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে upgrade করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি outsourcing-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ক্রঃনং	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ
	প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যেসব টিটিসিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেগুলোর মান আশাব্যঞ্জক নয়। নমুনায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকদের নিকট হতেও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন টিটিসি'র প্রশিক্ষণ মান সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেছে।	
৬.১৯	**অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা ও মেয়াদকালঃ** ১২ দিন মেয়াদী আইসিটি প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে (কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষক) যাতায়াত ভাতাসহ মোট ৭৫০০/- টাকা প্রদান করা হয়। যা বর্তমানে অপ্রতুল বলে মনে হয়। নমুনায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যেও ১০০% শিক্ষক প্রশিক্ষণ ভাতা ও প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল বৃদ্ধি করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, আরডিপিপিতে প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ১২ দিন হতে ২১ দিনে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু দৈনিক ভাতার হার ও যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা হয়নি। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	৬.১৯.১ প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল এবং প্রশিক্ষকদের সম্মানী ভাতা ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; ৬.১৯.২ রিফ্রেসার প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৬.২০	<u>**বিজ্ঞান শিক্ষাঃ**</u> **বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কমঃ** ২৪টি আরবান কলেজে ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ৭৮০৬ জন। অন্যদিকে, একই সময়ে ২৬টি রুরাল কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৩১২ জন। আরবান ও রুরাল কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে বেশ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে তুলনামূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রী অনেক কম। অর্থাৎ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ হতে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	৬.২০ বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি/ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত কলেজের মাধ্যমে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজের দরজার পাল্লার নীচের অংশ ফাঁকা, যা আলগা কাঠ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজের করিডোরের মেঝেতে নিম্নমানের মোজাইক কাজ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ১৭/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ

	সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
১.২	মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামুলক চিত্র একটি সারণীতে এবং সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি পৃথক আরেকটি সারণীতে দেখাতে হবে;	মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক চিত্র একটি সারণীতে এবং সংশোধিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থ বছরের মার্চ-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি পৃথক আরেকটি সারণীতে দেখানো হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪ ও ১৫);
২.২	মোট ৯২৪ জন শিক্ষককে কয়টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রতি ব্যাচের লক্ষ্যমাত্রা কতজন ছিল ও গড়ে প্রতি ব্যাচে কতজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছে তা একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে।	মোট ৯২৪ জন শিক্ষককে কয়টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রতি ব্যাচের লক্ষ্যমাত্রা কতজন ছিল ও গড়ে প্রতি ব্যাচে কতজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছে তা একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২১);
২.৩	শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে এবং রিফ্রেসার প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিবেদনে সুপারিশ সংযোজন করতে হবে।	শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রিফ্রেসার প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিবেদনে সুপারিশ সংযোজন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২১ ও ৬৬);
১.৫	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে রেট সিডিউল পরিবর্তনের বিষয়টি ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে রেট সিডিউল পরিবর্তনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৮);
২.১	৫০টি নমুনা কলেজের মধ্যে ৩৪টি কলেজে কার্যাদেশে বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পাদনে সর্বোচ্চ বিলম্ব, সর্বনিম্ন বিলম্ব এবং গড় বিলম্বকাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	৫০টি নমুনা কলেজের মধ্যে ৩৪টি কলেজে কার্যাদেশে বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পাদনে সর্বোচ্চ বিলম্ব, সর্বনিম্ন বিলম্ব এবং গড় বিলম্বকাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২০);
৩.০	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে Upgrade করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি Outsourcing এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ থাকবে;	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে Upgrade করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি Outsourcing-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৫);
৫.০	টেন্ডার ১ কোটি টাকার বেশি হলে সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে উল্লেখ করতে হবে মর্মে প্রতিবেদনে সুপারিশ থাকবে;	টেন্ডার ১ কোটি টাকার বেশি হলে সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৪);
১৫.২	শিক্ষা মন্ত্রালয়ের MTBF-এর বরাদ্দের বিপরীতে যৌক্তিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ এবং চলমান এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করে অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত করার সুপারিশ করতে হবে;	শিক্ষা মন্ত্রালয়ের MTBF-এর বরাদ্দের বিপরীতে যৌক্তিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ এবং চলমান এ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করে অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত করার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬২);

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ০৯/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ।

	কর্মশালার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
১.১	নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন অগ্রগতি উদ্দিষ্ট (Targeted) অগ্রগতির তুলনায় কি পর্যায়ে রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বছরের Physical ও Financial Progress শতকরা হারে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন অগ্রগতি উদ্দিষ্ট অগ্রগতির তুলনায় কি পর্যায়ে আছে, তা পর্যালোচনা করে চলতি অর্থ বছরের Physical ও Financial Progress শতকরা হারে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৫);
১.২	আইসিটি কোর্সের কারিকুলাম ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে যথাযথ তথ্য পৃথক দুটি অনুচ্ছেদে সংযোজন করতে হবে;	আইসিটি কোর্সের কারিকুলাম ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে যথাযথ তথ্য পৃথক দুটি অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২১ ও ৩৪);
১.৩	সমীক্ষায় FGD-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ছবি প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;	সমীক্ষায় FGD-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ছবি প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯);
১.৪	প্রতিবেদনে প্রকল্পের কম অগ্রগতি একটি বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্পের কম অগ্রগতি একটি বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪);
১.৫	প্রকল্প ব্যয় ১৩২% বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করে ডিপিপিটি প্রণয়নকালেই Faulty ছিল কি-না সে বিষয়ে প্রতিবেদনে Address করতে হবে;	প্রকল্প ব্যয় ১৩২% বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করে ডিপিপিটি প্রণয়নকালেই Faulty ছিল কি-না, এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৯);
১.৬	ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এবং এর sustainability অর্জনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের Involvement-এর বিষয়টি সুপারিশে সংযোজন করতে হবে;	ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এবং এর sustainability অর্জনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের Involvement-এর বিষয়টি সুপারিশে সংযোজন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৭);
১.৭	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কি-না এ বিষয়টি কিভাবে যাচাই করা হয়েছে তা প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কি-না এবং কিভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬১ ও ৬২);
২.১	শুধু অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয়েছে—নাকি আরও কোন কারণ রয়েছে, তা প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;	বিষয়টি প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪ ও ২৪);
২.২	ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে নমুনা আকারে যুক্তিসংগতভাবে বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;	ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে নমুনা আকার যুক্তিসংগতভাবে বিবেচনায় রাখা হবে;
৩	প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং তা ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটি সুপারিশ আকারে প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;	প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং তা ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৭);
৪	নকশা পরিবর্তন ও নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব Test না করার বিষয়টি যে সকল ক্ষেত্রে ঘটেছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ থাকবে;	নকশা পরিবর্তন ও নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব Test না করার বিষয়টি সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৬);
৫	টেন্ডার ১ কোটি টাকার বেশি হলে সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে না দেয়া পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয়, এ বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	টেন্ডার ১ কোটি টাকার বেশি হওয়ার পরও সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দেয়া হয়নি বিষয়টি প্যাকেজের নামসহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬২);
৬.১	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অবমুক্ত টাকার সাথে ব্যয়ের যে গড়মিল দেখা গিয়েছে, তা সংশোধন/প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ প্রদান করতে হবে;	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অবমুক্ত টাকার সাথে ব্যয়ের যে গড়মিল দেখা গিয়েছে, তা সংশোধন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪);
৬.২	প্রকল্পের কাজ সম্পাদনে বিলম্ব এবং সময় ও মূল্য বৃদ্ধির কারণ	প্রকল্পের কাজ সম্পাদনে বিলম্ব এবং সময় ও মূল্য বৃদ্ধির

	কর্মশালার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
	প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৮-৯ ও ২৪);
৭	কলেজে ল্যাব না থাকলেও পূর্ব থেকেই কলেজে আইসিটি শিক্ষক ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ ক্লাস নেয়া হত কি-না এ বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	আইসিটি ল্যাব, আইসিটি শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৩৬);
৮	DPP অনুযায়ী Tender document হয়েছে কি-না; DPP তে ICT Lab-এর কোন নীতিমালা প্রণয়নের উল্লেখ ছিল কি-না; প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১২ দিন থেকে ২১ দিন বৃদ্ধি করা যথার্থ ছিল কি-না; এ বিষয়গুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	Tender document, ICT Lab-এর নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৫০, ৬২, ৬৭);
৯	বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে বিধায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়/প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ থাকবে;	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এডিপি'তে মন্ত্রণালয়/ প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৫);
১০.১	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে নির্মাণ নকশা পরিবর্তন বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে নির্মাণ নকশা পরিবর্তন করার বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৬);
১০.২	প্রাপ্ত Test value standard value অপেক্ষা বেশি এ বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রাপ্ত Test value standard value অপেক্ষা বেশি এ বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৪৬);

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ২৬/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ।

সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
১.১ প্রতিবেদনে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সন্নিবেশ করতে হবে; ১.২ মার্চ,২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় এত কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণী অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ১.৩ একটি পৃথক সারণীতে মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের অংগভিত্তিক পরিমাণ ও প্রাক্কলনের ব্যয় বিবরণী দিতে হবে;	প্রতিবেদনে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সন্নিবেশ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪-১৫); মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় এত কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪, অনুচ্ছেদ নং ৩.২); একটি পৃথক সারণীতে মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের অংগভিত্তিক পরিমাণ ও প্রাক্কলনের বিবরণী দেওয়া হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১৪-১৫);
২.১ নমুনাভুক্ত ২৫টি জেলার কোন কোন উপজেলা থেকে কলেজ নির্বাচন করা হয়েছে তার শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক তালিকা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ২.২ কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সু-স্পষ্ট তথ্য ভিত্তিক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করতে হবে;	নমুনাভুক্ত ২৫টি জেলার কোন উপজেলা থেকে কলেজ নির্বাচন করা হয়েছে তার শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক তালিকা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৭২); কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সু-স্পষ্ট তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ১০, অনুচ্ছেদ নং ২.১ ও ২.২);
৩.১ প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টওয়ারি ব্যয় প্রাক্কলন (শতকরা হারসহ) ও প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (শতকরা হারসহ) সারণী আকারে ফাইন্ডিংস অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৩.২ কোনও কম্পোনেন্ট-এর কাজ মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করে বিলম্বের সঠিক কারণ চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস অংশে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টওয়ারি ব্যয় প্রাক্কলন (শতকরা হারসহ) ও প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (শতকরা হারসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২৩); কোনও কম্পোনেন্ট-এর কাজ মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করে বিলম্বের সঠিক কারণ চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২৪);
৪.১ প্রকল্প সংশোধনের ফলে প্রকল্পের ব্যয় ১৩২% বৃদ্ধির যৌক্তিকতার একটি বিশ্লেষণী অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	প্রকল্প সংশোধনের ফলে প্রকল্পের ব্যয় ১৩২% বৃদ্ধির যৌক্তিকতার একটি বিশ্লেষণী অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৯, ২১-২২);
৫.১ আলোচ্য প্রকল্পটির শিরোনামের সাথে অংগসমূহ এবং এর অনুকূলে বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; ৫.২ ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আরো মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে প্রকল্পটিতে যাতে গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টি প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে উল্লেখ করতে হবে;	আলোচ্য প্রকল্পটির শিরোনামের সাথে অংগসমূহ এবং এর অনুকূলে বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২১); ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আরো মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে প্রকল্পটিতে যাতে গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টি প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৯);
৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক এর Existing Challenge সমূহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক এর Existing Challenge সমূহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ২২);
৭.১ সমস্যা ও সুপারিশ অংশকে আরও মৌলিক, দিক নির্দেশনামূলক, সুনির্দিষ্ট ও শ্রেণী ভিত্তিক আকারে উপস্থাপন করতে হবে; ৭.২ কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা সমস্যা ও সুপারিশ উভয় অংশে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	সমস্যা ও সুপারিশ অংশকে আরও মৌলিক, দিক নির্দেশনামূলক, সুনির্দিষ্ট ও শ্রেণী ভিত্তিক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৬৫-৬৯); কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকা সমস্যা ও সুপারিশ উভয় অংশে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৪৪, ৬৭);
৮.১ আইসিটি বিষয়ে এ যাবত ছাত্র/ছাত্রীরা যা শিখেছে সে সম্পর্কিত Diagram-এ Legend- এর সাথে সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; ৮.২ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণী অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	আইসিটি বিষয়ে এ যাবত ছাত্র/ছাত্রীরা যা শিখেছে সে সম্পর্কিত Diagram-এ Legend- এর সাথে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৪১); কাজের গুণগতমান সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণী অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৫);
আগামী ০২-০৫-২০১৬ তারিখের মধ্যে সংশোধিত প্রতিবেদন আইএমইডি-তে দাখিল করতে হবে।	সংশোধিত প্রতিবেদন আইএমইডি-তে দাখিল করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ২১/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ।

সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
৬.১ প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করতে হবে;	৬.১ প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; (অধ্যায়-১ হতে অধ্যায়-৬)
৬.২ 'সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ' শিরোনামে একটি অধ্যায়ের অধীনে অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, আইসিটি প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং একই অধ্যায়ে তা পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	৬.২ 'সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ' শিরোনামে একটি অধ্যায়ের অধীনে অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, আইসিটি প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং একই অধ্যায়ে তা পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা: ২১-৫৮)
৬.৩ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল অংশে বর্ণিত ক্রমিক নং ১১.১ হতে ১১.৪ পর্যন্ত বাদ দিতে হবে;	৬.৩ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল অংশে বর্ণিত ক্রমিক নং ১১.১ হতে ১১.৪ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা: ৫৯)
৬.৪ ১৯ নং সারণীর তথ্যাদি একটি Bar Diagram-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং ২০ নং সারণীর-ক অংশ ও ২৬ নং সারণী বাদ দিতে হবে। তবে এ তথ্যে বিশ্লেষণের কোন এক জায়গায় থাকতে পারে;	৬.৪ ১৯ নং সারণীর তথ্যাদি একটি Bar Diagram-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ২০ নং সারণীর-ক অংশ ও ২৬ নং সারণী বাদ দেয়া হয়েছে এবং তথ্যের বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে রাখা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ৩৭)
৬.৫ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় নির্মাণ নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করার কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং সুপারিশে এ বিষয়ে মন্তব্য থাকতে হবে;	৬.৫ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় নির্মাণ নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুপারিশে এ বিষয়ে মন্তব্য রাখা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ৬২, ৬৫)
৬.৬ বিভিন্ন সারণীতে উল্লিখিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থানকৃত আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ থাকবে না; শুধুমাত্র অনুমোদিত আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ থাকবে;	৬.৬ প্রতিবেদনে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে;
৬.৭ নির্বাহী সার-সংক্ষেপ আরো সংক্ষিপ্ত করে পুর্নগঠন করতে হবে এবং ৫.১০ নং অনুচ্ছেদটি বাদ দেয়া যেতে পারে;	৬.৭ নির্বাহী সার-সংক্ষেপ আরো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং ৫.১০ নং অনুচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ১-৫)
৬.৮ বিভিন্ন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণের নিকট হতে একই ধরনের প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর সংশ্লেষ আকারে (Correlation) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্নিবেশ করতে হবে;	৬.৮ বিভিন্ন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণের নিকট হতে একই ধরনের প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর সংশ্লেষ আকারে (Correlation) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্নিবেশ করা হয়েছে;
৬.৯ যে সকল বিশ্লেষণে শুধুমাত্র শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সংখ্যাও উল্লেখ করা যেতে পারে;	৬.৯ প্রতিবেদনে তথ্য বিশ্লেষণের শতকরা হারের সাথে সাথে সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে;
৬.১০ ভূমিকা সংক্ষিপ্ত করতে হবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যক্রমের ভূমিকা সু-স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে;	৬.১০ ভূমিকা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যক্রমের ভূমিকাও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ৬)
৬.১১ অনুচ্ছেদ ২.২, অনুচ্ছেদ ২.৫-এর পরে উল্লেখ করতে হবে;	৬.১১ অনুচ্ছেদ ২.২, অনুচ্ছেদ ২.৫-এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ৮)
৬.১২ অনুচ্ছেদ ৪-এর একটি প্রধান শিরোনাম প্রদানপূর্বক এ তথ্যসমূহের আরও সু-স্পষ্টভাবে একটি পৃথক অধ্যায় আকারে উপস্থাপন করতে হবে;	৬.১২ অনুচ্ছেদ ৪-এর একটি প্রধান শিরোনাম প্রদানপূর্বক এ তথ্যসমূহ আরও সু-স্পষ্টভাবে একটি পৃথক অধ্যায় আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ২৯-৩৪)
৬.১৩ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিসেম্বর, ২০১৫ এর পরিবর্তে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখ করতে হবে;	৬.১৩ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিসেম্বর, ২০১৫ এর পরিবর্তে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে; (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ১৫-১৬)
৬.১৪ আলোচনার আলোকে Draft Reportটি সংশোধন/ পরিমার্জন করে পরামর্শক কর্তৃক যথাশীঘ্র স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থানের জন্য পেশ করতে হবে।	৬.১৪ আলোচনার আলোকে Draft Reportটি সংশোধন/ পরিমার্জন করা হয়েছে।

জেলা ও উপজেলাওয়ারী নমুনায়িত কলেজের নাম

বিভাগ	নমুনায়িত জেলা	উপজেলা	আরবান কলেজের নাম	উপজেলা	রুরাল কলেজের নাম
ঢাকা	ঢাকা	সুত্রাপুর (মেট্রো)	সলিমুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ	কেরানীগঞ্জ	কেরানীগঞ্জ ইস্পাহানী কলেজ
	মানিকগঞ্জ	সদর	বেগম জরিনা ডিগ্রি কলেজ	হরিরামপুর	বিচারপতি নুরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ
	গাজীপুর	টঙ্গী	টঙ্গী পাইলট বিদ্যালয় ও গার্লস কলেজ	শ্রীপুর	বরমী ডিগ্রি কলেজ
	মাদারীপুর	সদর	চর মুগুরিয়া কলেজ	শিবচর	নুরুল আমিন ডিগ্রি কলেজ
	গোপালগঞ্জ	সদর	লালমিয়া সিটি ডিগ্রি কলেজ	কোটালীপাড়া	কাজী মন্টু কলেজ
	উপ-মোটঃ		**৫টি**		**৫টি**
ময়মনসিংহ	জামালপুর	সদর	নন্দিনা শেখ আনোয়ার হোসেন কলেজ	সরিষাবাড়ী	বঙ্গবন্ধু কলেজ
	কিশোরগঞ্জ	সদর	আর এস আইডিয়াল কলেজ	বাজিতপুর	বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজ
	উপ-মোটঃ		**২**		**২**
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চাঁন্দগাঁও (মেট্রো)	চাঁন্দগাঁও হাজেরা তজু ডিগ্রি কলেজ	রাঙ্গুনিয়া	দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া পাদুয়া কলেজ
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ	কসবা	গোপিনাথপুর আলহাজ্ব শাহ আলম কলেজ
	খাগড়াছড়ি	-	-	দিঘিনালা	দিঘিনালা ডিগ্রি কলেজ
		-	-	মানিকছড়ি	মানিকছড়ি গিরি মৈত্রী কলেজ
	নোয়াখালী	সদর	ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজ	সেনবাগ	সেনবাগ বালিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ
	উপ-মোটঃ		**৩**		**৫**
খুলনা	কুষ্টিয়া	সদর	পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	কুমারখালী	কুমারখালী বাশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজ
	যশোর	সদর	মুক্তিযোদ্ধা কলেজ	শার্শা	বেনাপোল কলেজ
	খুলনা	দৌলতপুর (মেট্রো)	দৌলতপুর কলেজ	কয়রা	খান সাহেব কোমর উদ্দিন কলেজ
	উপ-মোটঃ		**৩**		**৩**
রাজশাহী	নাটোর	সদর	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলেজ	সিংড়া	রহমত ইকবাল ডিগ্রি কলেজ
	রাজশাহী	বোয়ালিয়া (মেট্রো)	শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান কলেজ	পবা	নওহাটা মহিলা ডিগ্রি কলেজ
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কলেজ	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ
	সিরাজগঞ্জ	সদর	রজব আলী মেমোরিয়াল বিজ্ঞান কলেজ	কাজিপুর	আর আই এম ডিগ্রি কলেজ
	উপ-মোটঃ		**৪**		**৪**
বরিশাল	পটুয়াখালী	সদর	হাজী আক্কেল আলী হাওলাদার কলেজ	দুমকী	জনতা কলেজ
	উপ-মোটঃ		**১টি**		**১টি**
সিলেট	সিলেট	সদর (মেট্রো)	শাহ খুররম ডিগ্রি কলেজ	বিশ্বনাথ	বিশ্বনাথ কলেজ
	সুনামগঞ্জ	সদর	মইনুল হক কলেজ	ছাতক	জাওয়াবাজার কলেজ
	উপ-মোটঃ		**২টি**		**২টি**
রংপুর	দিনাজপুর	সদর	আদর্শ মহাবিদ্যালয়	পার্বতীপুর	আমবাড়ি ডিগ্রি কলেজ
	নীলফামারী	সদর	চাদেরহাট ডিগ্রি কলেজ	ডিমলা	জনতা ডিগ্রি কলেজ
	রংপুর	সদর (মেট্রো)	সমাজকল্যাণ বিদ্যাপিঠি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	কাউনিয়া	কাউনিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ
	গাইবান্ধা	সদর	হাজী ওসমান গনি কলেজ	পলাশবাড়ী	ফকিরহাট শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ
	উপ-মোটঃ		**৪টি**		**৪টি**
	সর্বমোটঃ		**২৪টি**		**২৬টি**

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত সময় ভিত্তিক (Time Based) কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	ডিসেম্বর, ২০১৫				জানুয়ারি, ২০১৬				ফেব্রুয়ারি, ২০১৬				মার্চ, ২০১৬				এপ্রিল, ২০১৬				মে'১৬	
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়
১	চুক্তি স্বাক্ষর	■																					
২	আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, প্রকল্প সম্পর্কিত দলিলাদি/প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল		■																				
৩	টেকনিক্যাল কমিটির সভা			■	■																		
৪	স্টিয়ারিং কমিটির সভা					■	■	■	■														
৫	ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন									■	■												
৬	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ											■											
৮	তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন, সেমিনার/এফজিডি												■	■	■	■							
৯	টেবুলেশন প্ল্যান তৈরি, ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস														■	■	■	■	■				
১০	খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																			■			
১১	টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন																			■	■		
১২	খসড়া প্রতিবেদন কর্মশালায় উপস্থাপন																					■	
১৩	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন ও অনুমোদন																						■

টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ ও নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত

শিক্ষা প্রকৌশল জোনাল অফিস :
কলেজের নাম :
উপজেলা :
জেলা :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টেন্ডার অনুযায়ী কাজের নাম ও পরিমাণ		কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময়	কাজের অগ্রগতি		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)	

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ করা না হলে/সম্পন্ন না হলে এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে, তার কারণ উল্লেখ করুন।

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

অবজারভেশন চেকলিস্ট

১। কলেজের নাম: ....

২। ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ...., সড়ক: ...., ইউনিয়ন: ....,
উপজেলা: ...., জেলা: ....

৩। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কলেজের ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত:

ক্রঃ নং	বিল্ডিং (তলা ও মেঝায়তন উল্লেখসহ)	আধা-পাকা বিল্ডিং	টিনের ঘর	অন্যান্য	মন্তব্য

৪। কলেজের যোগাযোগ ব্যবস্থা কি ভাল? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৫। কলেজের মোট জমির পরিমাণ কত ? .... শতাংশ

৬। কলেজে খেলার মাঠ আছে কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৭। কলেজে ইনডোর গেমসের সুযোগ-সুবিধা আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৮। কলেজে সীমানা প্রাচীর আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৯। কলেজে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১০। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১১। শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা আছে কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১২। ক্লাশরুমে ছাত্র/ছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয় জায়গা ও বেঞ্চ আছে কি?
জায়গা: ☐ হ্যাঁ ☐ না
বেঞ্চ: ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৩। কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৪। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও বই আছে কি-না?
আসবাবপত্র : ☐ হ্যাঁ ☐ না
বই : ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫। বর্তমানে লাইব্রেরিতে মোট বই সংখ্যা কত ? .... টি

১৬। লাইব্রেরিতে দৈনিক গড় পাঠক সংখ্যা কত? .... জন

১৭। কলেজের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ কেমন ?
☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ খারাপ

১৮। নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবনটি সম্পূর্ণ নতুন, নাকি বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ ?

☐ সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ ☐ বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ

১৯। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করুন (টেন্ডার ডকুমেন্টের আলোকে):

(ক) নির্মাণ কাজ:

মেঝের অবস্থা : (মোজাইক/টাইলস) ....
....

ছাদের অবস্থা : ....

দেয়াল/প্লাস্টার : ....

দরজা (স্পেসিফিকেশন কি কাঠের এবং
কত এমএম করার কথা উল্লেখসহ) : ....

জানালা : ....

কমোড ও লো ডাউন/বেসিন: ....

পানির ট্যাংক : ....

(খ) আসবাবপত্র (কাঠের নাম উল্লেখসহ):..

....

২০। আইসিটি'র জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২১। আইসিটি পাঠদানের জন্য কি কি যন্ত্রপাতি আছে?

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা		
		সচল	অচল	মোট

২২। নির্মাণ নকশা দেখে নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবনের যে কোন অংশ (করিডোর, ক্লাসরুম, রুফটপ) শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সাহায্য নিয়ে আয়তন ঠিক আছে কি-না পরিমাপ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ক্রঃ নং	পরিমাপকৃত ভবনের অংশের নাম	নকশা অনুযায়ী মোট আয়তন (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ)	পরিমাপে প্রাপ্ত আয়তন (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ)	মন্তব্য
	করিডোর			
	ক্লাসরুম ১টি (আইসিটি)			
	রুফটপ			

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

কলেজের নাম: ...., উপজেলা: .... জেলা: ....

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
৩। প্রকল্পের নাম :
৪। দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম :
৫। দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম ও তারিখ :
৬। দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ :
৭। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় :
৮। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় :
৯। প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :
১০। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় :
১১। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :
১২। নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা :
১৩। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ :
(কমিটি গঠন সম্পর্কিত পত্র সংযুক্ত করুন)
১৪। সিএস তৈরির তারিখ :
১৫। সিএস অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও
অনুমোদনের তারিখ :
১৬। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরদাতার নাম :
১৭। Notification of Award প্রদানের তারিখ :
১৮। মোট চুক্তিমূল্য :
১৯। কন্টাক্ট অনুমোদনের তারিখ :
২০। কন্টাক্ট স্বাক্ষরের তারিখ :
২০। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ :
২১। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ :
২২। সময় বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি এবং কারণ :
২৩। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ :
২৪। চূড়ান্ত বিল/সর্বশেষ চলতি বিল জমাদানের তারিখ
ও বিলের পরিমাণ :
২৫। চূড়ান্ত বিল/সর্বশেষ চলতি বিল পরিশোধের
তারিখ ও পরিমাণ :
২৬। সর্বমোট বিল পরিশোধ :

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....
মোবাইল: ....

পরিশিষ্ট- ৬

ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কলেজে প্রস্তাবিত আইসিটি ল্যাব, ক্লাসরুম, ডিজিটাল ডিভাইসেস ও স্মার্ট ক্লাস ডিভাইসেস ও ইন্টারনেট কানেকটিবিটি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির নাম, সংখ্যা ও ব্যয় বিভাজন

ক্রঃ নং	আইসিটি ল্যাব স্থাপন যন্ত্রপাতির নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	হোস্ট মাদার/সার্ভার (রেপুটেড ব্রান্ড)	০.৭৫	১	৪.০০	২	প্রতিটি কলেজে প্রস্তাবিত আইসিটি ল্যাব, ক্লাসরুম, ডিজিটাল ডিভাইসেস ও স্মার্ট ক্লাস ডিভাইসেস ও ইন্টারনেট কানেকটিবিটি স্থাপনের কাজ এখনও শুরু হয়নি।
২	মনিটর (রেপুটেড ব্রান্ড) এলসিডি/ এলইডি	১.০০	১০	৩.০০	৩০	
৩	কি-বোর্ড (রেপুটেড ব্রান্ড)	০.০৪	১০	০.১২	৩০	
৪	মাউস (রেপুটেড ব্রান্ড)	০.০৪	১০	০.১২	৩০	
৫	ভারচুয়াল ডিভাইস	০.০৭	১০	৩.৬০	৩০	
৬	সুইস (রেপুটেড ব্রান্ড) পোর্ট ১৬ ডাটা স্পিড জিবি	০.২০	১	০.৪০	২	
৭	ক্যাবল (ইউটিপি রেপুটেড ব্রান্ড)	০.১৩	১	০.৩৫	১	
৮	ক্যাবল উইথ চ্যানেল, কমিশনিং, টেস্ট রান এন্ড ট্রেনিং	০.১৫	১	০.২৩	১	
৯	পাওয়ার স্ট্রিপ ৩ মিটার ৪X৩ পিন	০.০৬	১১	০.১৬	৩০	
১০	লেজার প্রিন্টার (নেটওয়ার্ক)	০.২৫	১	০.২৫	১	
১১	ফ্লাটবেট স্ক্যানার	০.০৫	১	০.০৫	১	
১২	ইউপিএস ২০০০ ভিএ ২ ঘন্টা ব্যাকআপ	০.২৫	১	১.২০	২	
১৩	কম্পিউটার টেবিল	০.৫৫	১১	১.৫০	৩০	
১৪	কম্পিউটার চেয়ার	০.৪৪	১১	১.৫০	৩০	
	মোটঃ	**৪.৬১**	**৮০**	**১৬.৪৮**	**২২০**	
	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্সেস (১০%)	-		১.৬৫		
	প্রতিটি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপন ব্যয়	**৪.৬১**		**১৮.১৩**		

ক্রঃ নং	**ক্লাস রুম ডিজিটাল ডিভাইসেস যন্ত্রপাতির নাম**	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		**মন্তব্য**
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব**	
১	ল্যাপটপ কোর-১৩, ৪ জিবি র‌্যাম, ৫০০ জিবি হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, অরিজিনাল অপারেটিং সিস্টেম	১.১০	২	-	-	কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি
২	ল্যাপটপ ৪ জি	-	-	৬.৫০	১০	
৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৩০০০ এএনএসআই লুমেন ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং টেকনোলজি	১.৪০	২	-	-	
৪	এলইডি মনিটর/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইনস্টলেশন সহ	-	-	৮.০০	১০	
	মোটঃ	**২.৫০**	**৪**	**১৪.৫০**	**২০**	
	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্সেস (১০%)			১.৪৫		
	প্রতিটি কলেজে ক্লাসরুম ডিজিটাল ডিভাইসেস ব্যয়			**১৫.৯৫**		

ক্রঃ নং	স্মার্ট ক্লাস ডিভাইসেস যন্ত্রপাতির নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	স্মার্ট বোর্ডস উইথ এক্সেসরিজ এন্ড ইনস্টলেশন, অপারেশন	-	-	১.৫০	১ সেট	কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি
	মোটঃ			**১.৫০**	১ সেট	
	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্সেস (১০%)			০.১৫		
	প্রতিটি কলেজে স্মার্ট ক্লাস ডিভাইসেস ব্যয়			**১.৬৫**		

ক্রঃ নং	**কানেকটিবিটি (সার্ভিসেস) যন্ত্রপাতির নাম**	**ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**মন্তব্য**
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব**	
১	ইন্টারনাল অয়ারলেস মডেম	০.০৩	১	-	-	কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি
২	ইন্টারনাল ইন্টারনেট কানেকটিবিটি	০.০১	১	-	-	
৩	কানেকটিবিটি ইনস্টলেশন এন্ড ট্রেনিং	-	-	০.৮০	১ ইউনিট	
	মোটঃ	**০.০৪**	**২**	**০.৮০**		
	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্সেস (১০%)			০.১২		
	প্রতিটি কলেজে কানেকটিবিটি ব্যয়			**০.৯২**		

পরিশিষ্ট-৬ (ক)

প্রতি কলেজের জন্য আসবাবপত্রের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	**আসবাবপত্রের নাম**	**ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**মন্তব্য**
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব**	
১	হাই বেঞ্চ	৪.১৩	৯০টি	১০.৪৫	১৮০	
২	লো বেঞ্চ	৪.৬৮	৯০টি	১১.৪০	১৮০	
৩	শিক্ষক টেবিল	০.৩৭	০৬টি	১.৪০	১০	
৪	শিক্ষক চেয়ার	০.১৯	০৬টি	০.৬০	১০	
৫	সম্মেলন কক্ষ টেবিল	-	-	২.৫০	১	
৬	সম্মেলন কক্ষ	-	-	২.১০	৩০	
৭	ক্যান্টিন টেবিল	-	-	২.০০	৮	
৮	ক্যান্টিন চেয়ার	-	-	৩.২০	৬৪	
৯	ভ্যাট	১.৩৫	-	৬.৮৪	-	
	মোটঃ	**১০.৭৩**	**১৯২টি**	**৪০.৪৯**	**৪৮৩**	

পিআইইউ'র জন্য অফিস ইক্যুইপমেন্ট সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতির নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কম্পিউটার	২.০০	৫	৪.২৮	৮	২.০০	৫টি
২	ল্যাপটপ	-	-	০.৬৯	১	-	-
৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (স্ক্রীণসহ)	-	-	০.৭৫	১		
৪	লেজার প্রিন্টার	০.৭৫	৩	১.০০	৪	১.৭২	৩টি
৫	লেজার প্রিন্টার (কালার)	১.২০	২	১.২০	২	১.২০	২টি
৬	ইউপিএস	০.৩০	৫	০.৩৬	৬	০.৩০	৫টি
৭	কম্পিউটার টেবিল	০.২৫	৫	০.৩০	৬	০.২৫	৫টি
৮	কম্পিউটার চেয়ার	০.২০	৫	০.২৪	৬	০.২০	৫টি
৯	ফটোকপিয়ার (ডিজিটাল)	৪.০০	২	৪.০০	৩	৩.২৫	২টি
১০	এয়ারকুলার	০.৭৫	১	০.৬৫	১	০.৬৯	১টি
১১	ফ্যাক্স মেশিন	০.২৫	১	০.২৭	১	০.২৭	১টি
১২	ফ্লাটবেট স্ক্যানার	০.১২	২	০.১৮	৩	০.১২	১টি
১৩	ডিজিটাল ক্যামেরা	-	-	০.৭০	১		
১৪	আইপিএস	-	-	০.৯১	১		
১৫	সার্ভার হোস্ট কম্পিউটার/ পিসি সার্ভার	-	-	১.৫০	১		
১৬	ওয়াটার ফিল্টার	-	-	০.১৫	১		
১৭	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	-	-	০.২০	১		
১৮	হোয়াইট বোর্ড	-	-	০.২৫	১		
১৯	মডেম	-	-	০.০৫	১		
২০	ইন্টারকম সিস্টেম	-	-	০.৪০	১		
২১	রুম হিটার	-	-	০.২০	১		
২২	টেলিফোন সেট (নেট কানেকশনসহ)	-	-	০.০৯	৬		
২৩	স্পাইরেল বাইন্ডিং মেশিন	-	-	০.১৫	১		
	মোটঃ	**১০.০০**	**৩১**	**১৮.৫২**	**৫৮**	**১০.০০**	**৩০**

পরিশিষ্ট- ৮

পিআইইউ'র জন্য আসবাবপত্র সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী আসবাবপত্রের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১.০৩	৩	৩.৬৯	১৩	০.৮৫	৩
২	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	০.১৭	১	১.৩৩	৭	০.১৭	১
৩	রিভলবিং/এক্সিকিউটিভ চেয়ার	০.৩৭	৩	১.৩৬	১৩	০.৩৭	৩
৪	হাফ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার উইথ আর্মস	-	-	০.৩৫	৭	-	
৫	কুশন আর্মস চেয়ার	০.৬৩	৯	০.৫৩	৯	০.৫৩	৯
৬	কুশন আর্মসলেস চেয়ার	০.১৩	৪	০.১১	৪	০.১১	৪
৭	স্টিলের আলমিরা	০.৪০	৩	০.৭৫	৫	০.৩৫	৩
৮	ফাইল কেবিনেট	০.২৭	৩	০.৫০	৫	০.২৬	৩
৯	সোফাসেট	-	-	১.০০	১ সেট	-	-
১০	মিটিং টেবিল	-	-	১.০০	১ সেট	-	-
১১	ফাইল রেক (কাঠের)	-	-	০.১০	২	-	-
১২	ফাইল রেক (স্টিল)	-	-	০.৪০	২	-	-
১৩	বুক সেলফ	-	-	০.৮০	২	-	-
	মোটঃ	**৩.০০**	**২৬**	**১১.১৭**	**৭১**	**২.৬০**	**২৬**

পরিশিষ্ট- ৯

পিআইইউ-র জন্য ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী জনবল

ক্রঃ নং	**পদের নাম**	ডিপিপি অনুযায়ী পদ সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী পদ সংখ্যা	**নিয়োগকৃত পদ সংখ্যা**	**মন্তব্য**
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	১	
২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	-	১	-	
৩	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	২	৩	২	
৪	প্রকল্প কর্মকর্তা	-	৩	-	
৫	সহকারী প্রোগ্রামার	-	১	-	
৬	কম্পিউটার অপারেটর	১	২	১	
৭	হিসাবরক্ষক	১	১	-	
৮	অফিস সহকারী	১	২	১	
৯	ড্রাইভার (আউটসোর্সিং)	১	৩	১	আউটসোর্সিং
১০	এমএলএসএস (আউটসোর্সিং)	২	৪	২	আউটসোর্সিং
১১	সুইপার (আউটসোর্সিং)	১	১	১	আউটসোর্সিং
	মোটঃ	**১০**	**২২**	**৯**	

পরিশিষ্ট- ১০

এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কলেজে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিতঃ

	আরবান		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	১৫	৬২.৫০%	২০	৭৬.৯৩%	৩৫	৭০%
না	৯	৩৭.৫০%	৬	২৩.০৭%	১৫	৩০%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

পরিশিষ্ট- ১১

প্রকল্প হতে আসবাবপত্র প্রাপ্তিঃ

আসবাবপত্র পাওয়া গিয়েছে কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	৪	১৬.৬৬%	৭	২৬.৯২%	১১	২২%
না	২০	৮৩.৩৪%	১৯	৭৩.০৮%	৩৯	৭৮%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

পরিশিষ্ট- ১২

প্রকল্পের অধীনে কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে মতামতঃ

ক) নির্মাণ কাজের গুণগত মান	আরবান		রুরাল		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
খুব ভাল	১৪	৫৮.৩৩%	১৩	৫০%	২৭	৫৪%
ভাল	৯	৩৭.৫০%	১২	৪৬.১৫%	২১	৪২%
মোটামুটি	১	৪.১৭%	১	৩.৮৫%	২	৪%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) আসবাবপত্রের গুণগত মান						
খুব ভাল	৩	৭৫%	১	১৪.২৮%	৪	৩৬%
ভাল			৪	৫৭.১৪%	৪	৩৬%
মোটামুটি	১	২৫%	২	২৮.৫৭%	৩	২৭%
মোটঃ	৪	১০০%	৭	১০০%	১১	১০০%

পরিশিষ্ট- ১৩

কলেজ ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত মতামতঃ

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ	২১	৮৭.৫০%	২৫	৯৬.১৫%	৪৬	৯২%
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর পরিদর্শনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ	১৯	৭৯.১৭%	২২	৮৪.৬২%	৪১	৮২%
কলেজ গভর্ণিং বডি কর্তৃক তদারকি	৪	১৬.৬৭%	৬	২৩.০৭%	১০	২০%
জনবল নিয়োগ	৯	১৮%	৫	১৯.২৩%	১৪	২৮%

*** একাধিক উত্তর বিবেচিত**

পরিশিষ্ট- ১৪

আইসিটি প্রশিক্ষণের বর্তমান মেয়াদকাল (১২ দিন) সম্পর্কিতঃ

ক) বতর্মান প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল যথাযথ কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	১	৪.১৬%	১	৩.৮৫	২	৪%
না	২৩	৯৫.৮৪%	২৫	৯৬.১৫	৪৮	৯৬%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল কতদিন হওয়া দরকার						
১৬-২০ দিন	৩	১৩.০৪%	-	-	৩	৬.২৫%
২১-২৫ দিন	২	৮.৬৯%	-	-	২	৪.১৬৫৫
২৬-৩০ দিন	১১	৪৭.৮২%	১০	৪০%	২১	৪৩.৭৫%
৩০-৩৫ দিন	৭	৩০.৪৩%	১৫	৬০%	২২	৪৫.৮৬%
মোটঃ	**২৩**	**১০০%**	**২৫**	**১০০%**	**৪৮**	১০০%

পরিশিষ্ট- ১৫

বর্তমান প্রশিক্ষণ কারিকুলামে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মতামতঃ

ক) নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্তি দরকার কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	১৯	৭৯.১৭%	২১	৮০.৭৬%	৪০	৮০%
না	৫	২০.৮৩%	৫	১৯.২৪%	১০	২০%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার						
১) নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট	১৩	৬৮.৪২%	১২	৫৭.১৪%	২৫	৬২.৫০%
২) HTML, ডাটাবেইজ	১১	৫৭.৮৯%	৮	৩৮.০৯%	১৯	৪৭.৫০%
৩) ওয়েব ডিজাইন	৭	৩৬.৮৪%	৬	২৮.৫৭%	১৩	৩২.৫০%
৪) কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার	১৪	৭৩.৬৮%	১৩	৬১.৯০%	২৭	৬৭.৫০%
৫) কম্পিউটার বেসিক ধারণা	৭	৩৬.৮৪%	৩	১৪.২৮%	১০	২৫%
৬) Troubleshoting	১৩	৬৮.৪২%	১৪	৬৬.৬৭%	২৭	৬৭.৫০%
৭) বিষয় ভিত্তিক কনটেন্ট বৃদ্ধি	১৫	৭৮.৯৪%	৪	১৯%	১৯	৪৭.৫০%
৮) সিলেবাস অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক পাঠদান	১২	৬৩.১৫%	৩	১৪.২৮%	১৫	৩৭.৫০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট- ১৬

প্রশিক্ষণ ভাতা কত হওয়া উচিত, এ সম্পর্কিত মতামতঃ

ক) প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছিল কি-না	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
হ্যাঁ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
না						
মোট	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
(খ) প্রশিক্ষণ ভাতা কত টাকা হওয়া উচিত						
১০,০০০/- থেকে ১২,০০০/-	১৪	৫৮.৩৩%	১৫	৫৭.৬৯%	২৯	৫৮%
১২,০০১/- থেকে ১৪,০০০/-	৫	২০.৮৩%	৬	২৩.০৮%	১১	২২%
১৪,০০১/- থেকে ১৬,০০০/-	৩	১২.৫০%	২	৭.৬৯%	৫	১০%
১৬,০০১/- থেকে ১৮,০০০/-	২	৮.৩৩%	৩	১১.৫৪%	৫	১০%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%

পরিশিষ্ট- ১৭

প্রকল্পের অধীনে কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে মতামতঃ

ক) নির্মাণ কাজের গুণগত মান	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
খুব ভাল	১০	৪১.৬৬%	৮	৩০.৭৭%	১৮	৩৬%
ভাল	১২	৫০%	১৬	৬১.৫৪%	২৮	৫৬%
মোটামুটি	২	৮.৩৩%	২	৭.৬৯%	৪	৮%
মোটঃ	২৪	১০০%	২৬	১০০%	৫০	১০০%
খ) আসবাবপত্রের গুণগত মান						
খুব ভাল	১	২৫%	১	১৪.২৮%	২	১৮.১৮%
ভাল	২	৫০%	৫	৭১.৪৩%	৭	৬৩.৬৩%
মোটামুটি	১	২৫%	১	১৪.২৮%	২	১৮.১৮%
মোটঃ	৪	১০০%	৭	১০০%	১১	১০০%

পরিশিষ্ট- ১৮

আইসিটি শিক্ষকের পাঠদান সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের মন্তব্য:

মন্তব্য	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
খুব ভাল	২০	১৬.৬৭%	২৩	১৭.৬৯%	৪৩	১৭.২০%
ভাল	৬৬	৫৫%	৭১	৫৪.৬১%	১৩৭	৫৪.৮০%
মোটামুটি	১৭	১৪.১৭%	২৬	২০%	৪৩	১৭.২০%
ভাল না	১৭	১৪.১৭%	১০	৭.৬৯%	২৭	১০.৮০%
মোটঃ	**১২০**	**১০০%**	**১৩০**	**১০০%**	**২৫০**	**১০০%**

পরিশিষ্ট- ১৯

আইসিটি বিষয়ে এ যাবত ছাত্র/ছাত্রীরা যা শিখেছে

কি কি শিখেছে?	**আরবান**		**রুরাল**		**মোট**	
	সংখ্যা	**%**	**সংখ্যা**	**%**	**সংখ্যা**	**%**
১) সংখ্যা পদ্ধতি	৭৫	৬২.৫০%	৮৭	৬৩.৯৩%	১৬২	৬৪.৮০%
২) ইন্টারনেট, HTML, HTTP, ওয়েব পেজ	৭৮	৬৫%	৮৯	৬৮.৪৬%	১৬৭	৬৬.৮০%
৩) মাইক্রোসফট অফিস ল্যাঙ্গুয়েজ	৫৫	৪৫.৮৩%	৬২	৪৭.৬৯%	১১৭	৪৬.৮০%
৪) গ্লোবাল ভিলেজ	৪১	৩৪.১৬%	৩৭	২৮.৫০%	৭৮	৩১.২০%
৫) কম্পিউটার অপারেশন	৩৪	২৮.৩৩%	৩৫	২৬.৯২%	৬৯	২৭.৬০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট- ২০

আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আছে কি-না, থাকলে কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?

ক) আইসিটি'র প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আছে কি-না?	**সংখ্যা**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	১১	৭৮.৫৭%
না	৩	২১.৪৩%
মোটঃ	১৪	১০০%

প্রশিক্ষণের বিষয়	সংখ্যা	%
১) কম্পিউটার এপ্লিকেশন	৫	১৭.৮৬%
২) কম্পিউটার স্কিল	৬	২১.৪৩%
৩) ডিজিটাল কনটেন্ট	৪	১৪.২৯%
৪) গ্রাফিক্স	২	৭.১৪%
৫) হার্ডওয়ার, ট্রাবল শুটিং	৩	১০.৭১%
৬) ফাইন্যান্সিয়াল বেইজড কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট	৪	১৪.২৯%
৭) আইসিটি	৪	১৪.২৯%
মোটঃ	**২৮**	**১০০%**

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট- ২১

আইসিটি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যথাযথ কি-না এ বিষয়ে প্রশিক্ষকের মতামতঃ

ক) আইসিটি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যথাযথ কি-না	মোট	শতকরা হার
হ্যাঁ	৯	৬৪.২৮%
না	৫	৩৫.৭২%
মোটঃ	**১৪**	**১০০%**
খ) বর্তমান কারিকুলামে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার		
১) ভিডিও এডিটিং	১	২০%
২) ইমেজিং এডিটিং	২	৪০%
৩) ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্ট	৩	৬০%
৪) এ্যাবস ডেভেলপমেন্ট	১	২০%
৫) ট্রাবল শুটিং	৫	১০০%
৬) ইন্টারনেট প্রয়োগ	১	২০%
৭) ডিজিটাল কনটেন্ট	২	৪০%

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট- ২২

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পর্কিতঃ

ক) বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ কি-না	মোট	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪	২৮.৫৭%
না	১০	৭১.৪৩%
মোটঃ	১৪	১০০%
খ) প্রতি ব্যাচের জন্য কত টাকা দরকার		
৪ লক্ষ – ৫ লক্ষ	৬	৬০%
৫ লক্ষ – ৬ লক্ষ	০	
৬ লক্ষ – ৭ লক্ষ	১	১০%
৭ লক্ষ – ৮ লক্ষ	৩	৩০%
মোটঃ	**১০**	**১০০%**

যেসব কলেজে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে/চলমান আছে/সমাপ্ত হয়েছে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) বিভাগ ও জেলাওয়ারী সেসব কলেজের তালিকা

বিভাগের নাম	জেলার নাম		কলেজ সংখ্যা
ঢাকা	১	ঢাকা	৩৪
	২	মানিকগঞ্জ	১০
	৩	নরসিংদী	১৬
	৪	গাজীপুর	১৪
	৫	নারায়নগঞ্জ	৭
	৬	মুন্সিগঞ্জ	১১
	৭	ফরিদপুর	১২
	৮	রাজবাড়ী	১০
	৯	গোপালগঞ্জ	১০
	১০	মাদারীপুর	৯
	১১	শরীয়তপুর	৭
	১২	টাঙ্গাইল	৩২
		উপ-মোটঃ	**১৭২**
ময়মনসিংহ	১	জামালপুর	১৭
	২	শেরপুর	৯
	৩	ময়মনসিংহ	৩৮
	৪	নেত্রকোনা	৯
	৫	কিশোরগঞ্জ	১১
		উপ-মোটঃ	**৮৪**
চট্টগ্রাম	১	কুমিল্লা	২২
	২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩
	৩	চাঁদপুর	১৭
	৪	নোয়াখালী	১৩
	৫	ফেনী	৮
	৬	লক্ষ্মীপুর	১
	৭	চট্টগ্রাম	৫০
	৮	কক্সবাজার	৪
	৯	বান্দরবান	২
	১০	খাগড়াছড়ি	২
	১১	রাঙ্গামাটি	২
		উপ-মোটঃ	**১৩৪**
রাজশাহী	১	নওগাঁ	১৫
	২	জয়পুরহাট	৮
	৩	বগুড়া	২২
	৪	সিরাজগঞ্জ	২৬
	৫	রাজশাহী	২৩
	৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩
	৭	পাবনা	১৮
	৮	নাটোর	১৩
		উপ-মোটঃ	**১৩৮**

বিভাগের নাম	জেলার নাম		কলেজ সংখ্যা
খুলনা	১	কুষ্টিয়া	১১
	২	মেহেরপুর	২
	৩	চুয়াডাঙ্গা	৫
	৪	ঝিনাইদহ	১৮
	৫	মাগুরা	৯
	৬	যশোর	২৭
	৭	বাগেরহাট	৭
	৮	খুলনা	১৩
	৯	সাতক্ষীরা	১০
	১০	নড়াইল	৪
		উপ-মোটঃ	**১০৬**
বরিশাল	৪	বরিশাল	৯
	১	পটুয়াখালী	১০
	২	বরগুনা	৪
	৩	ভোলা	৮
	৫	ঝালকাঠি	৪
	৬	পিরোজপুর	৭
		উপ-মোটঃ	**৪২**
সিলেট	১	সিলেট	১৮
	২	সুনামগঞ্জ	১০
	৩	মৌলভীবাজার	১৭
	৪	হবিগঞ্জ	১২
		উপ-মোটঃ	**৫৭**
রংপুর	১	পঞ্চগড়	৯
	২	ঠাকুরগাঁও	১৩
	৩	দিনাজপুর	২৫
	৪	নীলফামারী	১৪
	৫	কুড়িগ্রাম	১৫
	৬	লালমনিরহাট	৮
	৭	রংপুর	২৭
	৮	গাইবান্ধা	২৪
		উপ-মোটঃ	**১৩৫**
		সর্বমোটঃ	**৮৬৮**

ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত ৮৬৮টি কলেজের বিভাগওয়ারী বিভাজন ও নমুনা কলেজ সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত অগ্রগতি সম্পন্ন কলেজ সংখ্যা	কোন অগ্রগতি হয়নি এমন কলেজ সংখ্যা	নমুনা জেলা ও কলেজ সংখ্যা	
					জেলা	কলেজ
১	ঢাকা	১৯১	১৭২	১৯	৫	১০
২	ময়মনসিংহ	৯৭	৮৪	১৩	২	৪
৩	চট্টগ্রাম	১৮৭	১৩৪	৫৩	৪	৮
৪	খুলনা	১২৭	১০৬	২১	৩	৬
৫	রাজশাহী	১৫০	১৩৮	১২	৪	৮
৬	বরিশাল	৪২	৪২	-	১	২
৭	সিলেট	৬০	৫৭	৩	২	৪
৮	রংপুর	১৪৩	১৩৫	৮	৪	৮
	মোটঃ	**৯৯৭**	**৮৬৮**	**১২৯**	**২৫**	**৫০**

* শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

** ১২৯টি কলেজের মধ্যে ৮৭টি কলেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে।

নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্য পরিধি (Terms of Reference)

(ক) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং অর্থায়ন ব্যবস্থা পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং উহা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

(গ) প্রকল্পের মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে বিদ্যমান প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিএ, পিপিআর এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনার গাইডলাইন) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না/অনুসরণ করা হচ্ছে কি-না, তা যাচাই করার জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(ঙ) মালামাল ক্রয় (কম্পিউটার/কম্পিউটার এক্সেসরিজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ ক্ষেত্রে টেন্ডার ডকুমেন্টে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন, গুণগতমান পরিমাণ/সংখ্যা অনুযায়ী সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়ন, মালামাল সংগ্রহ, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা, প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা (যদি থাকে) চিহ্নিত করা এবং ঐ সকল সমস্যার কারণ সনাক্তকরণ;

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা;

(জ) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

মো: খালেদুর রহমান
ব্যক্তি পরামর্শক
২৭২/১৪-ডি, বাতেন নগর আবাসিক এলাকা
মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১৫-৬২৩৭৯৯,ই-মেইল: khaled.mp53@gmail.com